চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
Sister
masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিস্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 6 December, 2019 ■ আগরতলা, ৬ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১৯ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বড়মুড়ায় রেল লাইন অবরোধ করেন আইএনপিটির কর্মী সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার তোলা নিজস্ব ছবি।

ক্যাব'র প্রতিবাদে রেল ও জাতীয় সড়ক অবরোধ আইএনপিটি'র, আংশিক ব্যাহত রেল পরিষেবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর বিরোধিতা করে বৃহস্পতিবার সকাল পাঁচটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক ও রেলপথ অবরোধে বসেছে ইন্ডিজিনিয়াস ন্যাশনালিস্ট পার্টি অব তুইপ্রা (আইএনপিটি)। দলের সাধারণ সম্পাদক জগদীশ দেববর্মা জানিয়েছেন, বড়মুড়ার পাদদেশে খামতিংবাড়ি এলাকায় ব্রিজের উপর অসম-আগরতলা জাতীয় সড়ক অবরোধ করা হয়েছে। এদিকে, বড়মুড়ায় ভৃগুদাসপাড়া এলাকায় রেল অবরোধ করছে আইএনপিটি। আজকের অবরোধের জেরে রেল পরিষেবা আংশিক ব্যহত হয়েছে।

জগদীশবাবু জানিয়েছেন, পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধের কর্মসূচি পালন করা হচ্ছে আজ। তাই, খামতিংবাড়ি ও ভৃগুদাসপাড়া এলাকায় দলীয় কর্মী-সমর্থকরা অবরোধে বসেছেন। তাঁর দাবি, শান্তিপূর্ণ ভাবেই অবরোধ করছেন তাঁরা। দলের সভাপতি বিজয় রাঙ্খল বলেন, আজ জাতীয় সড়ক ও রেল অবরোধের ঘোষণা অনেক দিন আগেই হয়েছিল। ফলে, এতে মানুষের খুব একটা ভোগান্তি হবে বলে মনে করি না। তিনি বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল চালু হোক তা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া হবে না। সে-ক্ষেত্রে এডিসি কিংবা ইনার লাইন পারমিট এলাকাকে ছাড় দেওয়া হলেও সন্তুষ্ট নই আমরা। সমগ্র ত্রিপুরাকে ওই বিলের আওতার বাইরে রাখতে হবে, সাফ জানালেন তিনি।

এদিকে, আজকের অবরোধের জেরে ত্রিপুরায় রেল পরিষেবা আংশিক ব্যহত হয়েছে। দূরপাল্লার ট্রেনের সূচি বদল করেছে পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে। আগরতলা স্টেশন ম্যানেজার মুন্না যাদব জানিয়েছেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সময় পরিবর্তন করে আজ সকালের বদলে রাতেই বেরিয়ে গেছে। পাশাপাশি, আগরতলা-আনন্দবিহার ত্রিপুরাসুন্দরী এক্সপ্রেসের সময় সাড়ে চার ঘণ্টা পিছিয়ে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্কুলগুলিতে ১৫টি ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত হচ্ছে আগামী শিক্ষাবর্ষে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর ।। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে রাজ্যের স্কুল গুলিতে ১৫টি ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত হতে চলেছে। নবম শ্রেণী থেকে ছাত্র ছাত্রীরা ওই ঐচ্ছিক বিষয়গুলি বাছাই করতে পারবে। বৃহস্পতিবার মহাকরণে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদ নবম শ্রেণীতে পাচটি মেইন সাবজেক্টের অতিরিক্ত ১৫টি ঐচ্ছিক বিষয় যুক্ত ককরতে চলেছে।

তিনি জানান, ৯ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। ওই কমিটি টানা দুইদিন বৈঠকে ১৫টি ঐচ্ছিক বিষয় বাছাই করেছেন। তাঁর দাবি, ছাত্র ছাত্রীদের ভালো নম্বর পেতে ঐচ্ছিক বিষয়গুলি সহায়ক হবে। তিনি জানান, মেইন সাবজেক্টে ভালো নম্বর না পেলে ঐচ্ছিক বিষয়ে নম্বর তুলে ফলাফল ভালো করা যাবে।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ভারতীয় বিদ্যাভবন, কুঞ্জবনস্থিত কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বয়েজ বুধজং স্কুল, রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষকের পাশাপাশি পর্ষদ সচিবকে নিয়ে ওই কমিটি গঠন করা হয়েছিল। তাঁরা দুইদিনের বৈঠকে আলোচনা শেষে যোগা, পর্যটন, ব্যাঙ্কিং ও বিমা, সেলস এন্ড মার্কেটিং, মিউজিক, ফুড প্রডাকশন, স্বাস্থ্য, প্রযুক্তি, শারীর শিক্ষা, ইলেক্ট্রনিক্স এন্ড হার্ডওয়ার, কৃষি, সিকিউরিটি, ফেশন এন্ড ওয়েলনেস ইত্যাদি বিষয় ঐচ্ছিক হিসেবে স্থির করেছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, মেইন সাবজেক্ট হিসেবে ইংরেজি, বাংলা অথবা কক্‌বরক, গণিত, বিজ্ঞান এবং সমাজ বিদ্যা যুক্ত হয়েছে। তিনি বলেন, এসসিইআরটি ওই বইগুলি সিবিএসই থেকে সংগ্রহ করবে।

এছাড়া শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ৭টি সরকারি সরকারী বিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিষয়, ৩টি ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে বিক্ষোভ কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : পেঁয়াজের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে সংসদ চত্বরে হাতে প্ল্যা-কার্ড নিয়ে বিক্ষোভ কংগ্রেস সাংসদদের। অধীর রঞ্জন চৌধুরীর নেতৃত্বে চলা এই বিক্ষোভে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম।

বুধবার সংসদে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মালা সীতারমণ জানিয়েছিলেন, চাষের জমি কমে যাওয়ার ফলে ফলন কম হচ্ছে। পাশাপাশি বিরোধীদের প্রশ্নের উত্তরে নির্মালা দাবি করেছিলেন যে তিনি নিজে বেশি পেঁয়াজ বা রসুন খান না। বর্তমান অর্থমন্ত্রীর এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে বৃহস্পতিবার পি চিদম্বরম জানিয়েছেন, অর্থমন্ত্রী পেঁয়াজ খান না। তবে কি এভোক্যাডো খান?

বর্তমানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর শহর তামিলনাড়ুর মাদুরাইতে পেঁয়াজ বিকোচ্ছে কেজি প্রতি ১৮০ টাকা করে। ওই অঞ্চলের এক পেঁয়াজ ব্যবসায়ী শানমুগা প্রিয়ম জানিয়েছেন, যে খরিদ্দার পাঁচ কিলো পেঁয়াজ কিনত। সে এখন মাত্র দুই কিলো কিনছে। ভাল মানের পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ১৮০ টাকা প্রতি কেজি। নিম্নমানের পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ১২০ থেকে ১৩০টাকা।

এদিন কেন্দ্রকে কটাক্ষ কর্ণাটকের প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি দীনেশ গুণ্ডু রাও জানিয়েছেন, যারা বেশি পরিমাণে পেঁয়াজ কিনবে,তাদের ধরবে আয়কর দফতর। পেট্রোল, ডিজেল, পেঁয়াজের দাম আকাশ ছুঁয়েছে।

এদিকে, তিহাড় জেল থেকে বেরোতেই অর্থনীতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম। পি চিদম্বরমের মতে, অর্থনীতি নিয়ে দিশাহীন পথে চলছে সরকার। সরকার প্রতিনিয়ত ভুল করছে। আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় ১০৬ দিন তিহাড় জেলে কাটানোর পর বুধবারই মুক্তি পেয়েছেন পি চিদম্বরমঊ এরপর বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'বছরের শেষে বৃদ্ধির হার যদি ৫ শতাংশও ছোঁয়, তবে আমরা ভাগ্যবান হবো। মনে রাখা দরকার, সরকারকে এই আশঙ্কার বার্তা আগেই দিয়েছিলেন অরবিন্দ সুব্রহ্মণম।' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'অর্থনীতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই নীরব। মন্ত্রীদের উপরই তিনি সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়েছেন। ফলস্বরূপ, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছেন জনাকয়েক অদক্ষ ম্যানেজার।'

বুধবার সকালেই আইএনএক্স মামলায় শর্তসাপেক্ষে পি চিদম্বরমকে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় মুখ খোলা বারণ পি চিদম্বরমের। এদিন ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

শ্বশুরবাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যু জামাতার, হত্যার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ৫ ডিসেম্বর ।। ভোররাতে শ্বশুরবাড়িতে অস্বাভাবিক মৃত্যু কার্তিক দাস নামের ২৪ বছরের যুবকের। কার্তিকের নিকটাত্মীয়দের দাবি শ্বশুরবাড়ি লোকেরা পরিকল্পিতভাবে খুন করেছে কার্তিককে। অপরদিকে কার্তিকের স্ত্রী ও শাশুড়ির অভিযোগ কার্তিকের মামাত্ব ভাই ভাগ্য দাসের দিকে। ঘটনা মনুভ্যালি গ্রাম পঞ্চায়েতের জীবনটিলা এলাকায়। কার্তিকের পরিবার সহ এলাকাবাসীরা থানার দ্বারস্থ হয়েছে। ঘটনাস্থলে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সহ কৈলাসহর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

কৈলাসহর মহকুমার ইরানি

কৈলাসহর

থানার অন্তর্গত হীরাছলা এডিসি বিলেজের ১নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা কার্তিক দাস এর সাথে চন্ডিপুর ব্লক এর অধীন গ্রাম পঞ্চায়েতের অনুমতি দাসের ১ বছর পূর্বে সামাজিকভাবে বিয়ে হয়। বিয়ের পর থেকেই প্রায়ই উভয়ের মধ্যে বাক-বিতণ্ডা লেগে থাকত বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কার্তিক প্রতিদিনই মদ্যপান করে বাড়ি ফিরত ফলে উভয়ের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ লেগেই থাকত। গত শুক্রবারে ও কার্তিক অনুমতির মধ্যে বাকবিতণ্ডা হয় এবং এর বিচার চেয়ে কার্তিকের স্ত্রী অনুমতি কার্তিকের মামা ও মামাতো ভাইয়ের দ্বারস্থ হয়। অভিযোগ সেদিন বিচারের নামে কার্তিকের মামা সুশীল দাস ও মামাতো ভাই সৌভাগ্য দাস কার্তিককে বেধরক মারধর করে। পরবর্তী সময়ে কার্তিক ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার টাকা ছিনতাইয়ের চেষ্টা, দুই যুবককে গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। প্রকাশ্যে দিবালোকে মহিলার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে পালানোর সময় দুই যুবককে আটক করা হয়েছে। আটক করে গণধোলাই দিয়ে পুলিশের হাতে তুলে দিয়েছে সাধারণ জনগণ । ধর্মনগর থানার পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার এটিএম থেকে টাকা তুলে ওই মহিলা রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় দুই ছিনতাইবাজ তার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে পালানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, স্থানীয় জনগণ তাদের আটক করে গণধোলাই দেন।

পুলিশ জানিয়েছে, পানিসাগর একনং টিলার বাসিন্দা অর্চনা রানি দাস আজ ধর্মনগরে বিয়ের কেনাকাটা করতে আসেন। স্থানীয়

ধর্মনগর

সেন্ট্রাল রোডস্থিত এসবিআইয়ের এটিএম থেকে তিনি ৯ হাজার টাকা তুলেন। এটিএম থেকে বেরিয়ে রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তার কাছ থেকে টাকা ছিনতাই করে ছিনতাইবাজরা এমএল০৫-বি-৮১১৮নম্বরের গাড়িতে করে পালানোর চেষ্টা করেন । তখন ওই মহিলা চিৎকার করে দৌড়ে গিয়ে গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পড়েন। মহিলার চিৎকার শুনে স্থানীয় জনগণ ছুটে আসেন এবং গাড়িতে থাকা দুই ছিনতাইবাজকে আটক করে গণধোলাই দেন ।

পুলিশ জানিয়েছে, অসমের শিলচরের বাসিন্দা ময়না মিয়া লস্কর(৩৬) ও ধর্মনগর রাজবাড়ি এলাকার বাসিন্দা চিন্ময় ঘোষকে গণধোলাইয়ের পর স্থানীয় জনগণ পুলিশের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকমঘাটে আটটি বন্য হাতির তান্ডব বাড়িঘর ভাঙ্চুর তছনছ ফসল

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ ডিসেম্বর ।। একযোগে প্রায় ৮টি বন্য দামাল হাতি উন্মত্ত তাণ্ডব চালিয়ে বাড়িঘর ভাঙচুর, কৃষিজ ফসল নষ্ট করে দিয়ে যায় বুধবার মধ্য রাতে। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চামপ্লাই গ্রামে।

দীর্ঘ দেড়মাস ধরে বন্য হাতির তাণ্ডব চলছে চামপ্লাই সহ কৃষ্ণপুরের বিভিন্ন এলাকায়। এই তাণ্ডব থেকে নিস্তার পেতে গ্রামবাসীরা রাত জেগে পাহাড়াও দেয়। কিন্তু এতেও কোনো লাভালাভ হচ্ছে না। বন্য হাতির দল খাদ্যের সন্ধানে এসে এই তাণ্ডব লীলা চালাচ্ছে বলে খবর এলাকাবাসীদের সূত্রে। হাতির সন্ত্রাসের খবর স্থানীয় বনকর্মীদের দিলেও, মুন্সিয়ানা বনকর্মীরা গড়িমসিতে এলাকার কৃষকদের সর্বনাশ। এই শুখা মরশুমে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পঞ্চায়েতে জটিলতা, সংকটে শাসক-বিরোধী উভয় শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। ত্রিপুরায় পঞ্চায়েতগুলিতে জটিলতা দেখা দিয়েছে। এতে শাসক ও বিরোধী উভয় শিবির সংকটে পড়েছে। কারণ, মতানৈক্যের কারণে পঞ্চায়েতে জনপ্রতিনিধিরা অনাস্থা প্রকাশ করছেন। কৈলাসহর মহকুমার শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং ধলাই জেলার শান্তিরবাজার পঞ্চায়েতের জনপ্রতিনিধিরা বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কংগ্রেস ও সিপিএম মিলে ক্ষমতা দখল করেছিল। তেমনি, শান্তিরবাজার পঞ্চায়েত বিজেপির দখলে গিয়েছিল। একদিকে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএম সদস্যরা দলীয় হুইপ না মেনে ভোটাভুটিতে অংশ নেন। তাতে, ক্ষমতা বিজেপির হাতে চলে গেছে। একইভাবে, শান্তিরবাজার পঞ্চায়েতে বিজেপি সদস্যরা প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। স্বাভাবিকভাবেই এই জটিল পরিস্থিতিকে ঘিরে রাজনৈতিক তরজা চরমে পৌঁছেছে।

কৈলাসহর মহকুমার শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনে ১৩টি আসনের মধ্যে বিজেপি ৬টি, সিপিএম ৫টি এবং কংগ্রেস ২টি আসন দখল করেছিল। কংগ্রেস ও সিপিএম মিলিঝুলিভাবে ওই পঞ্চায়েতের শাসনভার গ্রহণ করেছিল। কিন্তু উপপ্রধানের বিরুদ্ধে বিজেপি সদস্যরা সম্প্রতি অনাস্থা আনেন। এতে ভোটাভুটিতে ওই পঞ্চায়েতটি বিজেপির দখলে চলে গেছে। কারণ, দলীয় হুইপ না মেনে সিপিএমের চার সদস্য উপপ্রধানের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন। জানা গেছে, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে বিজেপির ৫ জন এবং সিপিএমের ৪ জন সদস্য অনাস্থা এনেছিলেন।

এ-বিষয়ে সিপিএম-এর ঊনকোটি জেলা সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী বলেন, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকার জন্য হুইপ জারি করা হয়েছিল। কিন্তু, দলীয় হুইপ না মেনে সিপিএমের ৪ সদস্য ভোটাভুটিতে অংশ নিয়েছেন। এতে সিপিএমের কাজল আলি প্রধান এবং বিজেপির সিরাজ মিয়াঁ উপপ্রধান নির্বাচিত হয়েছেন। তিনি বলেন, সিপিএমের ওই চার সদস্যের বিরুদ্ধে দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গের দায়ে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এদিকে, ধলাই জেলার সালেমা ব্লকের অধীন শান্তিরবাজার পঞ্চায়েতে বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। ওই পঞ্চায়েতটি বিজেপির দখলে রয়েছে। নির্বাচনে বিজেপি ৯টি আসনে জয়ী হয়েছিল। কিন্তু এখন বিজেপির ৫ সদস্য প্রধান এবং উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা এনেছেন। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

পেঁয়াজ ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্য অধিকর্তাকে ডেপুটেশন মহিলা কংগ্রেসের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। পেঁয়াজের চড়া দাম, রান্নার গ্যাসেও ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধিতে পথে নামল প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। বৃহস্পতিবার তাঁরা খাদ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করেছে। প্রদেশ মহিলা জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী দেবযানী লস্করের কথায়, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ সরকার। তাই, অবিলম্বে ত্রিপুরা সরকারের পদত্যাগ করা উচিত।

সারা দেশের সাথে রাজ্যেও পেঁয়াজ ও রান্নার গ্যাসের দাম বেড়ে চলেছে। পেঁয়াজ বর্তমানে সর্বোচ্চ ১২০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। সারা ত্রিপুরাতেই পেঁয়াজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতে মানুষের মধ্যে চরম অসন্তোষ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। রাজ্য সরকার বাজারগুলিতে নজরদারি চালিয়েছে। তবে ফড়েদের দাপটে সাধারণ মানুষের কাছে চড়া দামে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে। এদিকে, সারা দেশেই রান্নার গ্যাসের দাম ক্রমাগত বৃদ্ধি হচ্ছে। ফলে, রাজ্যেও এর প্রভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আজ আগরতলায়, প্রদেশ মহিলা জেলা কংগ্রেস পেঁয়াজ ও রান্নার গ্যাসের মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে খাদ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে। ডেপুটেশন শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ মহিলা জেলা কংগ্রেস সভানেত্রী দেবযানী লস্কর বলেন, টানা চার মাস ধরে রান্নার গ্যাসের দাম বাড়ছে। এখন পেঁয়াজের দামও সাধারণের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাঁর অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধির গুতোয় এখন হেঁসেল সামলানো দায় হয়েছে। তাই, আজ খাদ্য অধিকর্তার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে। তিনি বলেন, খোলা বাজারে পেঁয়াজ ১৬০ টাকা কেজি দরেও বিক্রি হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, বাজারে সংকটের পরিস্থিতি তৈরি করে ব্যবসায়ীরা জনগণের পকেট কাটছে।

এদিন তিনি বলেন, রাজ্য সরকার মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে সম্পূর্ণ ব্যর্থ। তাই, অবিলম্বে ওই সরকারের পদত্যাগ করা উচিত। তাঁর হুঁশিয়ারি, মূল্যবৃদ্ধিতে শীঘ্রই লাগাম পড়ানো না হলে সারা রাজ্যে মহিলাদের প্রতিবাদ আছড়ে পরবে।

রাজ্যে ক্যাব'র বিরোধিতার অবস্থানে অনড় সিপিএম, কংগ্রেস ও আইএনপিটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব) থেকে পূর্বোত্তরের উপজাতি এলাকাকে ছাড় দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু, তাতেও বিরোধিতা থামছে না। বিলের বিরোধিতায় ত্রিপুরায় অবস্থান একই রাখল সিপিএম, কংগ্রেস এবং উপজাতি ভিত্তিক আঞ্চলিক দল ইন্ডিজিনিয়াস ন্যাশনালিস্ট পার্টি অব তুইপ্রা (আইএনপিটি)। শুধু উপজাতি এলাকা নয়, সমগ্র রাজ্যকেই নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বাইরে রাখার দাবি তুলেছে তারা।

এ-বিষয়ে সিপিএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য বিজন ধর বলেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতার অবস্থানে অনড় রয়েছি। কারণ, আমরা চাইছি ওই বিল আনার বদলে এডিসি-কে শক্তিশালী করা হোক। তাঁর সাফ কথা, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এডিসি-র ভেতরে কিংবা বাইরে লাগু করা যাবে না। মূলত, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদকে বাইরে রাখা হয়েছে। বিজন ধরের কথায়, ওই বিলে এডিসি এলাকা বাদ থাকলেও তাতে অ-এডিসি এলাকায় চাপ পড়বে। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রসূতি ও শিশুদের রক্তাল্পতার হার কমাতে মিশন মুডে কাজ করতে নির্দেশ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৫ ডিসেম্বর।। রাজ্যের জনগণকে উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের যে-সমস্ত প্রকল্প রাজ্যে চালু রয়েছে তা সফলভাবে রূপায়ণ করার জন্য নিয়মিত পর্যালোচনা করতে স্বাস্থ্য দফতরের সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। পাশাপাশি গর্ভবর্তী মহিলা এবং শিশুদের রক্তাল্পতার হার আরও কমানোর জন্য স্বাস্থ্য দফতরকে মিশন মুডে কাজ করার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

বৃহস্পতিবার সচিবালয়ের ১ নম্বর কনফারেন্স হল-এ স্বাস্থ্য দফতরের এক পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এই নির্দেশ দিয়েছেন। সভায় স্বাস্থ্য দফতরের বিভিন্ন প্রকল্পের পর্যালোচনা করেন তিনি। তিনি বলেন, রাজ্যের যে-সব এলাকায়

মহিলা ও শিশুদের রক্তাল্পতার হার বেশি, সে-সব এলাকায় স্বাস্থ্য দফতরকে আরও বেশি করে কর্মসূচি নিতে হবে। বিশেষ করে জনজাতি এলাকায় মহিলা ও শিশুদের রক্তাল্পতার হার কমাতে বিশেষ পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। রক্তাল্পতার হার কমানোর জন্য প্রতিটি জেলার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিকদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে দিতে স্বাস্থ্য সচিবকে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

পঞ্চায়েত স্তর থেকেই এই কাজটি করার জন্য সভায় উপস্থিত মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিকদের দায়িত্ব নিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। সভায় তিনি আরও বলেন, গর্ভবর্তী মহিলাদের জন্য প্রয়োজনীয় যতগুলি স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরীক্ষা রয়েছে সেগুলি ১০০ শতাংশ করার ক্ষেত্রে প্রতিটি জেলার মুখ্য চিকিৎসা অধিকারিকদের বিশেষ উদ্যোগ নিতে হবে। প্রয়োজনে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করে গর্ভবর্তী মহিলাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পরীক্ষাগুলি করাতে হবে এবং প্রয়োজনীয় ওষুধ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।

সভায় স্বাস্থ্যসচিব দেবাশিস বসু বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিকে আরও শক্তিশালী ও উন্নীতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে তাঁর দফতর। রাজ্যে বর্তমানে ২-টি মেডিক্যাল কলেজ, ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

তেলিয়ামুড়ায় ড্রাগস সহ দুই যুবক গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ৫ ডিসেম্বর ।। ড্রাগস সহ দুই নেশাকারবারীকে আটক করল পুলিশ। যদিও তাদের সঙ্গে সহযোগী কেজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। ঘটনা তেলিয়ামুড়ায়। পুলিশের কাছে গোপন সংবাদ ছিল আগরতলা থেকে তেলিয়ামুড়ায় ড্রাগস নিয়ে আসছে তিন যুবক। পুলিশ উৎ পেতে বসে। তিন যুবক তেলিয়ামুড়ায় আসতে পুলিশ দুইজন আটক করে। তাদের কাছ থেকে পুলিশ ৯০ কৌটা ড্রাগস উদ্ধার করে। আটককৃতদের নাম সঞ্জয় রায় বয়স ২৫ এবং শায়ন দাস বয়স ১৯। দুই আটককৃতদের জিজ্ঞাসা বাদের পর পুলিশ তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আরও কিছু জায়গায় অভিযান চালায়। পুলিশ জানিয়েছে আগামী দিনেও এই ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখা হবে থানার অধীন এলাকায়।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৬ ◘ সংখ্যা ৫৯ ◘ ৬ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◘ ২০ অগ্রহায়ণ ◘ শুক্রবার ◘ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

পেঁয়াজে চোখের জল

পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির কারণে সাধারণ নাগরিকদের চোখের জলে বুক ভাসিতেছে। ত্রিপুরায় পেঁয়াজের কেজি একশ কুড়ি টাকায় পৌঁছিয়াছে। কিন্তু, এই মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে তেমন প্রতিবাদ আন্দোলন নাই বিরোধী দলগুলির। কংগ্রেসের প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি গোপাল রায় পেঁয়াজের মালা গলায় পরিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া জ্বালাময়ী বক্তব্য রাখিয়াছেন। কংগ্রেস এই ব্যাপারে মুখেই বিপ্লব চালাইতেছে। এই মারাত্মক মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে কোনও জোরদার আন্দোলন নাই। এরাজ্যে বিরোধী সিপিএম দল রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে উকিঝুঁকি চালু রাখিয়াছে। রাজধানী আগরতলায় দল শক্তির নজীর রাখিয়াছে। মিছিল মিটিংয়ে লোক বাড়িতেছে। কিন্তু, কংগ্রেস তো শহর আগরতলাতেই সামান্য লম্প ঝম্প দিয়াই বিপ্লব সারিতেছে। কংগ্রেসের মধ্যে নাই কোন বুঝাপড়া। কংগ্রেসে নেতাদের মন খুলিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করিবার সুবিধা আছে। এমন স্বাধীনতা অন্য কোনও দলে আছে কিনা সন্দেহ। ত্রিপুরা কংগ্রেসের তো অভিভাবক নাই। এখনও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি মনোনীত করিতে পারে নাই কংগ্রেস হাইকমান্ড। ফলে, তলে তলে কংগ্রেসে চলিতেছে সভাপতি নিয়া লড়াই। বিজেপি ত্যাগী এক নেতা তো রাজ্য জুড়িয়া দৌঁড়ঝাপ চালু রাখিয়াছেন এবং প্রচারের আলোতে আসিতে প্রাণপাত করিতেছেন। কারণ, তিনি প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির দৌড়ে আছেন। দৌঁড়ে আছেন আরও অনেকেই।

পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধির প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারও কিংকর্তব্যবিমু হইয়া থাকিতে হইতেছে। মাঝে মধ্যে সদর মহকুমা শাসক হানা দিতেছেন মহারাজগঞ্জ বাজারে। এই হানাই সার। কাজের কাজ কিছুই হইতেছে না। খাদ্যমন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবও মুখে কুলুপ আঁটিয়াছেন। রাজ্যে পেঁয়াজের অগ্নিমূল্য সর্বকালীন রেকর্ড ছাঁড়াইয়া গিয়াছে। পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পাইকারী ব্যবসায়ীদের ভূমিকা আছে। তাঁহাদের বহিঃরাজ্য হইতে পেঁয়াজ আমদানীর ক্ষেত্রে নানা ঝুঁকিও নিতে হয়। অনেক সময় পেঁয়াজে পচনও ধরে। এইসব নানা ঝুঁকির কারণে পেঁয়াজের দাম বাড়িতেই পারে। উৎসে দাম বাড়িলে রাজ্যে দাম বৃদ্ধি হইবে। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার জরুরী ভিত্তিতে ভূমিকা নিতে পারে। কিন্তু, রাজ্য সরকার কার্য্যত হাত তুলিয়াই আছেন। অন্যান্য রাজ্যে বিশেষ করিয়া পঃবঙ্গে পেঁয়াজও সরকারী তরফে বিক্রি করা হইতেছে। ত্রিপুরায় সেই উদ্যোগ নাই। পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি আজ দেশ জুড়িয়াই। যখন সাধারণ মানুষের উপর মারাত্মক চাপ দেখা দেয় তখন রাজ্য সরকার অগ্রণী ভূমিকা নেয়। রাজ্যের কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক গোপাল রায় গলায় পেঁয়াজের মালা পরিয়া সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া বিপ্লব দেখাইলেন। পেঁয়াজ সম্পর্কে প্রাচীন এই দলের কি ভূমিকা? এই ব্যাপারে কংগ্রেস কি বৈঠক করিয়া কোনও আন্দোলনসূচীর চিন্তা ভাবনা করিয়াছে? না, এমন খবর নাই। কংগ্রেসে কর্মী নাই নেতার ছড়াছড়ি। যখন যে নেতার মনে হয় তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া বিপ্লব সারেন। এই অনৈক্যের চেহারা কংগ্রেসে নতুন নহে। প্রাচীন এই দলে নেতার ছড়াছড়ি। প্রশ্ন উঠিয়াছে, মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির তো আন্দোলন নাই। ফলে, ক্ষমতাসীন দলও নিশ্চিন্ত, নিশ্চিন্ত সরকার। সাধারণ মানুষ তো শান্তিপূর্ণ ভাবেই দিনাতিপাত করিতেছেন। তেমন কোনও ক্ষোভ বিক্ষোভ তো আছড়াইয়া পড়িতেছে না। রাজ্য সরকার এখন বিভিন্ন সমস্যায় ভারাক্রান্ত। সামনে এডিসি নির্বাচন। সংসদে পেশ হইতে চলিয়াছে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। এই অবস্থায় রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি কোন দিকে মোড় নেয় সেই শংকা তো আছেই। নাগরিকত্ব বিলের বিরুদ্ধে উপজাতি ভিত্তিক দলগুলির রেল জাতীয় সড়ক অবরোধ আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছে। সেই সব আন্দোলনের ধাক্কায় পেঁয়াজের ঝাঁঝ অনেকটাই চাপা পড়িয়া গিয়াছে বলা যাইতে পারে। আগামীদিনে রাজ্যের পরিস্থিতি কোন্ খাতে বইবে বলা মুশকিল।

ত্রিপুরায় দরিদ্র অংশের মানুষ এত দাম দিয়া পেঁয়াজ কিনিতে পারিতেছে না। পেঁয়াজে তাহাদের খাদ্য তালিকা শীর্ষেই আছে। পেঁয়াজ ছাড়া চোখে পথ দেখেন এমন মানুষ তো ভুরি ভুরি। আর এই জন্য পেঁয়াজ হেঁসেলে আগুন ধরাইয়াছে। ত্রিপুরায় আসা একটা ভাল পরিমাণ পেঁয়াজ পাচার হইয়া যাইতেছে বাংলাদেশে। বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানী করিত ভারত। কিন্তু, সংকট বাড়িয়া যাওয়ায় ভারত বাংলাদেশে পেঁয়াজ রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেয়। ফলে, বংলাদেশে পেঁয়াজ দূর্মূল্য। ত্রিপুরা হইতে প্রতিদিন চোরাপেথ বাংলাদেশে পাচার হইতেছে পেঁয়াজ। অতীতেও পেঁয়াজের দাম আকশ ছোঁয়া হইয়াছিল। কিন্তু, এইবারের পেঁয়াজের সংকট সমস্ত রেকর্ডকে ম্লান করিয়া দিয়াছে। সহসাই পেঁয়াজ সংকট মিটিবে এমন বলা মুশকিল। ত্রিপুরার কৃষকরাও পেঁয়াজ চাষে তেমন উৎসাহ পান না। পরিস্থিতি এমনই যে, ত্রিপুরায় পেঁয়াজ চাষে কৃষকদের উৎসাহিত করা দরকার। রাজ্যে আলু চাষের সঙ্গে পেঁয়াজ চাষও চলিত পারে। পেঁয়াজের ঝাঁঝ আজ সারা দেশকেই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছে। ত্রিপুরা সরকার পেঁয়াজের দাম কমানোর বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে পারে। বহিঃরাজ্যে হইতে পেঁয়াজের আমদানি বৃদ্ধি করিয়া খাদ্য দপ্তরের নজরদারীর মধ্যে পেঁয়াজ বিক্রির ব্যবস্থা করিতে পারিলে মূল্য হ্রাস হইতে পারে। কিন্তু, খাদ্য দপ্তরের ভূমিকায় রাজ্যবাসী ভরসা পাইতেছেন না, হতাশাই দেখা দিতেছে।

আর ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলতে দেব না হুঁশিয়ারি শিক্ষামন্ত্রীর

কলকাতা,৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : আর ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে খেলতে দেব না বলে বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলন থেকে পার্শশিক্ষকদের আন্দোলনের নিন্দা করলেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। শিক্ষামন্ত্রী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, স্কুল ফাঁকি দিয়ে আন্দোলন করলে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ছাত্রদের ভবিষ্যতের কথা না ভেবে শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হয়ে আর্থিক দাবি করছেন শিক্ষকরা। শিক্ষকরা না বুঝেই আন্দোলন করছেন। কেন্দ্রের কাছে ১৭ হাজার কোটি টাকা পায় রাজ্য, তা উল্লেখ করে শিক্ষামন্ত্রী জানান, 'কিছু বিরোধী রাজনৈতিক নেতারা শিক্ষকদের এই আন্দোলনে গিয়ে ভাষণ দিচ্ছেন। তাঁরা টাকার ব্যবস্থা করে দিক। রাজ্য সরকার এবিষয়ে সংবেদনশীল।

এদিন আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি দিয়ে শিক্ষামন্ত্রীর বার্তা, কেন্দ্রের টাকা আত্মস্যাৎ করেছে রাজ্য, এই ধরনের অভিযোগ উঠছে। কিন্তু কোনও লিখিত অভিযোগ কেউ দিচ্ছেন না কেন? কেন আন্দোলনকারী শিক্ষকরা তাঁদের দাবি লিখিত ভাবে জানাচ্ছেন না। এরপরই কেন্দ্রের থেকে ১৭ হাজার কোটি টাকা কেন্দ্র দিচ্ছে না বলে দাবি করেন পার্থ। সেই নথিও রয়েছে তাঁদের কাছে। বেতন বা ভাতা বাবদ কোনও টাকা দেয় না কেন্দ্র। তাই কেউ যদি প্রমাণ দিতে পারে তা দেখাক বলে মন্তব্য করেন পার্থবাবু।

৪০ বছর পর জেএনইউর ফি-বৃদ্ধি হয়েছে, উচ্চকক্ষে দাবি পোখরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লির জওহরলাল নেহেরু বিশ্ববিদ্যালয়ের হোস্টেলের ফি-বৃদ্ধি রাজ্যসভায় অবশেষে মুখ খুললেন কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী রমেশ পোখরিওয়াল। ৪০ বছর পর হোস্টেলের ঘরের ফি-বৃদ্ধি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

বৃহস্পতিবার সংসদের উচ্চকক্ষে রাজ্যসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে রমেশ পোখরিওয়াল জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে হোস্টেলের রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বেড়ে যাওয়ার ফলে ৪০ বছর পর ভাড়া বাড়ানো হয়েছে। লাভ বা লোকসানের খতিয়ান না দেখে অ্যাট পারের ভিত্তিতে চালানো হবে।

উল্লেখ করা যেতে পারে হোস্টেলের ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে গত মঙ্গলবার ক্যাম্পাস চত্বরে বিক্ষোভ দেখায় পড়ুয়ারা। ২৯ নভেম্বর ফি বৃদ্ধি প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের চার সদস্য কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তাদের দাবি ফি বৃদ্ধি প্রত্যাহার না করলে আন্দোলন চলবে।

এন আর সি নিয়ে হাসিনার আতংক

নারায়ণ দাস

তিস্তর জনবন্টন, নাগরিকপঞ্জি বা ছিটমহলের নাগরিকত্বের মতো বিষয়ে নিয়ে তাদের মধ্যে তেমন আলোচনা হোক বা না হোক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এই দু'জনের সাক্ষাৎই বড় বিষয়। হাসিনা সম্প্রতি লকাতায় এসেছিলেন ভারত, বাংলাদেশের মধ্যে গোলাপি বলে দিনরাতের দ্বিতীয় টেস্টের উদ্বোধনকালে ঐতিহ্যবাহী ইডেন গার্ডেনে উপস্থিত থাকতে, ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলির বিশেষ আমন্ত্রণে। এই উপলক্ষেই মমতার সঙ্গে তাঁর মিলিত হওয়া। হোটেলে দু'জনের একান্তে অলোচনায় ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আরও কীভাবে নিবিড় হতে পারে, বন্ধন দৃঢ় হতে পারে, তা নিয়েই আলোচনা হয় বেশি।

বাংলাদেশের শেখ হাসিনা, আর এই বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যে একটি মিষ্টি সম্পর্ক অনেকদিনের। সুতরাং তাঁরা দু'জনে কত্রে মিলিত হতে পারলে খুশি হন। নানা বিষয়ে আলোচনা চলে রাজনৈতিক অরাজনৈতিক। উভয়ের মধ্যে উপহার সামগ্রীরও আদানপ্রদান করা হয়। মমতা বলেন, আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি, আমাদের ভায়া এক, সংস্কৃতি এক ওপরার বাংলায় যা ঘটে তার প্রভাব এই বাংলায় পড়ে, আবার এপার বাংলায় বিষয়ও ওপার বাংলার মানুষকে প্রভাবিত করে। শুনতে বড় ভালো লাগে। আবার হাসিনাও এপার বাংলার কথা মুহূর্তের তরেও ভুলতে পারেন না। বলেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের অবাদন তিনি সবসময় স্বীকার করেন। সেই সময় এক কোটি শরণার্থীকে ভারত আশ্রয় দিয়েছিল। পশ্চিমবাংলার নাম না করেও এই বাংলাই সেই সিংহভাগ শরণার্থীদের কোলে তুলে নিয়েছিল মাসের পর মাস পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাদের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছে। একথা হাসিনা কেন বাংলাদেশেরকোনও নাগরিকই ভুলতে পারেন না। তাই এপার বাংলা আর ওপার বাংলা যত কাছাকাছি আসে, তত ভালো, তত আনন্দের। ওপর বাংলার মানুষ এপার বাংলায় বেড়াতে এসে আনন্দ পান, আবার এপার বাংলার যাঁদের শিকড় একদা ছিল ওই বাংলায়, তাঁরা সেখানে গিয়ে আনন্দ পান। শিকড় খোঁজেন।

দু'জনে একান্তে কী কী বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন, তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও, দুই দেশের সম্পর্ক ছাড়া অন্য কোনও বিষয় যে তাঁদের আলোচনায় আসেনি, তা বলা যাবে না। যদিও মিটিং শেষে মমতা সাংবাদিকদের ভেঙে কিছু বলেননি, ঘরোয়া আলোচনা, সৌজন্য সাক্ষাৎ এই বলে ছেড়ে দেন। দুই দেশের সম্পর্কের মধ্যে তিস্তা জলবন্টন করেই জানেন, মমতার সম্মতি পেলে এই বিষয়টা এতদিন ঝুলে থাকত না, একটা গ্রহণযোগ্য সমাধান হয়ে যেত। মমতাও বাংলাদেশের শুখা মরশুমে জলের সমস্যা ভালো করেই জানেন। তিস্তার জলের একটা অংশ এই সময় বাংলাদেশ পেলে, সে দেশের সমস্যা কিছুটা মিটত তাও বোঝেন। কিন্তু তিস্তার জলের একটি ভাগ বাংলাদেশকে ছেড়ে দিলেন, উত্তরবঙ্গে জেলাগুলিতে সেচ ও পানীয় জলের টান পড়বে। সেই অবস্থা যাতে না হয়, তার জন্যই মমতা শুখাকালে তিস্তারজল বাংলাদেশের জন্য ছাড়তে চান না। রাজ্যের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করে। এটাই

আটকে রেখেছে তিস্তা নিযে একটা সমাধানে পৌঁছতে। শেখ হাসিনাও তা ভালো করে জানানে।

তাই মমতাকে একাকী পেয়ে এই ইস্যুটা নিয়ে যে তিনি একটা কথাও বলবেন না, তা বলা যায় কী করে? তিস্তা উঠেছিল, কিন্তু যেহেতু বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের এক্রিয়ারে, তাই এর সমাধান নিয়ে বিশেষ কোনও আলোচনা হয়নি বলে বিশেষ সূত্রে জানা যায়। হাসিনা তিস্তার একটি সুষ্ঠু সমাধানের জন্য দিল্লির দিকে তাকিয়ে আছেন। তাঁর আশা, একটা সমাধান সূত্র মিলবেই। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রমোদিও বিষয়টির গুরুত্ব উপলব্ধি করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছেন বিষয়টি নিয়ে সমাধানে আসতে হবে আলোচনার মাধ্যমেই।

কিন্তু হাসিনাকে যে বিষয়টা উৎকণ্ঠার মধ্যে রেখেছে তা হল নাগরিকপঞ্জি ইস্যু। হাসিনার সঙ্গে আলোচনাকালে মমতা তাকে জানিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গে তিনি নাগরিগপঞ্জি হতে দেবেন না। অসমে এই ইস্যুতে যেভাবে ১৯ লক্ষ অসমবাসীকে নাগরিকত্বের তালিকা থেকে বাদ রাখা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। ওদের মধ্যে সিংহভাগই বাঙালি হিন্দু ও মুসলিম। এই নাগরিকত্ব হারানো মানুষদের দুঃখকষ্টের কাহিনি হৃদয়বিদারক। তার রেশ টেনেই মমতা বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, তিনি এনআরসি হতে দেবেন না। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ সম্প্রতি দৃঢ় তার সঙ্গে জানিয়ে দিয়েছেন, গোটা দেশেই এনআরসি হবে। তা যদি হয় তাহলে পশ্চিমবঙ্গ তার আওতায় পড়বে এবং মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধিতা সত্ত্বেও এখানে তা হবে না, তা বলা যায় কী করে? আন্দোলন করেতো থামানো যাবে না— আর থামাতে হলেসারা দেশের জন্যই তা করতে হবে। অমিত শাহ সম্প্রতি কলকাতায় এসে বলেছেন পশ্চিমবঙ্গের দিল্লিও মহারাষ্ট্র মিলে প্রায় ২ কোটি বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী রয়েছেন। এনআরসি হলে তাদের সবাইকে ভারত ছেড়ে চলে যেতে হবে।

তা যদি সত্য হয়, তাহলে এঁরা কোথায় যাবেন? আর সেই দুর্ভাবনাই হাসিনার মাথায়। যদি নাগরিকত্ব হারিয়ে তাঁরা বাংলাদেশ ঢুকে পড়েন অসমে যখন লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে নাগরিকত্বের তালিকক্স থেকে বাদ দেওয়া হল, তখন বাংলাদেশ সরকার একটা উদ্বেগের মধ্যে ছিল। যদি সীমান্ত পেরিয়ে তাঁরা বাংলাদেশে চলে আসেন? কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, অসমে যাঁরা পরবাসী হলেন, তাঁরা যাতে বাংলাদেশে না ঢুকতে পারেন ভারত সরকার সেদিকে লক্ষ্য রাখবে। ভারত চায় না বাংলাদেশের ওপর একটি বাড়তি বোঝা চাপুক। এমনিতেই রোহিঙ্গা শরণার্থীরা এসে বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থার ওপর একটি বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে। তাদের এখন বিভিন্ন পর্যায়ে ফেরত পাঠানো হচ্ছে বলে জানা যায়।

হাসিনা ও মমতার নিভৃতে এই সামান্য সময়ের আলোচনা ছাড়া বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর এগোরো ঘণ্টার সফরসূচির মধে শুধুই ছিল ক্রিকেট আর ক্রিকেট। হাসিনা ক্রিকেট ভক্ত, বাংলাদেশে যখনই কোনও বিদেশি টিম খেলতে আসে, তিনি তাঁর ব্যস্ততার মধ্যেও একটু সময় বের করে ক্রিকেট মাটে আসেন খেলা দেখতে খেলোয়াড়দের প্রেরণা জোগাতে। গোলাপি বলে ভারতে প্রথম টেস্ট ক্রিকেট, যা ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে। সৌরভ গাঙ্গুলির আমন্ত্রণ গ্রহণ করতে তিনি দ্বিধা করেননি। তাই ওই ঐতিহাসিক ম্যাচে উপস্থিত থাকতে তিনি চলে এলেন আবার খেলা শেষে সেইদিনই ঢাকায় ফিরে গেছেন। ইডেন গার্ডেন্সে হাসিনা, মমতা এবং এক ঝাঁক প্রাক্তন এবং বর্তমান ক্রিকেট তারকাদের উপস্থিত দর্শকদের বাড়তি আন্দ উদ্দীপনা জাগায় গোলাপি আলোয় উদ্ভাসিত ইডেনে হাসিনা ও মমতা মিলে ঘণ্টা বাজিয়ে খেলার উদ্বোধন করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সুভাষচন্দ্রের ভাবনায় চিত্তরঞ্জন দাশ

ইছামুদ্দিন সরকার

পূর্ব প্রকাশিতের পর

আলিপুর জেলে মর্ডান সোশ্যালজিম' বিষয় নিয়ে চিত্তরঞ্জনের গভীর অধ্যায়ন এবং তার সাথে ১৯২৩ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে তাঁর ভাষণ নেতাজির ভাবনায় চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের এক উজ্জ্বলতম অধ্যায়। এক জায়গায় সুভাষ বসু লিখেছে ("He was lik a stomcould pass from one thing to another with swiftness") চিত্তরঞ্জন দাসের প্রতিভায় তাঁর সাহিত্যচিন্তা একটি বিশেষ দিক। কাব্য কবিতা ছড়া, গীতিকবিতা বিষয়ক আলোচনা, কবিতা কাব্যের কথা ইত্যাদি বিষেয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। রাজনৈতিক প্রবন্ধ, দেশভাবনা তাঁর মনকে সবসময় চিনন্তান্বিত রাখত। সুভাষ বসু বলছেন, এর মাঝও তিনি এর কবিতা পড়তে ভালোবাসতেন। সুভাষ বসু লিখছেন যে দেশবন্ধু পাটনা থেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন যে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণে যাবেন। কিন্তু তাঁর অর্থ সংকটের কথা শুনে সুভাষ বসু সেদিন বড় কষ্ট পেয়েছিলেন। তবু দেশবন্ধুকে তিনি দেখতে চেয়েছিলেন সাধারণ মানুষের বন্ধু হিসেবে এবং 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার জন্য দেশবন্ধুর পরিশ্রম, ক্যালকাটা কর্পোরশন নিয়ে তাঁর ভাবনা চিন্তা সুভাষ বসুকে নানাভাবে অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। সুভাষবাবুর ভাবনায় দেশবন্ধুকে বিচার করা য়েতে পারে, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গিতে গান্ধিজির প্রদশির্ত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের প্রতি দর্শনিক তত্ত্বের সদর্থক চিন্তায় ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে, দেশবন্ধুর বৈষ্ণবদর্শন সম্বন্ধে বিশ্বাস ও অনুরাগের কথা। সুভাষচন্দ্র তাঁর 'শর্ট নোটস'-স্পষ্টভাবে আরও উল্লেখ করেছেন, যে ("Vaishnavism had given him a new draw him towards renunciation") আবারও ওই নোটসের মধ্যেই তিনি লিখছেন যে, সুভাষ বসু দেশবন্ধুর মনোদর্শনে একটি অদ্ভুত রাজনৈতিক জ্ঞানের লক্ষণ দেখতে পেয়েছিলেন এবং এই জ্ঞানের সঙ্গে চিত্তরঞ্জন এখটি বিশেষ বুদ্ধিমত্তাকে রাজনীতির সাথে মিশিয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন বিষয়ক জীবনীগ্রন্থের যে প্রস্তাবিত 'প্রিফেস' তিনি লিখেছিলেন তার সময়কাল ১৬ জুন ১৯৩৬ সাল। স্থান দার্জিলিং জেলার কার্শিয়াংযে অবস্থিত গিদ্দ পাহাড়। পুর্বকথার প্রিফেসের প্রথমেই তিনি স্বীকার করেছেন যে, যে কোনও ব্যক্তির চরিত্র ভিত্তির কোনও গ্রন্থ লেখা সুকঠিন কাজ। কিন্তু বিশেষ ব্যক্তির জীবনী তাঁর কাছে সুপার ম্যান বা ডেমি গড-এর সমতুল্য। পরবর্তী আলোচনায় তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী পিট -এর কথা স্মরণ করেছেন, যিনি নাকি তাঁর জীবনবিত্র লেখার ব্যাপারে একবার বলেছিলেন, 'পেইন্ট মি অ্যাজ আই অ্যাম'। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, এ ধরনের জীবনী গ্রন্থ যে কোনও মানুষকে অনুপ্রেরণা দিতে পারে। একটি জীবনে যে জীবনযুদ্ধ আসে তার সম্মুখ হওয়া এবং পরে উত্তরণের মধ্যে যে শিক্ষা পাওয়া যায় তাতে যে কোনও সাধারণ জীবন পথিক একটি শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা গ্রহণ করতে পারে। সুভাষ বসুর কথায় এমনই একটি ব্যক্তিচরিত্র দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, কিন্ত এক্ষেত্রে লেখক হিসেবে সুভাষের বহুবিধ মানসিক দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত হয়। কারণ তিনি এই কর্মে নিজের জ্ঞানের সীমানাকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন দেশবন্ধু সান্নিধ্যে তিনি মাত্র তিন বছর কাটিয়েছিলেন। (আগস্ট ১৯২১-অক্টোবর ১৯২৪)। তবে চিত্তরঞ্জনের জীবনে এই সময়কালটি নাকি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই স্বল্পসময়ে দেশবন্ধুর রাজনৈতিক জীবন যে কোনও জীবনী লেখককে সত্য পথের সন্ধান দিতে পারে এবং এইভাবে যদি আগামী দিনের লেখকরা দেশবন্ধুর জীবনীকে লিখতে পারেন, তবে ভারতের জাতীয় আন্দোলনের এক নতুন ইতিহাস উন্মোচিত হবে বলে সুভাষ বসু মনে করেছেন।

প্রিফেসের শেষ পর্বে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর মৃত্যুর দিনটিকে (জুন ১৬, ১৯২৫) স্মরণ করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে যখন সুভাষ বসু তাঁর লেখা বই 'দ্য ইন্ডিয়ান স্ট্রগল-১৯২০-৩৪' ইউরোপে ১৯৩৪ সালে লিখেছিলেন তখন দেশবন্ধুর কথা বারে বারে তাঁর স্মরণে এসেছে এবং তিনি তখনই ভেবেছিলেন যে, তাঁর স্মৃতিকথার মধ্য দিয়ে দেশবন্ধুর যে জীবনীগ্রন্থ তিনি লিখবেন, তা যেন নির্ভুল হয়। এই প্রিফেসে লিখছেন ("Thus on the 16th June, 1936 eleven years after Deshbandhu laid down his mortal frame, do I begin this work") এই পর্বে আমরা সুভাষের লেখা গ্রন্থের 'ইন্ট্রোডাকশন' অধ্যায়ের বিশেষ কিছু বিষয় উল্লেখ করতে পারি। রাজনৈতিক কর্ম সাধনায় তিনি কেমন ছিলেন একথা বলতে গিয়ে সুভাষ বসু শ্রদ্ধার সাথে উল্লেখ করেছেন। ("He entired the political arena rather late in life, but from the first moment he was in the from rank of the country's ledership")এই সুচনাপর্বে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের পাশে ওই মহান ব্যক্তির সাহিত্য চিন্তা ও কাব্য প্রতিভার কথা সম্মানের সাথে উল্লেখ করেছেন। 'নারায়ণ' নামক পত্রিকার জন্য দেশবন্ধুর অনুদান এবং রবীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত 'সবুজপত্র' নামক আরেকটি পত্রিকার বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করতে ভোলেননি। সুভাষচন্দ্রে ভাষায়, "The Narayan Shool wanted to supply a Corrective by turning to the indigenous soil for material and inspiration." দেশবন্ধুর বৈষ্ণব সাহিত্যের চর্চা এবং বাংলার মাটিতে এই সাহিত্যের জনপ্রিয়তা কেন হয়েছিল তার কথা সুভাষ বসুর কলমে উঠে এসেছে। পরবর্তীকালে সুভাষচন্দ্র লিখেছেন দেশবন্ধুর বাংলার 'ফোক মিউজিক'-এর প্রতি খুবই আসক্ত ছিলেন এবং এ প্রসঙ্গে দেশবন্ধুর অন্যতম প্রিয় সঙ্গীত ছিল বাংলার শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন। এভাবে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে একটি 'লেস্ফ-মেড ম্যান' নামে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক উত্থান পতন, ব্যর্থতা তথা সংকট কীভাবে দেশবন্ধুর জীবনে বিষাদের ছায়া ফেলেছিল এর অনুপূর্বিক বর্ণনাও আমরা এই 'ইন্ট্রোডাকশন' নামক অধ্যায়ে দেখতে পাই।

'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' (প্রথম খণ্ড, ১৯২০-১৯৪২) নামক গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র প্রায় ২০ পৃষ্ঠা ব্যাপী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের একাধিক ব্যক্তিগণের দিকনির্দেশ করেছেন। দেশবন্ধু কলকাতা পুরসভার মেয়র হিসেবে তিনি নাগরিক কল্যাণ বিধানে বিভিন্ন উপায় ও ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন। 'কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট' নামক একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করে দেশবন্ধু কীভাবে মানুষের মধ্যে পৌর চেতনা' জাগিয়েছিলেন, এ বিষয়ে সুভাষচন্দ্র আমাদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এর ফলে নাকি কর্মচারীবৃন্দ শুধুমাত্র কর্মচারী না ভেভে সেদিন নিজেদের জনসেবক হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। এক্ষেত্রে দেশবন্ধুর প্রভাব নিতান্ত কম ছিল না। 'স্বরাজ্য দল' তৈরি করে যে তর্কের সম্মুখীন চিত্তরঞ্জন কীভাবে হয়েছিলেন তার বিশদ ব্যাখ্যা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে। স্বরাজ্য দলের সাথে কোনও এক সময় মহাত্মা গান্ধির একটু বোঝাপড়া হয়। তবে ১৯২৩ সালের পরবর্তীকালে হিন্দু মুসলমান বিরোধ দেখা দিয়েছিল। এই মুহূর্তে চিত্তরঞ্জন 'বেঙ্গল প্যাক্ট' আইন হিসেবে পাশ করান। একটি কল্যাণমুখী মনোভাবা নিয়ে চুক্তিটি রচিত হলেও একে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক হয়েছিল, আমরা জানি। হিন্দুদের মধ্যে গোঁড়া সাম্প্রদায়িকেরা সেদিন দেশবন্ধুর নিন্দা করেছিলেন। চিত্তরঞ্জন হিন্দু সমাজের অধিকার বিলিয়ে দিয়েছিলেন এই ধরনের অভিযোগ সেদিন করা হয়েছিল। সুভাষচন্দ্র এসব তর্ক, বিতর্কের উর্ধ্বে থেকে চিত্তরঞ্জনকে দেখেছিলেন এবং এই মহান মানুষের মৃত্যুর পরেও তাঁর শ্রদ্ধা আটুট ছিল, একথা বলা যায়। বস্তুপক্ষে, চিত্তরঞ্জন মানুষকে ভালোবাসতে পেরেছিলেন। জনমণ্ডলীর উপর দেশবন্ধুর সীমাহীন প্রভাবের কী কারণ থাকতে পারে, সে বিষয়ে নানা জনের নানা মত রয়েছে। সুভাষচন্দ্র ও ব্যাপারে লিখছেন, 'আমি সর্বপ্রথমে অনুচর হিসাবে তাঁহার প্রভাবের একটি কারণ নির্দেশ করতে চাই। আমি দেখিয়াছি তিনি সর্বদা মানুষের দোষ, গুণ বিচার না করিয়া তাহাকে ভালোবাসিতে পারিতেন। তাঁহার ভালোবাসার উৎপত্তি হৃদয়ের সহজ প্রেরণা হইতে, সুতরাম তাঁহার ভালোবাসা গুণীর গুণের উপর নির্ভর করিতে না। যাহাদিগকে আমরা সাধারণ ঘৃণায় ঠেলিয়া ফেলি, তিনি তাহাদিগকে বুকে টানিয়া লইতে পারিতেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের হৃদয়ে এই গুণ সুভাষচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন। ১৯২১ ও ১৯২২ সালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের সাথে সুভাষ বসু কারগারে ছিলেন। এ সময়ে কিছুদিন সুভাষচন্দ্রকে দেশবন্ধুর সেবা শুশ্রুষার ভার দেওয়া হয়েছিল। সুভাষ বসু এ বিষয়টিকে তাঁর জীবনে 'রচন গৌরবের' মুহূর্তে হিসেবে দেখেছেন। দেশবন্ধুর সাহায্য সহানুভূতি সম্বন্ধে সুভাষ বসু অনেক তা লিখেছেন। এজন্য তিনি লিখেছেন, দেশবন্ধুর নিন্দা ও কুৎসা না করিয়া যাঁহারা জল গ্রহণ করেন না এইরূপ অনেক ব্যক্তিকে আমি দেখিয়াছি বিপদের সময়ে তাঁহারা শরণাপন্ন হইত। আবার এ প্রসঙ্গেই সুভাষছন্দ্র লিখছেন, যে আটমাস কাল তাঁহার সঙ্গে ছিলাম, সেই সময়ে তাঁহার অন্তরের সকল কথা ও অনুভূতি জানিবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছিল, কিন্তু আমি কোনও দিন কোনও কাজে অথবা কোনও কথার মধ্যে নীচতার চিহ্ন পর্যন্ত পাই নাই। তাঁহার শত্রু রাজনীতি ক্ষেত্রে অনেকে ছিলেন এবং তিনি তাঁহাদের কথা জানিতেনও। কিন্তু কাহারও প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ ছিল না—এমনকী প্রয়োজন হইলে তিনি তাহাদের সাহায্য করিতে কখনও কুণ্ঠিত হইতেন না।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস 'বিশ্বসংসারকে' আপন করতে পেরেছিলেন। মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন আর এই পরিপ্রেক্ষিতেই সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুকে উপলক্ষ্য করে লিখেছেন, 'বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ও দ্বৈতাদ্বৈতবাদ দেশবন্ধুকে নাস্তিকতা হইতে টানিয়া লইয়া নীরস বেদান্তেরভিতর দিয়া প্রেয় মার্গে লইয়া গিয়াছিল। দার্শনিক মত হিসাবে তিনি অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদকে সবচেয়ে খাঁটি মত বলিয়া মনে করিতেন। তিনি অনেক বিষয়ে সন্নাসীর মতো হইলেও সন্ন্যাস তাঁহার ধর্ম ছিল না। ভগবান যেরূপ সত্য তাঁহার লীলাও তদ্রূপ সত্য ব্রহ্মসত্য বলিয়া জগৎ মিথ্যা নয় ভগবানের লীলা অনন্ত। সেই লীলার রঙ্গমঞ্চ শুধু বর্হির্জগতে নয়, মানুষের অন্তরেও'। এই দার্শনিক তত্ত্ব, সুভাষচন্দ্রের ভাবনায় 'ধর্ম রাজ্যে' বিরোধ ভেঙে দিয়েছিল। জীবনের সকলের মধ্যে প্রীতি ও মৈত্রী সংস্থাপনে সাহায্য করেছিল। বলা যেতে পারে, সুভাষ বসু যে বিষয়টিকে দৃষ্টিপাত করেছেন এর আক্ষরিক অর্থ হল এমন যে, চিত্তরঞ্জনের অন্তরে কোনও প্রকার গোঁজামিল ছিল না আর এজন্য তিনি আর কারওর মধ্যে বিরোধ বা গোঁজামিল সহ্য করতে পারতেন না।

সুভাষচন্দ্রের এই লেখনীর শেষভাগে তিনি দেশবন্ধুর জীবনে তন্ত্রের প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। এর সাথে সুভাষচন্দ্র দেশবন্ধুর গভীর মাতৃভক্তির কথা তুলে ধরেছেন। সুভাষচন্দ্রের নিজের ভাষায় বলতে গেলে লিখতে হয়, আলিপুর জেলে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের লেখা আমাদিগকে প্রায়ই পড়িয়া শোনাইতেন। বঙ্কিম লিখিত মায়ের তিনটি রূপের বর্ণনা তাঁহার অত্যন্ত প্রিয় ছিল। সে বর্ণনা পড়িতে পড়িতে তিনি ভাবে বিভোর হইয়া যাইতেন। নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা দেশবন্ধুর জীবনে তাঁকে বহুভাবে মহান করেছে এবং সুভাষচন্দ্র তা সূক্ষ্মভাবে অনুধাবন করেছেন। এজন্য হয়তো সুভাষচন্দ্র এক জায়গায় উল্লেখ করেছেন, 'শকর পন্থীদের উপদেশ ' 'নারী নরকস্য দ্বারম'---একথা তিনি আদৌ স্বীকার করিতেন না বাংলার সভ্যতা ও শিক্ষার সারসংকলন করিয়া তাহাতে রূপ দিলে যে রূপ মানুষের উদ্ভব হয়, দেশবন্ধু অনেকটা সেইরূপ ছিলেন।

এখানে সুভাষচন্দ্রের চিন্তা ও চেতনায় দেশবন্ধু বিভিন্ন ভাবে উপস্থাপিত হয়েছেন। নিশ্চিত ভাবে দেশবন্ধুর সেদিনে ভারতের একটি বিশেষ বাণী 'উপহার' হিসেবে দেওয়ার আছে। যদি জাতীয়তার অর্থ আত্মোপলব্ধি আত্মন্নোয়ন কিংবা আত্মচরিতার্থতার উপায় হয়, তবে ভারতবর্ষ এবং ভারতের মানুষেরা বিশ্ববাসীর সেবায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সমস্ত মানুষের শান্তি নিয়ে আসবে। সুভাষচন্দ্র এই ধরনের একটি মানব প্রেম, জাতীয়তাবোধ এবং বিশ্বপ্রেম দেশবন্ধুর হৃদয়ে ছিল এমন কথা অনুভব করতে পেরেছিলেন এবং তিনি (সুভাষচন্দ্র) বিশ্বাস করতেন যে, যদি আরও কিছুদিন দেশবন্ধু, বেঁচে থাকতেন, তবে ভারতবর্ষের ইতিহাসের গতিপথ হয়তো বা অন্যদিকে প্রবাহিত হত। পকৃত শিক্ষা এবং মানবসব্যতার সার সংকলন করে তাতে রূপ দিলে যে মানুষটি তৈরি হয়, সুভাষচন্দ্রের ভাবনায় দেশবন্ধু ব্যক্তিত্ব ছিল তেমনই। পরিশেষে একথাটি স্মরণ করা ভালো যে, দেশবন্ধু রবার্ট ব্রাউনিংয়ের একজন গভীর অনুরাগী ছিলেন। সুভাষচন্দ্রতাঁর লেখনীতে উল্লেখ করেছেন যে, দেশবন্ধু নাকি প্রায়ই ব্রাউনিংয়ের নিম্নলিখিত কবিতার কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করতেন। ভালো কথা যে, দেশবন্ধুর স্মৃতিস্তম্ভে এই কথাগুলি লেখা আছে। পংক্তিটি এরকম—এবং বলা বাহুল্য, আমরা এই কথাগুলি স্মরণ করেই আমাদের লেখার সমাপ্তি টানব।

One who never tumed back, but marched breast forward. Never doubted clouds would break; Never dreamed though right were worsted, wrong would triumph; Held we fall to rise, are baffied to fight better.
Sleep to wake.

যে কখনও পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়নি বরং বুক ফুলিয়ে এগিযে গিয়েছে, আকাশ বেঙে পড়বে এমন শঙ্কা, যার মনে কখনও দেখা দেয়নি। স্বপ্নেই যিনি কোনওদিন ভাবেননি যে ন্যায় পরাজিত হলেও অন্যায় চিরজয়ী হবে। যিনি বলতেন, আমরা পড়ি, ওঠার জন্য, ব্যর্থ হই আরও ভালোভাবে সংগ্রামের জন্য, ঘুমাই জাগার জন্য। **সমাপ্ত**

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

জটিল ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারে সফল রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ

রামপুরহাট, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : যুবকের সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, উল্টে রয়েছে! সাধারণ ভাবে মানুষের শরীরে ডান দিকে গলব্লাডার হয়। এর হয়েছে বাম দিকে।সেই গলব্লাডারে পাথর। তাই অপারেশন।

যে ঝুঁকিপূর্ণ অপারেশন "মিরর ইমেজ" অর্থাৎ বড় আয়নার সাহায্য ছাড়া যে অপারেশন অসম্ভব। তা না করলে রোগীর সমূহ ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই সম্ভব করে দেখাল রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসকেরা! শুধু তাই নয়, রোগী সম্পূর্ণ সুস্থ। সেদিক থেকে সাফল্যের নতুন পালক রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের মুকুটে!

জানা গেছে, যুবকের নাম মিজানুর রহমান। বয়স ২৭ বছর। দুই ভাইয়ের মধ্যে ছোট মিজানুর। বাড়ি মুরারই থানার সন্তোষপুর গ্রামে। পেশায় পাথর ব্যবসায়ী।অসহ্য পেটের ব্যাথা। ব্যাথার ওষুধে কিছু কাজ না হওয়ায় গলব্লাডারের ব্যাথা অনুমান করেন চিকিৎসক। তাই পাথরের অস্ত্রোপচার করার আগে পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে গিয়ে যুবকের দেহে এই বিরল ঘটনার সন্ধান পায় রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। একজন রোগীর দেহে পুরো অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তারা স্বাভাবিক স্থানে না থাকলে চিকিৎসা শাস্ত্রের পরিভাষায় তাকে বলে "সাইটাস ইনভার্সাস টোটালিস"।

এই রোগীর চিকিৎসা শুরু হলে ডাক্তার বাবুরা একের পর এক পরীক্ষা করে অবাক হয়ে যান। কারন, রোগীর ইকো করতে গিয়ে দেখা যায় এই রোগীর হার্ট বাম দিকের জায়গায় ডান দিকে। আল্ট্রা সোনোগ্রাফি করার সময় দেখলাম স্প্লিনটা বাম দিকের জায়গায় ডান দিকে। লিভার ডান দিকে থাকার কথা বাম দিকে। গলব্লাডার ডান দিকে থাকার কথা বাম দিকে। এপেন্ডিক্স ডান দিকে থাকার কথা বাম দিকে। পুরোটাই উলটো দিকে। এধরনের ঘটনা খুবই বিরল। বৃহস্পতিবার দুপুরে চিকিৎসক সৌরভ মাজি এবং অমিতাভ দত্ত ওই বিরল যুবকের শরীরে জটিল অস্ত্রপচার করলেন। তাঁদের সঙ্গে ছিলেন এনেস্থেসিয়া চিকিৎসক অরূপ ঘোষ, অমিত হাজরা ও মনিশঙ্কর নাথ।

এর আগে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে দুটি ঘটনা এবং বীরভূমে এই প্রথম অপারেশন হল। পরিসংখ্যান অনুযায়ী কুড়ি হাজারে একটি। এই রোগীর অস্ত্রোপচার সাধারণত মিরর ইমেজে করা হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্য সে ব্যবস্থা না থাকলেও অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অর্থাৎ ডান হাতের জায়গায়, বাম হাত এবং বাম হাতের জায়গায় ডান হাত দিয়ে এই অপারেশন করা হয়ে থাকে। রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ সেটা করতে পেরেছে।

পঁইতাল্লিশ মিনিট থেকে এক ঘন্টা ধরে এই অপারেশনের পর এব্যাপারে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় শল্য চিকিৎসক ডঃ সৌরভ মাজি বলেন, "ডান হাতের জায়গায় যেমন বাম হাতে দাড়ি কাটা অসম্ভব, তেমনি এই অপারেশনের ক্ষেত্রে একই অসুবিধা। এই অপারেশন প্রক্রিয়া খুব জটিল এবং ঝুঁকিপূর্ণ। এই ধরণের অপারেশন "মিরর ইমেজ" অর্থাৎ বড় আয়নার সাহায্য ছাড়া অপারেশন করা অসুবিধা হয়। একমাস ধরে প্রস্তুতি নেওয়ার পর এই অপারেশন করা হয়"।

সেদিক থেকে রামপুরহাট মেডিক্যাল হাসপাতালের চিকিৎসায় এক যুগান্তকারী সাফল্য দেখল এলাকার মানুষ। দুই চিকিৎসক এবং নার্সদের ঘণ্টাখানেকের পরিশ্রমে এই সফল অস্ত্রোপচার সম্ভব হয়েছে।

যুবকের বাবা তোফাজ্জুল হোসেন বলেন, "বহু দিন থেকেই ছেলের পেটে ব্যথা। প্রথমে রামপুরহাট শহরে বেশ কয়েকজন চিকিৎসককে দেখিয়েছিলাম। তারা পেটের ছবি করতে বলেছিলেন। কিন্তু আমরা ব্যাঙ্গালোরে হাসপাতালে গিয়েছিলাম। সেখানে তারা ছবি করে জানায় ছেলের পেটে পাথর। অস্ত্রোপচার করতে হবে। কিন্তু হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আমাকে তিনবার ঘুরিয়েছিল। তাই সেখান থেকে পালিয়ে এসে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ

হাসপাতালের আউটডোরে দেখাই সেখানেই ছেলের অপারেশন হল। এখন ভালো আছে।

গুগলে গুরুত্ব বাড়ল পিচাইয়ের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : গুগলে গুরুত্ব বাড়ল সুন্দর পিচাইয়ের উ এবার তাদের মূল সংস্থা আলফাবেট-এর দায়িত্বও সুন্দর পিচাইয়ের হাতে তুলে দিল গুগল।

গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই যেভাবে ব্যবসা বাড়ানোর পাশাপাশি গুগলকে বেশ কয়েকটি বিতর্ক থেকে উদ্ধার করেছেনউ সংস্থার বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানো, গোপনীয়তায় হস্তক্ষেপ ও রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের মত অভিযোগ মিটিয়েছেন, তাতে তারা তাঁর দক্ষতার ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে। টার্গেট হাসিল করার ব্যাপারে তাঁর রেকর্ড গুগল-এর সহ প্রতিষ্ঠাতা ল্যারি পেজের সমান। তাঁর আমলে চালু হয়েছে গুগল টুল বার, গুগল ক্রোম, অ্যান্ড্রয়েড ও গুগল ভয়েস সার্চের মত প্রকল্প। এই সব দেখেই গুগল তাঁকে তাদের মূল সংস্থারও দায়িত্ব দিয়েছে। গত ১৫ মাস থেকে আলফাবেট-এর রোজগার নিয়মিত বেড়েছে। বাজার মূল্যের দিক থেকে অ্যাপল, মাইক্রোসফট-এর পর তা তৃতীয় বৃহম সংস্থা। এর নীচে আমাজন ও ফেসবুক।

পার্ল হারবারে নৌঘাঁটিতে বন্দুকবাজের হামলা : সুস্থ আছেন সফররত বায়ুসেনা প্রধান ভাদৌরিয়া

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : সুস্থই আছেন আমেরিকা সফররত বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আর কে এস ভাদৌরিয়া ও বিমানবাহিনীর অফিসাররা। বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আর কে এস ভাদৌরিয়ার সফরের সময়েই বন্দুকবাজের হামলা হল পার্ল হারবারে। বৃহস্পতিবার ভারতীয় বিমানবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, সুস্থই আছেন এয়ার চিফ মার্শাল। নিরাপদে রয়েছেন তাঁর সফরসঙ্গী বায়ুসেনা কর্তারাও।

বুধবার পার্ল হারবারের (হাওয়াই) ঐতিহাসিক মিলিটারি ঘাঁটিতে নাবিকের (বন্দুকবাজ) গুলিতে প্রাণ হারালেন দু"জন সাধারণ কর্মী। এছাড়াও গুরুতর জখম হয়েছেন একজন। স্থানীয় সময় গতকাল দুপুর ২.৩০ মিনিট নাগাদ হাওয়াই-এর পার্ল হারবার-হিকাম নৌ শিপইয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটে তখন কাছেই ঐতিহাসিক পার্ল হারবারে ছিলেন ভারতের বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল আর কে এস ভাদৌরিয়া ও বিমানবাহিনীর অফিসাররা।

বিমানবাহিনীর আর এক অফিসার জানিয়েছেন, ঘটনার সময় এয়ার চিফ মার্শাল ভাদৌরিয়া ছিলেন হাউইয়ের পার্ল হারবারে মার্কিন বায়ুসেনা ঘাঁটিতে। বন্দুকবাজ হামলা চালায় কিছুটা দূরে মার্কিন নৌসেনা ঘাঁটিতে। তবে ভারতীয় বিমানবাহিনীর তরফে জানানো হয়েছে, সুস্থই আছেন এয়ার চিফ মার্শাল। নিরাপদে রয়েছেন তাঁর সফরসঙ্গী বায়ুসেনা কর্তারাও। উল্লেখ্য, প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার দেশগুলির বায়ুসেনা প্রধানদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে আমেরিকার ঐতিহাসিক সেনা ঘাঁটি পার্ল হারবারে গিয়েছেন এয়ার চিফ মার্শাল ভাদৌরিয়া। সঙ্গে গিয়েছে বায়ুসেনা অফিসারদের একটি প্রতিনিধিদলও। ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকার নিরাপত্তাই তাঁদের আলোচ্য।

আগামীকাল ফের বিধানসভায় যাবেন রাজ্যপাল

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : সংঘাতের আবহে ফের আগামীকাল বিধানসভায় যাবেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর। সেখানে বাবাসাহেব অম্বেদকরের মূর্তির পাদদেশে পুষ্পার্ঘ দেবেন তিনি। কিন্তু রাজ্য সরকার আগামীকাল তাঁকে বিধানসভায় কীভাবে গ্রহণ করে, সেই দিকে রয়েছে সবার আগ্রহ ও কৌতূহল।

বৃহস্পতিবার রাত আটটার পরেই বিধানসভা থেকে প্রতিদিনের মত রাজ্যপালের পরদিনের সূচি জানিয়ে দেন তাঁর প্রেস সচিব। কালকে তাঁর চারটি অনুষ্ঠান রয়েছে। প্রথমে সকাল ৯টা ৫০-এ স্ত্রী সুদেশ ধনকরকে নিয়ে যাবেন বিধানসভা ভবনে। সেখানকার উদ্যানে অম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পস্তবক দিতে। সেখান থেকে ১০টা ৫৫-তে যাবেন রেড রোডে অম্বেদকরের মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে। কাল অম্বেদকরের মৃত্যুদিবস। ১৯৫৬ সালের এই দিন তিনি প্রয়াত হন।

বৃহস্পতিবার বিধানসভায় গিয়ে 'অপমানিত' হওয়ার পর একাধিক পর্যায়ে রাজ্যপাল তাঁর ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশ করেছেন। এর জবাবও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী, পরিষদীয় মন্ত্রী প্রমুখ। এই অবস্থায় রাজ্যপালের আগামীকালের প্রস্তাবিত বিধাসভা সফর নিয়ে উত্তেজনার পারদ বাড়ছে।

বীরভূম জেলা বইমেলা সূচনা হল

সিউড়ি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে বৃহস্পতিবার দুপুরে উদ্বোধন হল বীরভূম জেলা বই মেলার।

এদিন অনুষ্ঠানে ফিতে কেটে বইমেলার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক নলিনী বেরা। ৩৮ তম বইমেলার উদ্বোধন উপলক্ষে এদিন বেলা ১টা নাগাদ সিউড়ি সিধুকানহু মঞ্চ থেকে প্রথমে একটি বরনাঢ্য শোভা যাত্রা বের হয় , "বই- এর জন্য হাঁটুন" নামে ঐ র‍্যালিতে বিভিন্ন স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ও সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এরপর সেই পদযাত্রা সমগ্র সিউড়ি শহর পরিক্রমা করে ইরিগেশন কলোনীর মাঠে প্রবেশ করে।

এদিন উদ্বোধনের পূর্বে বইমেলার অনুষ্ঠান মঞ্চে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক নলিনী বেরা , জেলা শাসক মৌমিতা গোদারা বসু, জেলা পুলিশ সুপার শ্যাম সিং, সহকারী সভাধিপতি নন্দেশ্বর মণ্ডল, সিউড়ি বিধানসভার বিধায়ক অশোক চট্টোপাধ্যায়, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক নির্মাল্য আধিকারী -সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। এদিন উদ্বোধনের পর নলিনী বেরা সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হলে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় যে বর্তমানে বইয়ের পাঠক কি কমেছে? উত্তরে তিনি বলেন,' আমাদের জনসংখ্যা আগের থেকে বেড়েছে। কিন্তু যাঁরা সত্যিকারের বই পড়েন তাঁদের সংখ্যা কমে নি। বই মেলায় ছোট ছোট লিটিল মেগাজিনের বিক্রি বৃদ্ধি তারই ঈঙ্গিত দেয়।

উন্নাও কান্ডে রাজ্য পুলিশকে নোটিশ মহিলা কমিশনের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : হায়দরাবাদ ধর্ষণকান্ডের এক সপ্তাহেরও কম সময়ের মধ্যে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টায় চাঞ্চল্য গোটা দেশে। এই বিষয়ে উত্তরপ্রদেশ পুলিশকে নোটিশ ধরাল জাতীয় মহিলা কমিশন। ধর্ষকদের বিচার প্রক্রিয়া চলার সময় নিগৃহীতার নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা নিয়েছিল পুলিশ। যদি নিরাপত্তায় কোনও গাফিলতি থেকে থাকে তবে সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকদের কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছ তা জানতে চাওয়া হয়েছে নোটিশে।

জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান রেখা শর্মা জানিয়েছেন, অভিযুক্তদের জামিন আটকানোর জন্য কেন সব করমের চেষ্টা করেনি পুলিশ। কেন নিগৃহীতাকে যথাযথ নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। আইনের শাসন সঠিক ভাবে কাজ না করলে মহিলাদের সুরক্ষা কি ভাবে নিশ্চিত করা হবে।

অন্যদিকে নিগৃহীতাকে এয়ারলিফট করে চিকিৎসার জন্য দিল্লিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। উল্লেখ করা যেতে পারে চলতি বছরের মার্চ মাসে ধর্ষণের শিকার হন ওই নির্যাতিতউ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশউ কিন্তু, পরে আদালতে জামিন মঞ্জুর হয়ে যায় অভিযুক্তদেরউ জেল থেকে বের হওয়ার পরই সঙ্গীদের নিয়ে ওই মহিলাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা

ছয়ের পাতায়

অনুষ্ঠান বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে কড়া আইন পুরসভার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স): এবার থেকে বিয়ে বাড়ি ভাড়া দেওয়ার ক্ষেত্রে পুরসভার অ্যামিউজমেন্ট ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট থাকতে হবে। অন্যথায় পৌর আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার এ কথা জানান ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ।

শহরে যে প্রেক্ষাগৃহগুলো রয়েছে সেগুলো পুরসভার কর মিটিয়ে দিয়েছে বলেই তাদের ছাড়পত্র মিলেছে। একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করে এদিন অতীনবাবু জানান, 'দেখা যায় শহরের বড় বড় যে সমস্ত অনুষ্ঠান বাড়ি বা বাগান বাড়ি রয়েছে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পুরসভার কর ফাঁকি দেয়। কিন্তু এদিকে সেই সমস্ত অনুষ্ঠান বাড়ির ভাড়া কয়েক লক্ষ টাকা।' এবার থেকে সেই অনুষ্ঠান বাড়ি গুলি বাড়ি ভাড়া দেওয়ার আগে পুরসভাকে সব কর দিয়ে শংসাপত্র আদায় না করে তবে সে ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষ সে বাড়ি ভাড়া দিতে পারবেন না।

ডেপুটি মেয়র জানান, 'যে সমস্ত অনুষ্ঠান বাড়িগুলির কর বকেয়া রয়েছে তাদেরকে পুরআইনের ৪২২ ও ৫৩৫ ধারায় নোটিশ দেওয়া হবে। নোটিশ দেওয়ার পরেও যদি সে সকল বাড়ির কর্তৃপক্ষ কর জমা না দেয় তাহলে

ছয়ের পাতায়

ধর্ষণের প্রতিবাদে রাস্তায় কলেজ পড়ুয়ারা

সিউড়ি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : হায়দারাবাদে পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় রাস্তায় নামল কলেজ পড়ুয়ারা।

হাতে প্ল্যাকার্ড আর তাতে লেখা "শাস্তি নয়, ফাঁসি চাই", অন্য হাতে রজনী গন্ধা ফুলের স্টিক নিয়ে সিউড়িতে মৌন মিছিল করলেন কলেজ পড়ুয়ারা। বৃহস্পতিবার সিউড়ির বীরভূম মহাবিদ্যালয় কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে মৌন মিছিল ঘুরল শহর জুড়ে। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন কলজের অধ্যক্ষ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায়-সহ অন্যান্য অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও পড়ুয়ারা।

হায়দারাবাদে পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় দেশজুড়েই প্রতিবাদের ঝড় উঠেছে। ঘটনার প্রতিবাদে এদিন মৌন মিছিল করলেন বীরভূম মহাবিদ্যালয় কলেজের অধ্যক্ষ থেকে পড়ুয়া সকলেই। মিছিল কলেজ থেকে বাজারপাড়া হয়ে মসজিদ মোড় হয়ে জেলা প্রশাসনের দফতরের কাছে থাকা শহীদ বেদীর কাছে এসে শেষ হয়। সেখানে শহীদ বেদিতে মৃতার আত্মার শান্তি কামনায় ফুল দেওয়া হয়। এই নিয়ে কলেজের অধ্যক্ষ পার্থসারথি মুখোপাধ্যায় বলেন, ' এই প্রতিবাদ সমাজের সমস্ত স্তরেই করা উচিত, কারণ নারী সুরক্ষার খুবই প্রয়োজন। আমরা কেবল একটাই দাবি জানিয়েছে যে, দোষীদের দ্রুত শাস্তি দেওয়া হোক।

এটিএম কান্ডে এক লুপুর খোঁজে হন্যে পুলিশ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স): কলকাতা জুড়ে এটিএম কান্ডে এখন এক লুপুর খোঁজে হন্যে কলকাতা পুলিশ। গত বছর আগস্টে শহরজুড়ে একের পর এক এটিএম জালিয়াতির ঘটনায় রোমানিয়ান গ্যাং ধরা পড়লেও অধরাই থেকে গিয়েছিল লুপু।

এবার নতুন করে এটিএম জালিয়াতির তদন্তে দিল্লির বিভিন্ন এটিএম থেকে যে কয়েক জন সন্দেহভাজনের ছবি তদন্তকারীদের হাতে এসেছে, তাদের মধ্যে এক জনের সঙ্গে লুপুর চেহারার সামান্য মিল রয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। সেই লুপু এবং বাকিদের খোঁজে দিল্লি পুলিশকে সঙ্গে নিয়ে বেশ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশিও চালাচ্ছেন কলকাতা গোয়েন্দারা। কলকাতা পুলিশের এক কর্তা জানান, কলকাতার গ্রাহকদের টাকা যে সব জায়গায় তোলা হয়েছে, সে সবই দিল্লি বা তার উপকণ্ঠে। ফলে তার আশপাশের হোটেলে রোমানিয়ান গ্যাংয়ের লোকজন গা ঢাকা দিয়ে থাকতেই পারে। আবার অনেক সময় হোটেলে না থেকে তারা সাময়িক ভাবে ঘর ভাড়াও নেয়। সম্ভাব্য সব জায়গাতেই তদন্তকারীরা খোঁজ চালাচ্ছেন। খুব শিগগিরই অভিযুক্তরা ধরা পড়বে বলে আশার আলো দেখাচ্ছেন পুলিশ কর্তারা। এখন পর্যন্ত প্রতারিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭০। যাদবপুর, চারু মার্কেটের পাশাপাশি অভিযোগ এসেছে নেতাজিনগর, কড়েয়া, উল্টোডাঙা, পর্ণশ্রী থেকেও। তবে এ দিন আর নতুন করে টাকা তোলেনি প্রতারকরা।

সাম্প্রতিক অতীতে কত রোমানিয়ান নাগরিক এ দেশে, বিশেষ করে কলকাতা ও দিল্লিতে এসেছেন, তার খোঁজ পেতে কলকাতা পুলিশ ফরেন রিজিওনাল রেজিস্ট্রেশন অফিসেও (এফআরআরও) যোগাযোগ করছে। আজকালের মধ্যেই তালিকা মিলবে বলে আশা। বিদেশ থেকে কোনও নাগরিক আইনি ভাবে এ দেশে এলে 'সি' ফর্ম পূরণ করতে হয়। তাতে ওই বিদেশি নাগরিক কোথায় থাকবেন, কত দিনের জন্য সে সব জানাতে হয়। তবে তদন্তকারীরা বলছেন, অভিযুক্তরা যে সবাই বৈধ পথে এ দেশে আসবেন, এমন নয়। অনেক সময় বিদেশি নাগরিকরা নেপাল হয়েও এই দেশে ঢুকতে পারেন। সে ক্ষেত্রে নথি পাওয়া কঠিন। এর আগে যে রোমানিয়ান গ্যাং ধরা পড়েছিল, তাদের মধ্যে লুপু নেপালে পালিয়ে যায় বলেই খবর এসেছিল গোয়েন্দাদের কাছে।

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDIA
MESSAGE

I am happy to learn that the Armed Forces Flag Day is being observed every year on December 7 to pay our respect and honour to the martyrs who sacrificed their life in the line of duty.

The day reminds us our responsibility towards the Armed Forces for their contribution to our motherland 't he nation owes a debt of gratitude to them for their service to the nation and Hag Day is an opportunity for us to express our solidarity with them.

call upon the fellow citizens of India to contribute liberally on th-e occasion of Armed Forces Flag Day and we may ensure rehabilitation and welfare of dependents of our brave martyrs and disabled personnel.

I wish the Armed Forces Flag Day every success.

ICA/D/1360/19-20

New Delhi
November 25. 2019

(Ram Nath Kovinci)

CHIEF MINISTER OF
TRIPURA AGARTALA
799010

Biplab Kumar Deb

MESSAGE

It gives me great pleasure that the 57th All India Civil Defence & Home Guard Day is being celebrated across the country on 61 December, 2019 .

These forces play a pivotal role in maintaining law and order in the country to impart a safe and secured environment for growth and development of the citizens. We must remember the martyrs of those forces who have laid down their lives for helping the people of this country in distress and disaster.

On the occasion, I extend my heartiest wishes and good luck to the members of those forces to continue their relentless pursuits towards building a secured society and nation.

ICA/D/1366/19-20 (Biplab Kumar Deb)

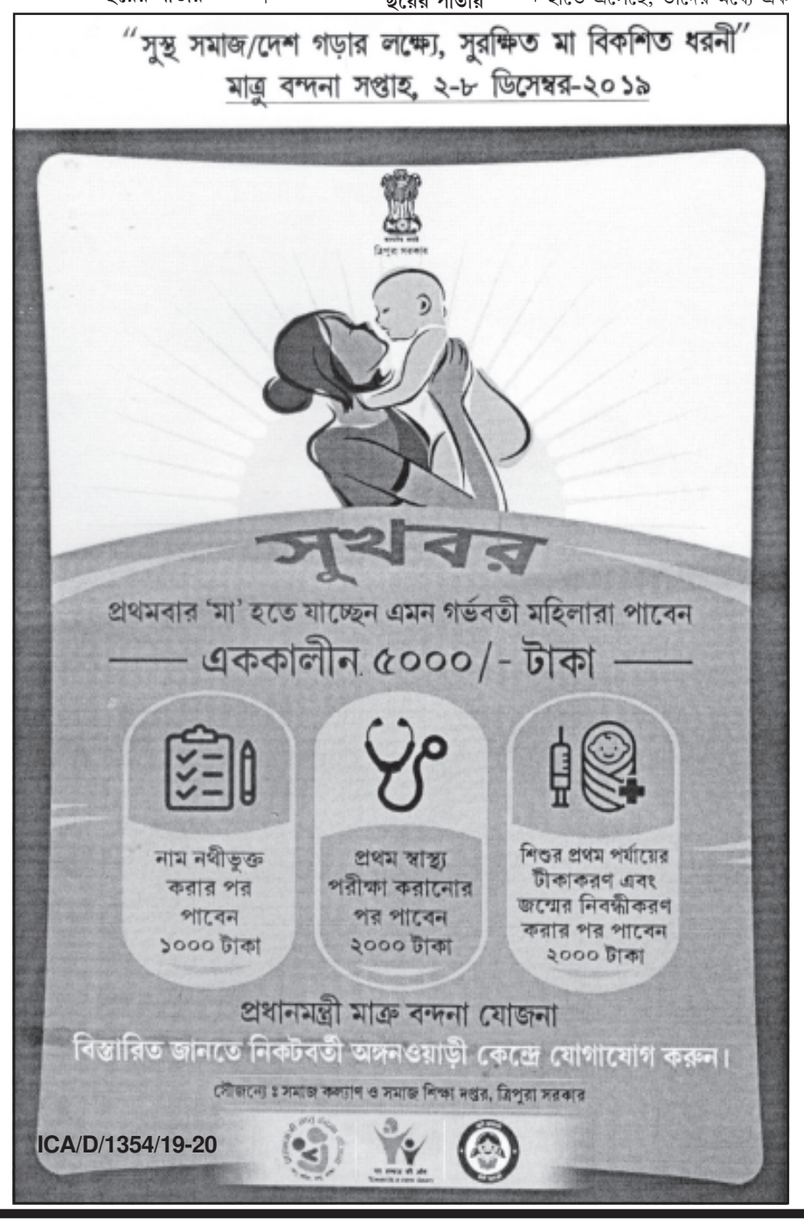

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যেভাবে ভেড়া পালনে লাভবান হবেন

ভেড়া ও ছাগল পালনের মধ্যে তেমন কোন তফাৎ নেই। তবে ছাগল পালনের চেয়ে ভেড়া পালন ব্যবস্থাপনা সহজ। নিমে আমাদের দেশে ভেড়া পালনকারী মানুষের আর্থ সামাজিক অবস্থার আলোকে ভেড়া পালনের সাধারণ কিছু বিষয়ে আলোচনা করা হল।

ভেড়ার বাসস্থান ঃ প্রত্যেক জীবনের প্রথম ও প্রধান মৌলিক চালিদা হল একটি আরামদায়ক বাসস্থান। আমাদের দেশে যেসব কারণে ভেড়ার মৃত্যু ঘটে। তার মধ্যে অন্যতম কারণ হল বাসস্থান না থাকা বা অস্বাস্থ্যকর বাসস্থান। ভেড়ার রাখার জন্য অধিকাংশই কৃষকেরই ভাল ঘর নেই। তাছাড়া ২০/৩০ টির বেশি ভেড়া আছে এমন খামারিদের ভেড়ার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান নেই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পারিবারিকভাবে পালিত ভেড়া রাখা হয় কৃষকের ঘরের মাচা বা চৌকির নিচে বা ঘরের পাশে ছোট্ট একটি চালা বেঁধে তারমধ্যে যেখানে আলো বাতাস প্রবেশের সুযোগ কম। কিন্তুসামান্য খরচ করেই ভেড়া রাখার জন্য একটি স্বাস্থ্যসম্মত বাস্থান তৈরি করা যায়। ছাগল বা ভেড়া বাসস্থান তৈরির সময় একটি বিষয় খেয়াল রাখা খুব জরুরি। ভেড়ারঅন্যান্য রোমন্থক প্রাণীর মতো চার প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট আঁশ জাতীয় খাদ্য, লতাপাতা প্রভৃতি সহজেই সাধারণ শর্করাতে পরিণত করতে পারে। এছাড়া ভেড়া অস্বাভাবিক এবং প্রতিকূল উভয় অবস্থাতেই শুকনো খড় এবং খড় জাতীয় খাদ্য খেয়ে থাকে। আমাদের দেশে ভেড়ার চরে খাওয়ার মতো পর্যাপ্ত খাদ্য নেই। তাছাড়া বর্তমান সময়েও আবদ্ধ পদ্ধতিতে ভেড়া পালন একটি বিরল ঘটনা। গরু, ছাগল এবং পোলট্রি আবদ্ধ পদ্ধতিতেও পালন করা হয় এবং এজন্য তাদের দানাদার খাদ্য সরবরাহ করা হয়। যেহেতু চরে খেয়ে প্রয়োজনীয় পুষিট প্রাপ্তি ঘটে না তাই বয়স ভেদে নিম্নোক্ত মিশ্রণের দানাদার প্রতিদিন ২০০-৩০০ গ্রাম হারে খাওয়ানো যেতে পারে।

বাচ্চা, বাড়ন্ত এবং বয়স্ক ভেড়ার জন্য দানাদার খাদ্য মিশ্রণে নমুনা ক্রমিক নং খাদ্য উপাদান কেজি বাচ্চা বাড়ন্ত ভেড়া বয়স্ক ভেড়া বয়স্ক ভেড়া চাল গম ভুট্টা ভাংগা ৩০.১৫ বিভিন্ন ধরনের ডালের ক্ষুদ্র ৫ ৩। গমের ভূষি/ চালের কুড়া ২৯.৪৫ ৫০

৪. ডালের ভূষি/ খোসা ৫ ১৫ ১৫

৫। খৈল ২৫ ২০ ২০

৬। প্রোটিন কনসেন্ট্রট ২৫ ১১ ৭ ডিসিপি

৮। লবণ ১ ১৫ ১৫ ৯। ভিটামিন মিনারেল প্রিমিক্স ০.৫ ০.৫ ০.৫

মোট ১০০ ১০০ ১০০

রোগ বালাই ভেড়ার রোগ বালাই তেমন হয় না। তবে এন্টরোটক্সিমিয়া আমাশায়, ধনুষ্টংকার, ক্ষুধা, একথাইমা, পিপিআর, নিউমোনিয়া, ইত্যাদি রোধ হতে পারে। ভেড়ার স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রেসবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং অবশ্যকরণীয় বিষয় হয় নিয়মিত কৃমিনাশক ব্যবহার করা। গোলকৃমি, ফিতাকৃমি, কলিজাকৃমি, ভেড়াকে আক্রমণ করে। প্রতি ২/৩ মাস পরপর ভেড়াকে কৃমিনাশক প্রয়োগ করতে হবে। আমাদের দেশে ভেড়াকে নিয়মিত শেয়ারিং করা বা পশম কাটা হয় না। তাই শরীরে বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের বহিঃপরজীবী বাসকরে এবং বড় পশমের কারণে বিভিন্ন ধরনের চর্ম রোগ হয়। এজন্য বছরে অন্তত দু'বার ভেড়ার পশম কাটতে হবে এবং স্নান করাতে হবে তাহলে উকুন, আঠালি, টিক ইত্যাদির প্রকোপ কম হবে। নিয়মিত পিপিআর টিকা প্রদান করতে হবে। এছাড়া ভেড়ার বাচ্চাকে কৃমিনাশক খাওয়াতে হবে।

বেড়ার প্রজনন

অন্যান্য দলবদ্ধ প্রাণীর মতোই ভেড়ার প্রজনন। ভেড়াকে বলা হয় সিজনাল ব্রিডার যদিও কিছু কিছু ভেড়া সারা বছর ধরে প্রজনন হয়। ভেড়া সাধারণতঃ ৬-৮ মাসে প্রজনন উপযোগী হয় এবং পুরুষ ভেড়া ৪-৬ সপ্তাহ বয়সে যৌন পরিপক্কতা লাভ করে। তবে জাত ভেদে এই বয়সের ভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়। যেমন ফিনশিপ জাতের ভেড়ি ৩-৪ মাস বয়সে এবং মেরিনো ভেড়ি কোন কোন সময় ১৮-২০ মাস বয়সে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ভেড়ার ঋতুচক্র ১৭ দিন পর পর আবর্তিত হয়। গর্ভকাল ৫ মাস। ১০-১২ টি ভেড়ির জন্য একটি প্রজননক্ষম পাঠাই যথেষ্ট। ভেড়া পালনের উপযোগীতাপৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ভেড়া পালন করা হয় প্রধানত মাংস এবং উলের জন্য। আমাদের দেশে কোন উপযোগিতা অনুসরণ করে ভেড়া পালন করা হয় না। সমাজের নিরূপায় কর্মহীন কিছু মানুষ জীবন জীবিকার জন্য ভেড়া পালন করে। তবে বিক্রয় করা হয় মাংসের জন্য। অস্ট্রেলিয়া কানাডা, নিউজিল্যান্ড সহ পৃথিবীর কিছু উন্নত দেশে মাংসের চেয়ে উল উৎপাদন ভেড়া পালনের প্রধান উদ্দেশ্য।

ভেড়া পালনের সুবিধা

১) ভেড়া ছোট নিরীহ প্রাণী। এদের খাদ্য খরচ কম রাখার জন্য অল্প জায়গা দরকার হয় এবং প্রাথমিক বিনিয়োগ কম বলে শুধুমাত্র বসত বাড়ি আছে এমন কৃষক অনায়াসে ৫-১০ ভেড়া পালন করতে পারেন। যে কোন প্রাণী প্রতিপালনের চেয়ে ভেড়া পালনে উৎপাদন খরচ কম। ২) ভেড়া সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পছন্দ করে তাই কেউ যদি বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ভেড়া পালন করতে চায় সেক্ষেত্রে একজন লোক সহজেই ১০০-১৫০ ভেড়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন ৩) ভেড়ার অভিযোজন ক্ষমতা ছাগলের চেয়ে বেশি তাই যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে খাপ খাওয়ায়ে চলতে পারে। ৪) ভেড়া প্রধানতঃ বছরে ২ বার বাচ্চা প্রদান করে এবং প্রতি প্রসবে অনুন্য ২ টি বাচ্চা দেয় এ কারণে কম বয়সে দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি হ। ৫) ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি। ৬) ভেড়ার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি ৬) ভেড়া পালন করে থেকে শুধু মাংসই পাওয়া যায় না; ভেড়া থেকে পাওয়া যায় উন্নতমানের গরম কাপড় তৈরির জন্য পশম এবং চামড়া ৭) ভেড়ার মাংস তুলনামূলকভাবে নরম, রসালো ও গন্ধহীন এবং মাংসের আঁচ চিকন বলে সহজপ্রাচ্য।

স্যাটেলাইটের ১৩ তথ্য

ভারত দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট জিস্যাট-৯ এর সফল উৎক্ষেপণ করেছে গত শুক্রবার। অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে ওই দিন বিকেলে উপগ্রহটি উৎক্ষেপণ করা হয়।

এই স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকে ভারতের আঞ্চলিক শক্তি ওপ্রভাবের প্রদর্শন হিসেবে ব্যাপকভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে এইস্যাটেলাইটের নামকরণ করা হয় সার্ক স্যাটেলাইট। তবে পাকিস্তান এই প্রকল্পে অংশ না নেওয়ার ঘোষণা দেওয়ার পর এবং বিরাট এই প্রকল্পে আফগানিস্তানের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছা সম্ভব না হওয়ার পর এর নাম পরিবর্তন করা হয়। দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট সম্পর্কে ১৩ টি তথ্যনিচে তুলে ধরা হলো:

১. জিস্যাট-৯ থেকে পাওয়া তথ্য নেপাল, ভুটান, মালদ্বীপ বাংলাদেশ এবং শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভাগাভাগি করা হবে।

২. অংশগ্রহণকারী দেশগুলোতে ওই কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অন্তত একটি করে ট্রান্সপন্ডার থাকবে। এতে করে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারবে।

৩. ১২ বছর মেয়াদকালে এইস্যাটেলাইট থেকে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো আর্থিক মানদণ্ডে আনুমানিক ১০ হাজার কোটিরুপির সুবিধা পাবে।

৪. ওই স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে নিজেদের দায়িত্বে স্থল অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। তবে এই অবকাঠামো নির্মাণে ভারত সহায়কা করবে।

৫. এই স্যাটেলাইট অংশগ্রহণকারী দেশগুলোকে হটলাইন সুবিধাদেবে।

এছাড়া ভূমিকম্প, সাইক্লোন, বন্যা এবং সুনামি প্রবণ এই অঞ্চলে দুর্যোগের সময় তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে।

৬. দুই হাজার ২৩০ কেজি ওজনের এই স্যাটেলাইটটি তিন বছর ধরে তৈরি করা হয়েছে। এটি পুরোপুরি একটি যোগাযোগ স্যাটেলাইট। এতে ব্যয় হয়েছে ২৩৫ কোটি রুপি। এই স্যাটেলাইট মিশনের মেয়াদ ১২ বছরের বেশি।

৭. ৫০ মিটার দীর্ঘ ও প্রায় ৪১২ টন ওজনের একটি রকেট এই দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করে।

৮. ২০১৪ সালের ৩০ জুন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে (আইএসআরও) একটি স্যাটেলাইট তৈরির প্রস্তাব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি; যে স্যাটেলাইটটি প্রতিবেশীদের জন্য উৎসর্গ করা হবে 'উপহার' হিসেবে।

৯. নিজেদেরই মহাকাশ কর্মসূচি রয়েছে উল্লেখ করে প্রস্তাবিত সার্ক স্যাটেলাইটে অন্তর্ভূক্ত না হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় পাকিস্তান। এ পরিপ্রেক্ষিতে ২০১৫ সালের ২২ জুনের সভায় মোদির ওই প্রচেষ্টাটি ধাক্কা খায়।

১০. এই কর্মসূচির নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়, 'দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট'। এই কর্মসূচিতে পাকিস্তানের ভেটো দেওয়ার অনুমোদন দেওয়াহয়নি।

১১. ভারতের প্রতিবেশী তিনটি দেশের এরই মধ্যে পূর্ণাঙ্গ যোগাযোগ স্যাটেলাইট রয়েছে। দেশ তিনটি হলো পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও আফগানিস্তান। চলতি বছরের শেষের দিকে বাংলদেশ প্রথম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করতে যাচ্ছে।

১২. বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এই স্যাটেলাইটের আওতায় না থাকায় 'পাকিস্তান একটি সুযোগ হারাল', কারণ দেশটির নিজেদের মহাকাশ কর্মসূচি ভারতের তুলনায় নিতান্তই প্রাথমিক ধাপে রয়েছে। যদিও ভারতের চেয়ে পাঁচ বছর আগে ইসলামাবাদ তার প্রথম রকেট উৎক্ষেপণ করে এবং পাকিস্তানের স্পেস অ্যান্ড আপার অ্যাটমোসফেয়ার রিসার্চ কমিশন ভারতের আইএসআরও থেকে অনেক আগে প্রতিষ্ঠা করা হয়।

১৩. প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর চীনেরক্রমবর্ধমান প্রভাবের প্রতিক্রিয়ায় ভারত দক্ষিণ এশীয় স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণের পরিকল্পনা করে।

কিডন্যাপ''-এ নজর কাড়লেন রুক্মিনী, তবে ছবি জমল কি?

শুরুটা বেশ। মানবপাচার, বছর একুশের নিখোঁজ যুবতী, অসহায় বাবা এবং আন্তর্জাতিক স্তরে হিউম্যান ট্রাফিকিং অর্থাত মানবপাচার চক্রের কর্মকাণ্ডের ঝলক মিলল। সাংবাদিক মেঘনার সঙ্গে দেবের বন্ধুত্ব, মাখোমাখো প্রেম-রোম্যান্সে জমজমাট বিনোদনের মোড়কে টানটান ''কিডন্যাপ''-এর চিত্রনাট্য। রোমাঞ্চ আছে বইকী, তবে তার জন্য আপনাকে অপেক্ষা করতে হবে ছবির দ্বিতীয়ার্ধ অবধি।

''মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, গত দু''মাস হয়েছে আমার মেয়ে নিখোঁজ.'' এই মর্মে শুরু হয়েছে ছবির গল্প। মেয়ের সন্ধান পাওয়ার আশায় অসহায় বাবা চিঠি লিখছেন প্রশাসনকে। জুতোর শুকতলা খুঁইয়েও মেলেনি মেয়ের খোঁজ। ভালবাসার মানুষের ফাঁদে পা রেখে পাচার হয়ে গিয়েছে দুবাইয়ে। ট্রেলারেই মিলেছিল নারী পাচারের আভাস। সেই মেয়ের সন্ধানে দুবাইয়ে পা রাখা মেঘনা অর্থাত রুক্মিণীও সেই জালে জড়িয়ে পড়ে। কাহিনি যত গড়িয়েছে খুলেছে রহস্যের জট। ঠুঁটো-জগন্নাথের মতো পুলিশ-প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ভাবাবে এই ছবি। তবে, দ্বিতীয়ার্ধের পর গল্পে রয়েছে চমক। দেশ-বিদেশে নারীপাচার নিয়ে ব্যবসা ফেঁদে বসেছে একদল। গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াজুড়ে এই পাচারচক্র সক্রিয়। দিনের পর দিন অপহৃত হচ্ছে মেয়েরা। কিন্তু তাদের ধারে কাছে যাওয়া তো দূর, পাওয়া যাচ্ছে না টিকিটিও! যে করেই হোক পর্দাফাঁস করতেই হবে কে বা কারা, কোথা থেকে এই পাচারচক্র চালাচ্ছে। সাংবাদিক মেঘনার প্রেমে হাবুডুবু খেয়ে ময়দানে নেমে পড়েন দেব। নিজের কাঁধে সমস্ত দায়িত্ব তুলে নেয় দেব।

অপহৃত হওয়া মেয়েটির বাবাকে আশ্বাসবাণী দেয়, ''যে করেই হোক আপনার মেয়েকে খুঁজে বের করবই আমি''। বেশ কিছু অ্যাকশন সিক্যোয়েন্সে নজর কেড়েছেন দেব। রুক্মিণীর অভিনয়ও বেশ প্রশংসনীয়। আগের ছবির তুলনায় ''কিডন্যাপ''-এ অভিনেত্রী হিসেবে অনেকটাই পরিণত তিনি। উল্লেখ্য, এই ছবিতে দেব কিন্তু নিজের নামই ব্যবহার করেছেন।দেব-রুক্মিনী ছাড়াও ''কিডন্যাপ''-এ অভিনয় করেছেন শ্রীপর্ণা সেন, প্রান্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং চন্দন সেন। অপহৃতা মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শ্রীপর্ণা। তবে, খুব বেশিক্ষণের স্ক্রিন প্রেজেন্স না থাকলেও বাবার ভূমিকায় নজর কেড়েছে চন্দন সেনের অভিনয়। তবে, ছবির শুরুটা জমিয়ে হলেও দেব-রুক্মিনীর রোম্যান্স দেখাতে গিয়ে কোথায় যেন মূল বিষয় থেকে সরে গিয়ে তাল কেটে গেল। সেই রোমাঞ্চের স্বাদ পাওয়া গেল দ্বিতীয়ার্ধে। তবে, ইদের মরশুমে সপ্তাহান্তে দেখে আসাই যায় ''কিডন্যাপ''।

মাঝ রাতে সলমনের রাস্তা আটকালেন অচেনা মহিলা

ব্যান্দ্রার একটি স্টুডিয়ো থেকে মাঝ রাতে ডাবিং শেষ করে বেরোচ্ছিলেন সলমন খান। আচমকাই বলিউড ভাইজানের রাস্তা আটকে দাঁড়ান এক মাঝ বয়সী মহিলা। তাঁর সঙ্গে নিজস্বী তুলে তবেই সেখান থেকে সরতে পারবেন সলমন। এমনই দাবি করেন ওই মহিলা।অনুরাগীর আবদার শুনে তাঁকে ফেরাননি সলমন খান। উলটে ওই মহিলার সঙ্গে হাসি মুখে নিজস্বী তুলতে শুরু করেন সলমন খান। হাসি মুখেই অনুরাগীর সঙ্গে নিজস্বী তুলে তবে গাড়িতে ওঠেন সলমন।সলমন খানের সঙ্গে তাঁর অনুরাগীর সেই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই তা ভাইরাল হয়ে যায়। বর্তমানে দাবাং থ্রি-র প্রমোশনে ব্যস্ত সলমন খান। এই সিনেমায় সোনাক্ষী সিনহা এবং সাই মঞ্জরেকরের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করছেন সলমন। ২০১০ সালে

সলমনের হাত ধরে দাবাং দিয়ে বলিউডে পা রাখেন সোনাক্ষী সিনহা। এবার দাবাং থ্রি দিয়ে বলিউডে পা রাখছেন সাই। সলমন এবারেও সলমন খানের হাত ধরে বি টাউনে পা রাখছেন সাই মঞ্জরেকর।

মহারাজের সঙ্গে পেট ভরে ফুচকা খেলেন রানি, কথা বললেন ঝরঝরে বাংলায়

বলিউডের অন্যতম সেরা অভিনেত্রী তিনি। তবে বাংলার মানুষের কাছে তার থেকেও আগে হল তিনি বাঙালি। তার এক হাসিতে মুগ্ধ হয়ে যান বাংলার সিনেপ্রেমীরা। আর ইনি আর কেউ নন অভিনেত্রী রানি মুখোপাধ্যায় । খুব শীঘ্রই তাঁকে ঠ্রত্র বাংলার ''দাদাগিরি''তে দেখতে পাবেন দর্শকরা। সঙ্গে থাকবেন বাঙালির প্রিয় মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় ()।একসময়ের বলিউডের একনম্বর অভিনেত্রী শনিবার ঠ্রত্র বাংলায় ''দাদাগিরি''র সেটে মহারাজ সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা যাবে রানিকে। আর রানির জন্য সৌরভ রেখেছেন বাঙালির প্রিয় ফুচকা। সৌরভের সঙ্গে মিলে মন ভরে ফুচকা খেলে রানি। কথা বললেন ঝরে ঝরে বাংলায়।

রানিকে শোনানো হল তাঁরই জনপ্রিয় ছবির গান। সবকিছুতেই বেশ খুশি রানি।শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে ''ছুটি''তে চললেন ঋতুপর্ণা! ব্যাপারটা কী?প্রসঙ্গত, ''হিচকি''তে দর্শকদের মন ভরানোর পর ''মর্দানি-২''হ ২)-এর হাত ধরে ফের কামব্যাক করছেন রানি মুখোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই প্রকাশ্যে এসেছে মর্দানি ২ এর ট্রেলার। ২ মিনিট ১৯ সেকেন্ডের ট্রেলারে রানি মুখোপাধ্যায় অর্থাত শিবানি শিবাজি রায়-এর জোরদার অভিনয় চোখে পড়েছে। পাশাপাশি একজন ধর্ষক এবং হত্যাকারীকে খুঁজে বের করার জন্য মহিলা পুলিস অফিসার কীভাবে দিনরাত এক করে ফলেছেন, তাই তুলে ধরা হয়েছে মর্দানি টু-এর ট্রেলারে। আগামী ১৩ ডিসেম্বর মুক্তি পাবে এই সিনেমা।২০১৪ সালে চোপড়াদের ব্যানারে মুক্তি পায় মর্দানি। ওই সিনেমার ৫ বছর পর ফের মর্দানি টু নিয়ে দর্শকদের সামনে হাজির হচ্ছেন আদিত্য চোপড়ার ঘরণী।

জীবনে সেকেন্ড চান্স পেয়ে চিরকৃতজ্ঞ বললেন মনীষা

ডিএনএ বাংলা ডেস্কঃ বি-টাউনের অন্যতম জনপ্রিয় অভিনেত্রী। যিনি গত ২০১২ সালে ডিম্বাশয়ের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছিলেন। বর্তমানে পুরোপুরি সুস্থ রয়েছে এই অভিনেত্রী। মারণ ব্যাধি ক্যানসারকে কিভাবে

তিনি জয় করলেন সেই ঘটনার কথায় এদিন নিজের দুটি ভিন্ন ছবি পোস্ট করে টুইটারে শেয়ার করেছেন বলিউড খ্যাত এই অভিনেত্রী। শুধু তাই নয় ক্যানসারের সঙ্গে যুদ্ধ করে জীবনে ফের দ্বিতীয়বার নতুন করে বেঁচে থাকার সুযোগ এবং স্বাদ পাওয়ায় চিরকৃতজ্ঞ মনীষা। মারণ ব্যাধি ক্যানসারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ জয় করে ফেরা এই অভিনেত্রী এদিন টুইটার অ্যাকাউন্টে নিজের দুটি কোলাজ করা ছবি শেয়ার করেছেন।এবং সেই ছবির ক্যাপশনে কি লিখেছেন জানেন? ' জীবনে দ্বিতীয়বার বেঁচে থাকার সুযোগ পাওয়ার জন্য চিরকৃতজ্ঞ। এটি একটি আশ্চর্যজনক সুন্দর-স্বাস্থ্যকর এবং নতুন এক জীবন উপহার দিয়েছে তাঁকে।' জীবনের কঠিন সময়ে তাঁর পাশে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদও জানিয়েছেন তিনি। তাঁর শেয়ার করা প্রথম ছবিটিতে দেখা যাচ্ছে,হাসপাতালের বেডে শুয়ে রয়েছেন মনীষা কৈরাল। এবং তাঁর নাকের ভিতরে দেওয়া রয়েছে অক্সিজেনের নল। এই ছবিটি দেখে তাঁর ভক্তরা সহজেই বুঝতে পারবে সেই সময় তিনি কতটা অসুস্থ ছিলেন। তাঁর শেয়ার করা অন্য একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে প্রানবন্ত মনীষা। পাহাড়ের কোলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাঁর চারিপাশে ছড়িয়ে রয়েছে বরফ। শুধু নিজের ছবি পোস্ট নয়।এই অভিনেত্রী ক্যানসার নিয়ে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথাও জানিয়েছে একটি বইতে। সেখানে তিনি লিখেছেন, ক্যানসার কীভাবে তাঁকে আবার নতুন জীবন দান করল। কীভাবে ইউএস ''তে তাঁর চিকিতসা চলছিল। এবং এই মারণব্যাধির হাত থেকে বাঁচতে প্রতিনিয়ত তিনি কতটা যুদ্ধ করতেন। সবই উল্লেখ রয়েছে তাঁর সেই বইতে। মনীষা আরও জানিয়েছেন, ' আমি মনে করি ক্যানসার আমার জীবনে একটি উপহার স্বরুপ।

কার্তিককে ''না-পসন্দ'' সঞ্জয়লীলা বনশালির !

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০১১ সালে ''প্যায়ার কা পঞ্চনামা'' ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রেখেছিলেন কার্তিক আরিয়ান। ছবিটি বক্স অফিসে বেশ ভালোই সাফল্য পায়। তারপর ''সোনু কে টিটু কি সুইটি'', ''লুকাছুপি'' সহ বেশকিছু ছবিতে অভিনয় করে ফেলেছেন কার্তিক আরিয়ান। সিনেমাপ্রেমীদের মধ্যেও কার্তিকের একটা অন্যরকম জনপ্রিয়তা রয়েছে। বিশেষ করে মহিলা মহলে। তবে এত সবকিছুর পরেও কার্তিক আরিয়ানকে সঞ্জয়লীলা বনশালির এক্কেবারেই পছন্দ নয় বলেই শোনা যাচ্ছে।সঞ্জয়লীলা বনশালির আগামী ছবি ''গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি''র জন্য ইতিমধ্যে আলিয়া ভাটকে বেছে নিয়েছেন সঞ্জয়লীলা বনশালি। কিছুদিন আগে শোনা যাচ্ছিল, ছবিতে আলিয়া ভাটের বিপরীতে কার্তিক আরিয়ানকে বেছে নিয়েছেন সঞ্জয়লীলা বনশালি। তবে এই খবর যে এক্কেবারেই ভুল সেটাই এবার স্পষ্ট করলেন ছজ্রঙ্ক প্রযোজনা সংস্থার (সঞ্জয়লীলা বনশালির প্রযোজনা সংস্থা) প্রেম সিং। কার্তিককে নেওয়ার খবরে বিরক্ত প্রেম সিং বলেন ''''কার্তিক আরিয়ানকে গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি ছবিতে নেওয়ার খবর এক্কেবারেই ভুল। সঞ্জয়লীলা বনশালি স্যার এই মুহূর্তে তাঁর কোনও ছবিতেই কার্তিককে নিতে রাজি নন। তবে কার্তিকের অন্যান্য ছবির জন্য আমদের তরফ থেকে কার্তিকের জন্য শুভেচ্ছা রইল।''''সূত্রের খবর কার্তিক আরিয়ানকে এক্কেবারেই পছন্দ নয় সঞ্জয়লীলা বনশালি। তবে ''গাঙ্গুবাঈ কাঠিয়াওয়াড়ি''র আলিয়ার বিপরীতে ঠিক কোন অভিনেতাকে বনশালির পছন্দ তা অবশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। এদিকে কার্তিক আরিয়ান এই মুহূর্তে তাঁর আগামী ছবি ''পতি পত্নী অউর বো'' নিয়ে ব্যস্ত।

বিগ বসে ফিরছেন বিকাশ কিন্তু বেরিয়ে যাচ্ছেন পারশ

ওয়াইল্ড কার্ড এন্টি বিকাশ গুপ্তার বিগ বসের ঘরে প্রবেশের ফলে একদিকে যেমন চমকে যেতে পারেন অন্যান্য প্রতিযোগীরা। তেমনই পারশ ছাবড়ার আচমকা ঘর থেকে বেরিয়ে আসায় অবাক হতে পারেন দর্শকরা। তবে মনে করা হচ্ছে সাময়িকভাবে বিগ বস ১৩-র বাইরে যাচ্ছেন পারশ। টাস্কের দরুণ হাতে চোট পেয়েছিলেন পারশ। চিকিতসা চলছিলই কিন্তু এবারে ডাক্তার সার্জারির পরামর্শ দেওয়ায় কিছু সপ্তাহের জন্য বাইরে যেতে হবে পারশকে ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস ডট কমকে দেওয়া সূত্রের খবর অনুযায়ী, ''পারশ আঙুলটা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে ভুগছেন এবং সেভাবে কোনও কাজে অংশ নিতে পারছেন না। চিকিতসকরা প্রাথমিকভাবে মনে করেছিলেন ব্যথা সেরে যাবে। তবে সেটা হয়নি বরং সত্বর সার্জারি করতে হবে। গতকাল রাতেই বিগ বসের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন পারশ, তবে কিছুদিনের মধ্যেই ফেরত আসবেন তিনি। বৃহস্পতিবারের পর্বে তাঁর বেরিয়ে যাওয়ার ঘটনা সম্প্রসারিত হবে।''তবে বিগ বসের ইতিহাসে প্রথমবার বিগ বসের পুরনো প্রতিযোগী বিকাশ গুপ্তা ফেরত আসছেন এই সিজনে।

বৃহস্পতিবার মহিলা কংগ্রেসের বিক্ষোভ র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

খিদিরপুরে বিজেপির সভায় পুলিশের বাধা, তৃণমূলের হাঙ্গামা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স): খিদিরপুরে বিজেপির সভায় পুলিশের বাধা। বৃহস্পতিবার বিকেলে বিজেপি নেতা মুকুল রায়কে ঘিরে রীতিমত উত্তেজনা ছড়াল। মেটিয়াবুরুজের আরএসএস কর্মী বীরবাহাদুর সিং গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার সেখানে জনসভার ডাক দিয়েছিল বিজেপি। যাওয়ার কথা ছিল বিজেপি নেতা মুকুল রায় ও সবস্যাচী দত্তের। কিন্তু কলকাতা পুরসভার ৭৯ নম্বর ওয়ার্ডে বাবুবাজার মোড়ের কাছে আটকে দেওয়া হয় মুকুল রায় , অনুপম হাজরা, সব্যাসাচী দত্তদের। জানিয়ে দেওয়া হয়, সভা করা যাবে না। বাধা পেয়ে খিদিরপুরের রাস্তার মাঝেই বসে পরে প্রতিবাদ করেন তারা । প্রতিবাদে রাস্তায় অবস্থান বিক্ষোভ করে বিজেপি নেতৃত্ব। এই প্রসঙ্গে প্রাক্তন দলনেত্রীর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তৃণমূলের একদা সেকেন্ড ইন কমান্ড মুকুল রায় বলেন, 'মমতার নির্দেশে সব গুন্ডারা জড়ো হয়ে এসব করছে'।

সোমবার সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ মেটিয়াবুরুজ থানা থেকে একশো মিটার দূরে গুলিবিদ্ধ হন আরএসএস কর্মী বীর বাহাদুর সিং। তাঁর পিঠে লেগেছিল দুষ্কৃতীদের গুলি। এখন এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বীর বাহাদুর। ঘটনায় দোষীদের গ্রেফতারির দাবিতে সরব হন মুকুল রায়, কৈলাস বিজয়বর্গীয়রা।

আজ বিজেপি নেতাদের যাওয়ার পথেই জমায়েত করে তৃণমূল। মুকুল রায়দের গাড়ি ওই এলাকায় পৌঁছতেই শুরু হয় অশান্তি। মুকুল রায়দের ঘিরে পাল্টা বিক্ষোভ দেখান তৃণমূল কর্মীরা। দেখানো হয় কালো পতাকা। চলে "গো ব্যাক" স্লোগানও। বিজেপি নেতাদের গাড়ি আটকে দেয় পুলিশ। প্রশাসনের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ওই সভার অনুমতি নেই। তাই বাবুবাজার মোড় থেকেই ফিরে যেতে বলা হয় বিজেপি নেতৃত্বকে। কিন্তু প্রথমে ফিরতে চাননি মুকুল রায়রা। সঙ্গে থাকা বিজেপি কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে বচসা শুরু হয় পুলিশের। একপ্রস্থ ধাক্কাধাক্কিও হয়ে যায়। এরপর অবশ্য ফিরে আসতে বাধ্য হন বিজেপি নেতারা। খানিকক্ষণ পরে ওই এলাকা ছাড়েন মুকুল রায়। যাওয়ার আগে জানিয়ে দেন, সভা হবে না। মুকুল রায় বলেন, যা ঘটছে সব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশেই ঘটছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই হুলিগানরা জড়ো হয়েছে। পরে সাংবাদিক সম্মেলন করে মুকুল রায় বলেন, 'বাংলায় গণতন্ত্রের হত্যা চলছে। আজ মেটিয়াবুরুজ যাওয়ার পথে যে অবস্থা তৈরি হয়েছিল সেটা ভয়াবহ। আমাদের সঙ্গে সেন্ট্রাল ফোর্সের নিরাপত্তারক্ষীরা ছিলেন বলেই আমরা প্রাণ হাতে নিয়ে ফিরতে পেরেছি। কেন্দ্রীয় বাহিনী না থাকলে প্রাণে ফিরতে পারতাম না।

কোনওরকমে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছি'।

বীরবাহাদুর সিং গুলিবিদ্ধ হওয়ার প্রতিবাদে বুধবার মিছিলের ডাক দেয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ। হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিল ঘিরে দফায় দফায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে কলকাতার রাজপথ। শিয়ালদা, এসএন ব্যানার্জি রোডের পর হিন্দু জাগরণ মঞ্চের মিছিল ঘিরে বুধবার রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় ধর্মতলার ডোরিনা ক্রসিং। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তিতে জড়ান বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অনুপম হাজরা। বিজেপি নেতার নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা সিআইএসএফ কর্মীদের সঙ্গেও পুলিশ কর্মীদের হাতাহাতি বেধে যায়। ধর্মতলায় রাস্তা অবরোধ করতে যান হিন্দু জাগরণ মঞ্চের সদস্যরা। অবরোধ হঠাতে লাঠিচার্জ করে পুলিশ। ১০০-র বেশি নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বুধবার বিকেলে সাংবাদিক বৈঠকে মুকুল রায় ঘোষণা করেন, আজ দুপুরে মেটিয়াবুরুজে সভা করবে বিজেপি। কিন্তু সেই কর্মসূচিতে অনুমতিই দিল না পুলিশ।

অধ্যক্ষা পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবশেষে মিল্লি আল আমিন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষা পদ থেকে ইস্তফা দিলেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার প্রথমে শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ফোন করে ইস্তফা দেওয়ার ইচ্ছাপ্রকাশ করেন। পরে নিজের ইস্তফাপত্রটি তিনি ই-মেল মারফত পাঠিয়ে দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কাছে, এমনটাই জানা গিয়েছে।

এদিন বৈশাখী দেবী পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ই-মেইল পাঠিয়ে জানিয়েছেন, তিনি আর কাজ করতে পারছেন না। তাই অধ্যক্ষা পদ থেকে তিনি অব্যাহতি চান। আপাতত কলেজে কোন পরিচালন কমিটি না থাকায় সরাসরি শিক্ষা দফতরের কাছে ইস্তফা দেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি। তবে সেই ইস্তফা শিক্ষামন্ত্রী গ্রহণ করেছেন কিনা সে বিষয়ে এখনও কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

তবে কি কারণে তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে অব্যাহতি চাইলেন সেই বিষয়ে পরিষ্কার করে কিছু না বললেও তিনি জানান, 'দীর্ঘদিন ধরেই কর্মক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। বারবার চেষ্টা করেও এই সমস্যার সমাধান সম্ভব হচ্ছিল না'। তাই চাকরিটা ছেড়ে দেওয়াই সে ক্ষেত্রে সমাধান হিসেবে মনে করছেন তিনি। পাশাপাশি তিনি জানান কলেজের উর্দতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তার ঠিকমতো বনিবনা হচ্ছিল না ফলে সেটিও ইস্তফা দেওয়ার অন্যতম কারণ।

অন্যদিকে মিল্লি আল আমিন কলেজের পরিচালন কমিটি ঠিকমতো চলছিল না বলে তিনি অভিযোগ করেন। জানান বেশ কয়েক মাস ধরে কলেজের শিক্ষক কর্মীরা বেতন পাননি। এমনকি প্রায় দু বছর হয়ে গেলেও কলেজের গভর্নিং বডির কোনও বৈঠক হয়নি। এই নিয়ে বারংবার শিক্ষা দফতরে চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি। সমস্যা সমাধানের জন্য কখনো কখনো বৈঠক করা হলেও শেষ পর্যন্ত কোনো সমস্যা সমাধান হয়নি জানিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন তিনি। তবে এদিন শিক্ষামন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ করতে শোনা গেল না তাকে। বরং তিনি জানান শিক্ষা মন্ত্রী বরাবর তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁকে সাহায্য করেছেন।

জমি থেকে আকাশ সর্বত্র দুর্নীতি করেছে ইউপিএ, দাবি নাড্ডার

গিরিডি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খন্ডের ভাগ্য এবং ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করার জন্য এই নির্বাচন। বৃহস্পতিবার জমুয়ার গান্ধী ময়দানে নির্বাচনী প্রচারে এসে এমনই জানিয়েছেন বিজেপির কার্যকারি সভাপতি জগতপ্রকাশ নাড্ডার।

এদিন জগতপ্রকাশ বলেন, শুধুমাত্র ঝাড়খন্ড বা ভারতে নয়। গোটা বিশ্বের বৃহত্তম স্বাস্থ্যবীমা হচ্ছে আয়ুষ্মান ভারত। এক বছরের মধ্যে ৫৭ লক্ষ মানুষ এই বীমা থেকে উপকৃত হয়েছে। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএর তুলনা টেনে তিনি বলেন, ২০১৪ সালে গোটা দেশে যেখানে ছয়টি এইমস ছিল। মোদী সরকার সেখানে গোটা দেশে ১৯টি মেডিক্যাল কলেজ খুলেছে। এখন দেওঘরেও এইমস রয়েছে। জমুয়ায় ডিগ্রী কলেজ খোলা হয়েছে। সড়কও সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কংগ্রেস এবং ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার সমাজে বিভাজন তৈরি করছে। উন্নয়ন এই দুই দলের একেবারেই পছন্দ নয়। মোদীর উন্নয়নের যজ্ঞ দেখে এখন এই দলগুলিও উন্নয়ন নিয়ে কথা বলতে বাধ্য হচ্ছে।

দুর্নীতি ইস্যুতে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ সরকারকে কটাক্ষ করে জগতপ্রকাশ বলেন, ইউপিএ-র আমলে ১৭৬০০০ কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে। ডুবো জাহাজ থেকে কয়লা সবেতেই হয়েছে দুর্নীতি। জমি থেকে আকাশ সবেতেই দুর্নীতি করেছিল ইউপিএ। নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়। সার্জিক্যাল স্ট্রাইক করে জঙ্গি নিধন করা হয়েছে। দেশবাসীকে মাথা তুলে বাঁচতে শিখিয়েছেন তিনি। পুলওয়াম বদলা বালাকোটে এয়ারস্ট্রাইক করে নেওয়া হয়েছে। ঝাড়খন্ড বিধানসভার নির্বাচনের গুরুত্ব ব্যক্ত করতে গিয়ে জগতপ্রকাশ জানিয়েছেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারি বাজপেয়ীর আমলে নতুন রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে ঝাড়খন্ড। এ রাজ্যকে উন্নয়নের পথে নিয়ে গিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী এবং রঘুবর দাস। আদিবাসীদের থেকে জল, জঙ্গল, জমি কেড়ে নিয়েছে কংগ্রেস ও ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চা। এই নির্বাচন ধর্ম বনাম অধর্মের, সেবা মনোভাবের বনাম বঞ্চনাকারি, উন্নয়ন বনাম বিনাশের লড়াই হতে চলেছে। তিন তালাকের মতো কুপ্রথার সমাপ্ত করেছেন প্রধানমন্ত্রী। গোটা বিশ্ব নরেন্দ্র মোদীর নামে জয়ধ্বনি দিচ্ছে।

৩৭০ ধারার বিলুপ্তির প্রসসঙ্গ তুলে ধরে তিনি জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা থাকার ফলে এক দেশে দুই প্রধান ও দুই নিশান ছিল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ইচ্ছাশক্তি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের রণনীতির ফলে জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা বিলুপ্ত করা হয়েছে। এর ফলে উপত্যকাকে মূল ধারায় নিয়ে আসা হয়েছে। এদিন নিজের বক্তব্যে অযোধ্যর প্রসঙ্গও তুলে ধরেন। দেশের এবং রাজ্যের গঠনের জন্য শক্তিশালী সরকারের যে প্রয়োজন, তাও মনে করিয়ে দেন তিনি।

এদিন কংগ্রেস এবং ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, যে সকল রাজনৈতিক দল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে লোভনীয় স্লোগান দিচ্ছে তাদের অর্ধেক নেতা জেলে এবং বাকিরা জামিনে ঘুরছে।

সংসদের ক্যান্টিন থেকে সবরকমের ভর্তুকি প্রত্যাহার, সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবশেষে সংসদের ক্যান্টিন থেকে সবরকমের ভর্তুকি তুলে নেওয়া সিদ্ধান্ত নিলেন সাংসদরাই। এখন থেকে বাজারদরেই খাবার কিনবেন তাঁরা। স্পিকারের সঙ্গে আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছে বলে বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য, এতদিন সংসদে খাবারের ভর্তুকি বাবদ সরকারকে খরচ করতে হত ১৭ কোটি টাকা। এখন থেকে সেই টাকা রাজকোষ থেকে আর খরচ হবে না। সংসদে খাবারের ভর্তুকি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ ছিল সাধারণ মানুষের। সোশ্যাল মিডিয়ায় এ নিয়ে বিস্তর আন্দোলনও হয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির জেরে সাধারণ মানুষের যখন নাভিশ্বাস, তখন সাংসদরা কেন ভর্তুকি পাবেন? বার বার উঠেছে এ প্রশ্নও। বুধবার এ প্রসঙ্গে বাণিজ্য সংক্রান্ত সংসদীয় কমিটির সঙ্গে বৈঠকে বসেন স্পিকার। সেখানেই সাংসদরা ভর্তুকি তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। বৈঠক শেষে স্পিকার ওম বিড়লা ঘোষণা করেন, এই মুহূর্ত থেকে সংসদের খাবারে সমস্তরকম ভর্তুকি বন্ধ করা হল।

সব সাংসদদের সঙ্গে আলোচনা করেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য,আপাতত সংসদে সমস্তরকম খাবারেই ভর্তুকি পেতেন সাংসদরা। সব খাবারই বাজারদর থেকে খানিকটা কমে পান তাঁরা। গতবছর একটি আরটিআইয়ের উত্তরে সরকার জানিয়েছিল, সংসদে মটনকারি বিক্রি হয় মাত্র ৪৫ টাকা প্লেট হিসেবে। চিকেন কারি বিক্রি হয় ৫০ টাকা প্লেট হিসেবে। চিকেন বিরিয়ানি পাওয়া যায় ৬৫ টাকায়। যা কিনা, দিল্লির বাজারদরের তুলনায় বেশ কম। দেশের বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে, উদ্দেশ্য শুধু সরকারের ১৭ কোটি টাকা বাঁচানো নয়। মূলত, সমাজকে বার্তা দিতেই ভর্তুকি তুলে দিতে চাইছেন সাংসদরা।

টালা ব্রিজ: সোমবার থেকে প্রায় ২৭টি রুটের বাস বন্ধ

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স): টালা ব্রিজ বন্ধ থাকার কারণে বাড়ছে খরচ। এই বিষয়ে সরকারের তরফে কোনও হেলদোল নেই। তার প্রতিবাদে আগামী সোমবার থেকেই প্রায় ২৭টি রুটের বাস বন্ধ রাখা হবে বলে জানিয়েছে বাস মিনিবাস সংগঠন গুলো। চলতি বছর দুর্গাপুজোর আগে থেকে টালা ব্রিজে বন্ধ হয়েছে বাস চলাচল। অধিকাংশ বাসের রুট অনেকটা ঘুরিয়ে দেওয়ায় এমনিতেই প্যাসেঞ্জার কম হচ্ছে বলে ক্ষোভ জানিয়েছিলেন বাস মালিকরা। পাশাপাশি তাঁরা বলেছিলেন, জ্বালানির দাম বাড়ছে এদিকে ভাড়া বাড়ছে না। কিন্তু গন্তব্যে যেতে হচ্ছে প্রচুর ঘুরতি পথে। ফলে বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হচ্ছে। এবার বেশ কয়েকটি রুটে বাস বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস মালিক এবং শ্রমিক সংগঠন। কদিন আগে থেকেই অনির্দিষ্টকালে জন্য বন্ধ হয়ে গিয়েছে ২৩০ নম্বর রুটের বাস। সেই তালিকায় এবার নাম লিখিয়েছে আরও কয়েকটি রুটের বাস। সোমবার ৯ ডিসেম্বর থেকে আর চলবে না এইসব রুটের বাস।

উত্তর কলকাতায় আরও বেশ কয়েকটি রুটে বাস পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাস মালিক সংগঠন গুলো । জানা গেছে, ৭৮, ৭৮/১, ২১৪, ২১৪এ, ২৩০, ২৩৪, ২০১, ৩৪বি, ৩৪সি, ৩০এ, ২০২, কে৪, এস১৫৮, এস১৫৯, এস১৮০, এস১৮১, এস১৮৫, ২২২-এর মতো বেসরকারি রুটের বাসগুলোর পরিষেবা বন্ধ থাকবে । অনির্দিষ্টকালের জন্যে বাস বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জেলার বাস এবং মিনিবাস সংগঠনগুলোও।

একসঙ্গে এত বাস বসে গেলে আগামী সপ্তাহের প্রথম কাজের দিনেই শহরের বুকে চরম বিশৃঙ্খলার হওয়ার আশঙ্কা করছেন নিত্যযাত্রীরা। তীব্র যানজটের পাশপাশি ভিড়ও বাড়বে। দুর্ভোগে নাকাল হবেন নিত্যযাত্রীরা। মাঝেরহাট ব্রিজ ভেঙে পড়ার পর থেকেই রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন ব্রিজের স্বাস্থ্য পরীক্ষা চলছে। সেই পরীক্ষানিরীক্ষাতেই উঠে এসেছে টালা ব্রিজের বেহাল দশার কথা। পরিস্থিতি এতই সঙ্গিন যে পুরনো ব্রিজ ভেঙে ফেলে নতুন করে নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এই রিপোর্ট পেশ হওয়ার আগে থেকেই টালা ব্রিজে বন্ধ রয়েছে বাস চলাচল। ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে বিভিন্ন বাসের রুট। অতিরিক্ত সময় লাগার কারণে ক্রমশ কমছে যাত্রী সংখ্যা। এই ক'দিনে বিপুল পরিমাণ ক্ষতিও হয়েছে বাস মালিকদের। এত বিপুল পরিমাণ ক্ষতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে আর বাস চালানো সম্ভব নয়। তাই এবার বাস বন্ধের সিদ্ধান্তই নিয়েছে বাস মালিকদের সংগঠন।

পেঁয়াজ : রোজগারে টান পড়েছে পোস্তার মুটেদের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স): পেঁয়াজের আমদানি নেই, রোজগারে টান পড়েছে পোস্তার মুটেদের। প্রতিদিন যেখানে ৩০০ থেকে ৪০০ টাকা রোজগার হত এখন ৫০ টাকা রোজগার করতে কালঘাম ছুটছে ওদের। দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলো আজ এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের সামনে দাঁড়িয়ে।

চুড়ান্ত ব্যস্ততায় সুরেশ রামলালদের সকালটা শুরু হত। কখন যে সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হয়ে যেত টের পেত না ওরা। তবে শুধুমাত্র সুরেশ কিংবা রামলাল নন, ওদের মত আরও অসংখ্য মুটে মজদুরের জীবন জীবিকা নির্ভর শহরের অন্যতম পেঁয়াজপট্টি হিসেবে খ্যাত পোস্তা বাজারের ওপর। কিন্তু এখন সেখানে শ্মশানের নিস্তব্ধতা।

সাধারণত ভিন রাজ্য থেকে ট্রাকে করে রোজ কলকাতার অন্যতম ব্যস্ত এই বাজারে পেঁয়াজ আসে। পেঁয়াজে ভর্তি প্রায় চল্লিশটি ট্রাক এসে পৌঁছানো মাত্রই মাল বাহকদের কোলাহলে গমগম করত পোস্তা পেঁয়াজ পট্টি। পেটের জ্বালা ঘোচাতে ট্রাক থেকে পেঁয়াজের বস্তা সংগ্রহ করে ব্যবসায়ীদের গুদামে পৌঁছে দেওয়াই ছিল ওদের রোজনামচা। বিনিময়ে ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে মালবাহক হিসেবে মিলত পারিশ্রমিক । কিন্তু গত কয়েকদিন যাবৎ চেনা ছবিটা আজ পুরোপুরি অচেনা হয়ে উঠেছে। পেঁয়াজের আড়ৎদারদের কাছে চল্লিশটির বদলে এখন কোনদিন দুটি ট্রাক বা তিনটি ট্রাক এসে পৌঁছাচ্ছে বাজারে। কোনও কোনও দিন তাও অনিশ্চিত। এতদিন রোজ প্রায় ২০ হাজার পেঁয়াজের বস্তা রোজ ওঠানামা করত মুটেরা । এখন দিনে ২০টি বস্তাও নামানোর সুযোগ মিলছে না । জীবিকাতে টান পড়ায় সংসার চালাতে হিমশিম খাচ্ছেন শয়ে শয়ে দিন মজুর মুটে মজদুরের দল। রুজি রুটির টানে ভিন রাজ্য থেকে কলকাতায় আসা। কার্যত এখন বেকার জীবন অতিবাহিত করছেন ওরা। দিন আনা দিন খাওয়া এই শ্রমিকদের পেঁয়াজের আমদানি কম হওয়ায় আচমকা তাদের জীবন অনিশ্চয়তার কালো মেঘ গ্রাস করেছে। দিনের শেষে অনেক সময়ই নিঃস্ব হাতে বাড়ি ফিরতে হচ্ছে অনেককেই। প্রতিদিনের মতো কাজের রুটিন মেনে ওরা এসে ভিড় জমান পোস্তা বাজারে। তবে কাজ না থাকায় দিনের পর দিন কর্মহীন দিবস হিসেবে কাটিয়ে বাড়ি ফিরে যান। অপেক্ষায় থাকেন নতুন সকালের।

জয় শ্রীরামকে কেন্দ্র মারধোরের অভিযোগ প্রধানের ছেলের বিরুদ্ধে

বসিরহাট, ৫ ডিসেম্বর(হি,স) : জয় শ্রীরাম বলাকে কেন্দ্র করে ফিরোজ গাজী নামে এক বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল পঞ্চায়েত প্রধানের ছেলের বিরুদ্ধে। জয় শ্রীরাম বলাকে কেন্দ্র করে মারধরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। ঘটনাটি ঘটেছে হাসনাবাদের চকপাটলি গ্রামে। হাসনাবাদের চকপাটলি গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালহাটি গ্রামের বাসিন্দা ফিরোজ গাজী স্থানীয় বিজেপি কর্মী হিসেবে পরিচিত। বৃহস্পতিবার দুপুরে স্থানীয় বাজারের কাছে তাকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। এই ঘটনায় স্থানীয় চকপাটলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান পারুল গাজীর ছেলে সিরাজ গাজীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন ফিরোজ। জয় শ্রীরাম বলাকে কেন্দ্র করে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলে ফিরোজ গাজী বলেন, 'গত কয়েকদিন আগে আমাদের বন্ধুরা মিলে বাজারে জয় শ্রীরাম নিয়ে আলোচনা করাই আজ দুপুরে সাইকেলের দোকানের রড দিয়ে আমাকে মারধোর করে সিরাজ গাজী। জয় শ্রীরাম বলার অপরাধে মারধর করা হয় আমাকে'। সাইকেলের দোকানের থেকে লোহার রড নিয়ে বেধড়ক মারধর করায় গুরুতর জখম অবস্থায় ফিরোজ গাজীকে আনা হয় টাকি গ্রামীণ হাসপাতালে। ঘটনার বিষয় নিয়ে চকপাটলি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তার স্বামী তথা তৃণমূল নেতা আব্দুল রহিম গাজী জানান, 'আমার ছেলে রাজনীতির সঙ্গে কোনোভাবেই যুক্ত থাকে না। কিন্তু ওকে দেখলেই জয় শ্রীরাম বলে ওর সামনে স্লোগান দিতে থাকে ফিরোজ গাজী। এটাকেই বারণ করতে গেলে আমার ছেলের সঙ্গে গন্ডগোল শুরু হয় ওদের'। মারধরের কথা স্বীকার করে নিলেও জয় শ্রীরাম বলার জন্য মারধোর করা হয়নি বলে জানান আব্দুল রহিম গাজী।

কিছু বছরের বিরতি শেষ অঙ্কুশের সাথে জুটি বাঁধলেন শুভশ্রী

কলকাতা,৫ ডিসেম্বর (হি.স.):ফের একসঙ্গে জুটি বাঁধলেন অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা ও শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায় ঊ ছয় বছরের বিরতি শেষে ফ্রেম শেয়ার করতে চলেছেন অঙ্কুশ-শুভশ্রী ঊ শুরু হল ছবির শ্যুটিং ঊ আজ বৃহস্পতিবার টুইট করে সে কথা জানান অঙ্কুশ নিজেইঊ

বাবা যাদবের পরিচালনায় বৃহস্পতিবার শুরু হয়েছে ছবির শ্যুটিং ঊ তবে,ছবির নাম এখনও জানা যায়নি ঊ এই ছবিতে অঙ্কুশ-শুভশ্রীর পাশাপাশি দেখা যাবে সুব্রত দত্তকে ঊ নেতিবাচক চরিত্রে দেখা যাবে এই অভিনেতাকে ঊ খবর অনুযায়ী তাঁর লুকে চমকে যেতে পারেন দর্শকঊ ছবির শ্যুটিং হবে কলকাতায় ঊ সব ঠিক থাকলে আগামী বছর মুক্তি পাবে অঙ্কুশ-শুভশ্রী নতুন

বালি বোঝাই লরির চাকায় পৃষ্ট হয়ে মৃত যুবক, রণক্ষেত্রের সাঁকরাইল

ঝাড়্গাম, ৫ ডিসেম্বর (হি: স) : বালি বোঝাই লরির চাকায় পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। এই ঘটনার পরেই রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় সাঁকরাইল ব্লকের গড়ধরা এলাকা। উত্তেজিত জনতা বালি বোঝাই চারটি লরিতে আগুন লাগিয়ে দেন। আর এগারোটি গাড়িতে ভাঙ্গচুর চালায়। এদিকে লরি থেকে আগুন ছড়িয়ে পড়ে গৃহস্থের বসত বাড়িতে। যার ফলে তিনটি বাড়ি আগুনে ভষ্মীভুত হয়ে যায়। এদিন বৃহস্পতিবার বিকেলে এই ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়্গাম জেলার সাঁকরাইল থানার আঁধারি তিন নম্বর অঞ্চলের গড়ধরা গ্রামে।পুলিশ জানিয়েছে মৃত যুবকের নাম রঞ্জিত সিং (২১)। বাড়ি ওই গ্রামে।

পুলিশ ও স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিকেলে সুবর্ণরেখা নদীর থেকে বালি বোঝাই করে রগড়ার দিক থেকে রোহিনীর দিকে আসছিল। সেই সময় গড়ধরা গ্রামের বাড়ি থেকে বেরিয়ে রোহিনী যাওয়ার জন্য পিচ রাস্তায় উঠেছিল রঞ্জিত। আর তখনি পর পর লাইন দিয়ে বালি গাড়ি আসছিল। একটি বালি বোঝাই তাঁকে পিসে দিয়ে পেরিয়ে যায়। পরের লরিটিও তাঁকে পিসে দিলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রঞ্জিতের। এরপরেই উত্তেজিত জনতা বালি বোঝাই লরিতে ভাঙ্গচুর চালাতে শুরু করে। তারপরেই দাঁড়িয়ে থাকা লরি গুলিতে আগুন লাগিয়ে দেয় জনতা। একটি লরির আগুনের ফুলকি বসত বাড়িতে গিয়ে পড়লে পর পর বাড়িতে আগুন লেগে পুড়ে একেবার ভষ্মীভুত হয়ে যায়। পরে ঘটনার খবর পেয়ে সাঁকরাইল থানার বিশাল পুলিশ গড়ধরা গ্রামে গিয়ে পৌছালে পুলিশকে গ্রামে ঢুকতে দিতে চাইনি উত্তেজিত জনতা। অভিযোগ পুলিশ মৃদু লাঠি চার্জ করে উত্তেজিত জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনেন। তবে পুলিশ অবশ্য লাঠি লার্জের কথা অস্বীকার করেছেন। ঘটনাস্থলে দমকল গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রন করে। এবিষয়ে ঝাড়্গামের পুলিশ সুপার অমিত কুমার ভরত রাঠোর বলেন, ' বালি বোঝাই লরির ধাক্কায় এক যুবকের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে পুলিশ পৌছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করেছে। বিএলআরও এবং জেলা শাসককে বালির বিষয়টি দেখার জন্য বলেছি।

রাজ্যপাল-কান্ডে সরব প্রাক্তন উপাচার্য

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিধানসভায় উপর্যুপরি দু'দিন দু'জায়গায় রাজ্যপাল জয়দীপ ধনকরকে যে অবস্থায় পড়তে হল, তার সমালোচনা করেছেন শিক্ষাবিদ অচিন্ত্য বিশ্বাস।

অচিন্ত্যবাবু 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে জানিয়েছেন, "রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক প্রধান। পদাধিকার বলে তিনি রাজ্য সরকারের মুখ। বাজেট অধিবেশনে তিনি রাজ্য সরকারের বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁকে বিধানসভার অধ্যক্ষ আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। এদিন তিনি প্রধান ফটকের বাইরে গিয়ে দেখেছেন, দ্বার রুদ্ধ! অধ্যক্ষও উপস্থিত থাকেননি। দফতরেও আধিকারিকরা নেই! অন্য পথে গিয়ে কাউকে পেলেন না। এ রকম আশ্চর্য ঘটনা ভূ-ভারতে আর হয়নি।

অচিন্ত্যবাবুর কথায়, "রাজ্যপাল সম্পর্কে আপত্তিকর ব্যবহার পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থীদের একচেটিয়া ছিল। রাজ্যপাল ধরমবীর-কে অপমান দিয়ে শুরু। পরে বহু ঘটনায় রাজনৈতিক নেতাদের রাজ্যপাল বিরোধী বিকৃত অসহিষ্ণুতা দেখেছি। তবে এই ঘটনা সব সীমা অতিক্রম করেছে। রাজ্যপাল মাননীয় গোপালকৃষ্ণ গান্ধী-র সহায়তা নিয়ে আজকের মুখ্যমন্ত্রী বাম-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনা করেছেন। তখন রাজ্যপাল ভালো ছিলেন! এখনকার রাজ্যপাল মাননীয় ধনকর সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন। তিনি আইন জানেন। তাঁকে অপমান করা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। সর্বস্তরে আপত্তি জানানো দরকার।"

অচিন্ত্যবাবু এই সংবাদ সংস্থাকে লিখেছেন, "কেউ কেউ আছেন, যাঁরা বলছেন, রাজ্যপাল পদটি আলঙ্কারিক, তাঁর কী দরকার অতি সক্রিয়তা দেখানোর। সংবিধান কিন্তু রাজ্যপাল মহাশয়কে প্রচুর ক্ষমতা দিয়েছে। আর মাননীয় ধনকর এখন পর্যন্ত তাঁর এক্তিয়ারের বাইরে কিছু করেননি বা বলেননি। তাঁর সৌজন্যকে দুর্বলতা ভেবে যে স্তরের অসৌজন্য দেখাচ্ছেন রাজ্য সরকার তা চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক। এতে পশ্চিমবঙ্গের সম্মান হানি হচ্ছে।

নারী সুরক্ষায় কেজরি উদ্যোগ, সরকারি বাসে বসবে সিসিটিভি ও জিপিএস

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : দিল্লিতে নারী নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে তৎপর মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। সেই লক্ষ্যে এবার দিল্লি পরিবহন নিগমের (ডিটিসি) ৫৫০০টি বাসে বসানো হবে সিসিটিভি, জিপিএস। এর পাশাপাশি বাসের মধ্যেই থাকবে প্যানিক বোতাম।

বৃহস্পতিবার বিকেলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরবিন্দ কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, ডিটিসি এবং ক্লাস্টার সংস্থার বাসগুলির প্রতিটিতে থাকবে তিনটি সিসিটিভি, ১০টি করে প্যানিক বোতাম এবং জিপিএস। প্রাথমিক পর্যায় ১০০টি বাসে এইগুলি বসানো হবে। সাত মাসের মধ্যে সবকটি বাসকেই এই পরিষেবার আওতায় আনা হবে। সবকটি বাসের জন্য একটি কম্যান্ড সেন্টার গড়ে তোলা হবে। প্যানিক বোতাম টিপলেই সরাসরি সেই তথ্য কম্যান্ড সেন্টারে চলে যাবে। রাজ্য মন্ত্রিসভা ইতিমধ্যেই এই উদ্যোগকে ছাড়পত্র দিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানিয়েছেন, বাসের অবস্থান কোথায়, যাত্রীরা যাতে বাসের অবস্থান জানতে পারে, সেই জন্য বিশেষ অ্যাপ তৈরি করা হয়েছে। শীঘ্রই এই অ্যাপের উদ্বোধন হবে।উল্লেখ করা যেতে পারে হায়দরাবাদ কাণ্ড এবং উন্নাও কাণ্ডের পর দিল্লিতে মহিলাদের নিরাপত্তা দিতে তৎপর কেজরিওয়াল প্রশাসন।

শিল্পপতিরা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন, অভিযোগ মমতার

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিল্পপতিরা মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। বৃহস্পতিবার ইনফোকম-এর উদ্বোধনে গিয়ে এই অভিযোগ করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেন, শিল্পপতিদের সবসময় এজেন্সি জুজু দেখিয়ে থামিয়ে রাখা হচ্ছে।

কেন্দ্রের 'সর্বনাশা অর্থ-নীতি' নিয়ে সরব হয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, শিল্পক্ষেত্রকে পঙ্গু করে দিচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। বাড়ছে অনিশ্চয়তা। পাশাপাশি পেঁয়াজের মূল্যবৃদ্ধি

ছয়ের পাতায়

বাংলা ভাষাকে দেশের সর্বত্র বাঁচিয়ে রখতে চায় 'বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক গণ পরিষদ মঞ্চ'

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বংলা ভাষাকে দিতে হবে মর্যাদা উ বাংলা ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে দেশের সর্বত্র উ আমরা বাঙালি আমাদের ভাষা বাংলা উ তাই বাংলা ভাষাকে দেশের সর্বত্র বাঁচিয়ে রখতে চায় বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক গণ পরিষদ মঞ্চ উ আজ বৃহস্পতিবার কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে 'বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক গণ পরিষদ মঞ্চ' এমনটাই আর্জি জানায় ।

বাংলা ভাষাকে দেশের সর্বত্র মর্যাদা দেওয়ার পাশাপশি এনআরসি-বিরোধী সব রকম ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানায় 'বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক গণ পরিষদ মঞ্চ' ।'বঙ্গীয় সাংস্কৃতিক গণ পরিষদ মঞ্চ'-এর সভাপতি সুদীপ কুমার রায় বলেন , দেশে এনআরসি আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে ভীতি সঞ্চারের চেস্টা করা হচ্ছেউ এটা আমরা কিছুতেইহতে দেবনা উ এটা বাংলা বাংলায় এসব হলে আমরা ছেড়ে দেবোনা উ বাংলা ভাষাকে দেশের সর্বত্র আমাদের বাঁচিয়ে রখতে হবেউ বিভিন্ন পরীক্ষার খেতে বাংলা ভাষাকে বাধ্যতামূলক ভাষা করার আবেদন জানাচ্ছি'।

যা চলছে রাজ্যের গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ : আব্দুল মান্নান

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : রাজ্যপাল-রাজ্য বিতর্কে বিধানসভার অধ্যক্ষের জড়িয়ে পড়া ঠিক নয় বলে মন্তব্য করলেন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নান। বৃহস্পতিবার বিধানসভা থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন রাজ্যপাল। গেটের বাইরে সাংবাদিক সম্মেলন করলেন। সেই সময় বিধানসভা পৌঁছান বিরোধী দলনেতা। তাঁর সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করলেন রাজ্যপাল। তারপর রাজ্যপালকে গাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন বিরোধী দলনেতা। বিধানসভা থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন রাজ্যপাল। এরপর মান্নান বলেন, আমি চিকিৎসকের কাছে গিয়েছিলাম। পরে দেখলাম মোবাইলে বিধানসভায় রাজ্যপালের আসার বার্তা। মনে হল, বিরোধীয়দলনেতা হিসাবে আমার থাকাটা উচিত। আমি সৌজন্য দেখাতে এসেছি। রাজ্যপাল-সরকার এ রকম মতান্তর থাকা ঠিক নয়। কেবল এদেশে নয়, বিদেশেও বোধ হয় এ রকম হয় না। রাজ্যপাল না রাজ্য, কে ঠিক-বেঠিক, তা নিয়ে মন্তব্য করব না। তবে, যা চলছে রাজ্যের গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যের পক্ষে খারাপ। মান্নান বলেন, সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম কান্ডের সময়ে রাজ্যপাল গোপাল কৃষ্ণ গান্ধী আন্দোলনকারীদের মঞ্চে গিয়েছিলেন। কিন্তু তার জন্য বাম সরকার তাঁকে অসম্মান দেখাননি। তাঁকে শত্রু বলে চিহ্নিত করেননি। রাজ্যপাল ধনকর হেলিকপ্টার পাওয়া নিয়ে অভিযোগ করেছিলেন। এটা ঠিক, চন্দননগরের ঠাকুর দেখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টার নিতে পারেন। রাজ্যপাল হেলিকপ্টার চেয়েও পান না।

বিজেপির

আটের পাতার পর

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত প্রদেশ বিজেপির নেতা রামকৃষ্ণ ঘোষ প্রদীপ দত্তরায় কর্তৃক এ-ধরনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করেন। উপযাজকের মতো নিজেকে বাঙালি হিতৈষী না ভাবতে প্রদীপবাবুকে হুঁশিয়ারি দেন রামকৃষ্ণ ঘোষও। প্রদীপ দত্তরায় বিজেপির কোনও সদস্য নন, এমন-কি তাঁর সঙ্গে বিজিপি দলের কোনও সম্পর্কও নেই। জনসমক্ষে নিজেকে মহান করে তুলতেই বাস্তব ভিত্তিহীন এমন মন্তব্য করে তিনি অপরিপক্ক মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন বলেন ঘোষ। বলেন, বিজেপি বাঙালি-সহ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কৃষ্টি-সংস্কৃতি রক্ষার স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে বিজেপিই একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা বাঙালি জাতির অস্তিত্ব রক্ষার খাতিরে লড়াই করছে। বরাক উপত্যকায় সরকারি কাজে বাংলা ব্যবহার করা যাবে। এটা বিজেপির আন্দোলনের ফসল। সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদেশ বিজেপির প্রবক্তা রামকৃষ্ণ ঘোষ আরও বলেন, দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্যের মর্মার্থ না বুঝে প্রদীপবাবু উপযাজকের মতো বাঙালি হিতৈষী সাজার চেষ্টা করছেন। তাই বক্তব্যের মূল উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে বিকৃত করে নিজের মর্জিমতো উপস্থাপন করছেন অমিত শাহের বক্তব্য। ভবিষ্যতে এ-ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে প্রদীপবাবুকে হুঁশিয়ারি দেন প্রদেশ বিজেপির প্রবক্তা রামকৃষ্ণ ঘোষও।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বৃহস্পতিবার কলকাতার বাজারে পেঁয়াজের দাম ১৬০ টাকা

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স): বেলাগাম পেঁয়াজের দাম। পেঁয়াজের ঝাঁজে চোখে জল। পেঁয়াজের দর ১৮০ টাকা ছোঁয়ার আশঙ্কা। বৃহস্পতিবার কলকাতার বাজারে পেঁয়াজের দর ১৬০ টাকা কেজি। গতকাল পেঁয়াজের দাম ছিল ১৪০ টাকা কেজি।

মঙ্গলবার রাতে কলকাতায় পৌঁছেছিল ২১ ট্রাক পেঁয়াজ। বুধবার পাইকারি বাজারে এক বস্তা পেঁয়াজের দাম ছিল ৪,৮০০ টাকা। বুধবার রাতে কলকাতায় পৌঁছেছে মাত্র ১১ ট্রাক পেঁয়াজ। ফলে রাতারাতি জোগানের অভাবে পেঁয়াজের দাম কেজি প্রতি ২০ টাকা বেড়ে গেছে। তাই মানিকতলা বাজারের পর এবার কাঁকুরগাছি সহ উত্তর কলকাতার ৫টি বাজারের বিক্রেতারা আপাতত পেঁয়াজ বিক্রি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এদিকে কাঁকুরগাছির সুফল বাংলা স্টলে সরকারি ভর্তুকির পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫৯ টাকা কেজি। সুফল বাংলা স্টল থেকে সস্তায় পেঁয়াজ নিতে লম্বা লাইনও পড়েছে।

বুধবার দক্ষিণ কলকাতার কয়েকটি বাজারে কেজি প্রতি পেঁয়াজের দাম ১৪৫ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। আর এবার বৃহস্পতিবার শহরের বেশির ভাগ বাজারেই ১৫০ থেকে ১৬০ টাকা কেজি প্রতি ছুঁয়েছে পেঁয়াজের দাম। বিশেষ করে গড়িয়াহাট, লেক মার্কেট, সল্টলেক, রাজারহাট, যোধপুর পার্ক বাজারের বেশ কয়েক জন বিক্রেতা এই দামেই পেঁয়াজ বিক্রি করছেন। বাদ যায়নি মানিকতলা, হাতিবাগানের মত উত্তর কলকাতার নামী বাজারগুলোও।

গত দু'দিন কয়েকটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ১০০ টাকায় পেঁয়াজ বিক্রি করছিল। তবে এদিন সকাল থেকে প্রতি কেজি ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে পেঁয়াজ।এদিকে পাইকারি বাজারে কার্যত উধাও পেঁয়াজ। এমনকি মঙ্গলবার থেকে কমেছে পেঁয়াজের আমদানিও। কম আমদানির জেরে বাজারে পেঁয়াজের দামও বাড়ছে লাফিয়ে লাফিয়ে। রাজ্য সরকার 'সুফল বাংলা'য় নিজেরাই পেঁয়াজ কিনছে ১০২ টাকা কেজি দরে। তবে তা বিক্রি করা হচ্ছে ৫৯ টাকা কেজি দরেই।

নাসিক বা দক্ষিণের রাজ্য থেকে পেঁয়াজ কার্যত আসছেই না। বৃহস্পতিবার থেকে এই সঙ্কট আরও বেড়েছে। যদিও তার কয়েকদিন আগেই নাসিকের নতুন পেঁয়াজ কলকাতার বাজারে এসেছিল। তাই দাম কমবে বলেই মনে করা হচ্ছিল। তবে এখন বাজারে আমদানি কমে আসায় পেঁয়াজের দাম আরও বাড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। খোলাবাজারে পেঁয়াজ অগ্নিমূল্য। দাম উঠছে কেজি প্রতি ১৩০ থেকে ১৪০ টাকা। পাইকারি বাজারে পেঁয়াজ কার্যত উধাও। যেখানে পোস্তা পাইকারি বাজারে নাসিক সহ দক্ষিণের রাজ্যগুলো থেকে প্রতিদিন দশ থেকে পনেরো গাড়ি পেঁয়াজ আসে, মঙ্গলবার এসেছে মাত্র ছ'গাড়ি। আবার শিয়ালদহ বাজারে মাত্র এক গাড়ি পেঁয়াজ এসেছে। কম আমদানির জেরে খোলাবাজারে দামও উঠছে লাফিয়ে লাফিয়ে। পাইকারি বাজারে ৪০ কেজি পেঁয়াজের বস্তার দাম উঠেছে চার হাজার থেকে সাড়ে চার হাজার টাকা। অর্থাৎ একশো থেকে একশো তেরো টাকা কিলো। তাও পাওয়া যাচ্ছে না।

পোস্তাবাজার পেঁয়াজ মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশন ও শিয়ালদহের কোলে মার্কেট ট্রেডার ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই সঙ্কটের সঠিক বাখ্যা দিতে পারেনি। দুই সংগঠনের কর্তা অভিজিত বর্ধন ও দিলীপ রাউতের কথায়, 'কেন এই সঙ্কট, পরিষ্কার নয়। নাসিক বা দক্ষিণের রাজ্য থেকে পেঁয়াজ আসছেই না। বৃহস্পতিবার থেকে এই সঙ্কট আরও বেড়েছে। পরিস্থিতি সামাল দিতে কেন্দ্রীয় সরকার বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানির কথা বললেও তা এখনও হয়নি।

একদিনে বর্ধমানে কুইন্টাল প্রতি পেঁয়াজের দাম বাড়ল ৪০০ টাকা। মঙ্গলবারও যে পেঁয়াজ বিক্রি হয়েছে আশি টাকায় ,আজ পাইকারি বাজারে এক কেজি পেঁয়াজের দাম ১২০ টাকা। স্থানীয় বাজারে সেই পেঁয়াজই বিকোচ্ছে একশো চল্লিশ থেকে দেড়শো টাকায়। পেঁয়াজের আগুনে দামে মাথাব্যথা নেই বর্ধমানের সুকান্তপল্লির অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী অসীমকুমার মুখোপাধ্যায়রও। ৩০ বছর আমিষ খাবারের সঙ্গে পেঁয়াজ খাওয়া ছেড়েছেন। তাঁর সাফ কথা, পেঁয়াজ ছাড়াই যদি সুস্বাদু রান্না করা যায়, তাহলে সমস্যা কোথায় ?

রাগ কমাতে পেঁয়াজ বর্জনই ভাল। সব্জি, দুধ, ছানা, টক দই, সব্জি ফল খেয়ে দীর্ঘদিন সুস্থ ও নিরোগ থাকা যায়। বলছেন নিরামিষাশীরা। পেঁয়াজের দামে ভয় না পেয়ে তাই স্বাদে বদল আনার পক্ষে সওয়াল করছেন তাঁরা।

নতুন বছরের আগে দাম কমার সম্ভাবনা নেই পেঁয়াজের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নতুন বছরের আগে কোনও ভাবেই পেঁয়াজের দাম কমার সম্ভাবনা নেই। বৃহস্পতিবার একথা সাফ জানিয়ে দিলেন টাস্কফোর্স অফিসার কমল দে। পাশাপাশি বাইরের দেশ থেকে যদি পেঁয়াজ না আসে তাহলে এই দাম অব্যাহত থাকবে বলে মনে করছেন কমলবাবু।বৃহস্পতিবার শহরে পেঁয়াজের দাম ১৬০ টাকা প্রতি কেজি। যা কিনতে মূলত নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। এখন শুধুমাত্র পেঁয়াজ কাটলেই নয় পেঁয়াজ দেখলেও জল আসছে সাধারণ মানুষের চোখে। এই অবস্থায় টাস্ক ফোর্স অফিসার কমল দে জানান, 'যদি কেন্দ্র ব্যবস্থা না করে তবে দাম কমার কোনো সম্ভাবনাই নেই। জানুয়ারি মাসের আগে কোনও নতুন পেঁয়াজ আসবে না সুতরাং দাম কমার সম্ভাবনা প্রায় ক্ষীণ বললেই চলে।' মূলত রাজ্যে পেঁয়াজ উৎপাদন হয় ৫ লক্ষ মেট্রিক টন। কিন্তু সেখানে রাজ্যে পেঁয়াজের চাহিদা ৮ লক্ষ মেট্রিক টনের বেশি। অতএব পেঁয়াজের চাহিদায় ঘাটতি থেকেই যায়। বর্তমানে পেঁয়াজের যে সম্ভার রয়েছে তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেকটাই কম বলে জানান কমলবাবু। পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির পেছনে অবশ্যই তিনি সঠিকভাবে সংরক্ষণের অভাবকেই দায়ী করলেন। তিনি এই প্রসঙ্গে জানান, ২০১৪-১৫ সালে মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ নজর দিতে বলেছিলেন কিন্তু সেই ব্যবস্থা ঠিক করে না হওয়াও বর্তমানে পেঁয়াজের এই মূল্যবৃদ্ধির অন্যতম কারণ বলে তিনি মনে করেন।অন্যদিকে জ্যোতি আলু ২২ টাকা কেজি এবং চন্দ্রমুখি আলু প্রতি কেজিতে ২৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এই বিষয়টিকে দুর্ভাগ্য বলে আক্ষেপ করেন তিনি। জানান, প্রয়োজনের তুলনায় বেশি আলু মজুত রয়েছে হিমঘরে।

অপরদিকে মেয়র ফিরহাদ হাকিম এ বিষয়ে জানান, 'পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধির সমস্যা শুধুমাত্র বাংলা নয় বরং সমগ্র দেশেই হয়েছে। কেন্দ্র সরকারের অপদার্থতার কারণেই পেঁয়াজের এহেন দাম বেড়েছে।

অভিযোগ মমতার

পাচের পাতার পর

নিয়েও কেন্দ্রকে তোপ দাগেন মুখ্যমন্ত্রী। বলেন, "১ কেজি পেঁয়াজের দাম ১৪০ টাকা! কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই?" বাংলা এত কিছুর মধ্যেও যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে তার ইঙ্গিত দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এত কিছুর পরও বাংলায় শিল্পের আবহ রয়েছে। আইটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব খোলা হচ্ছে রাজারহাটে। পরিসর আরও বাড়ানো হবে।"

ইনফোকম-এর অনুষ্ঠানে মমতা বলেন, একজন তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে কত টাকা তুলবেন তাও ঠিক করে দিচ্ছে কেন্দ্র। ব্যাঙ্ক কী করবে তাও নিয়ন্ত্রণ করছে মোদি সরকার। এ কারণেই ক্রমাগত মুখ থুবড়ে পড়ছে দেশের অর্থনীতি ব্যবস্থা। এদিনের অনুষ্ঠানমঞ্চ থেকে মুখ্যমন্ত্রী শিল্পপতিদের বাংলায় আরও বেশি করে বিনিয়োগের আহ্বান জানান। ল্যান্ড ব্যাঙ্কের কথা উল্লেখ করে বলেন, বিনিয়োগকারীরা জমি পেতে পারেন এখান থেকেই।

আইন পুরসভার

তিনের পাতার পর

সে ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে'। তবে কলকাতা পৌরসভার অধীনে যে সমস্ত ছোট ছোট ক্লাব বা অনুষ্ঠান বাড়ি রয়েছে সেগুলি এই নিয়মের থেকে ছাড় পাবে বলেও এদিন জানান অতীন ঘোষ।

মহিলা কমিশনের

তিনের পাতার পর

করে অভিযুক্তউ বৃহস্পতিবার মা, বাবার সঙ্গে ট্রেনে রায়বরেলিতে যাওয়ার কথা ছিল ধর্ষিতারউ আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যউ চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন যে ওই নিগৃহীতার শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে।

ফসল

● প্রথম পাতার পর

কৃষকরা মূলত পাকা ধান কাটার কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়।

কিন্তু হাতির তাণ্ডবে এলাকার কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই দুর্বিষহের আকার ধারণ করছে। বুধবার রাতে চাকমাঘাটের চামপ্লাই গ্রামে একযোগে ৮টি বন্য দাঁতাল হাতির দল কৃষ্ণ তপন দাসের বাড়িতে হামলা চালিয়ে দুটি বসতঘর ভেঙে তছনছ করে দেয়। এছাড়াও একই এলাকার অন্যান্য কৃষকদের কৃষি ক্ষেত্রের পাকা ধানও লন্ডভন্ড করে নষ্ট করে দেয়। এলাকার মানুষজনের মধ্যে হাতির সন্ত্রাস আতঙ্ক। রাতের আঁধারে কখন যে কি ঘটে তা মূলত আগাম বলাটা মুশকিল সাধ্য ব্যাপার। এ ব্যাপারে এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত এক কৃষক ক্ষোভের সাথে জানান, বন্য হাতির খবর বনকর্মীদের দিলে তারা এসে হাতিগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে যায়। স্থায়ী কোনো সমাধান করতে ব্যর্থ বনকর্মী। বন্য হাতির তাণ্ডব ও ক্ষয়ক্ষতি পরিদর্শনে যান খোদ মহকুমা শাসক।

তবে দীর্ঘকাল ধরে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা কোনো সাহায্য সহায়তা পায়নি বলে অভিযোগ এলাকাবাসীদের। অপরদিকে অনেক ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের এক ব্যক্তি জানান, আগুন জ্বালিয়ে নিক্ষেপ করে বন্য হাতিগুলিকে বিতাড়িত করে গ্রামবাসীরা। তবে এভাবে কতদিন, এর স্থায়ী সমাধান কি, এসব কিছুই জানেনা এলাকার গ্রামবাসীরা। রাতের অন্ধকারে তাদের মধ্যে কেবল বন্য হাতির আতঙ্ক বিরাজ করছে।

শিবির

● প্রথম পাতার পর

ধলাই জেলা পঞ্চায়েত আধিকারিক হৈমন্তী রায়বর্মণ জানিয়েছেন, শান্তিরবাজার পঞ্চায়েতে বিজেপির পাঁচ সদস্য লিখিতভাবে অনাস্থা প্রস্তাব পাঠিয়েছেন। তাই পঞ্চায়েতের নিয়ম মেনে ১৫ দিনের সময় দিয়ে নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। তাতে অনাস্থার পক্ষে ভোটাভুটির দিনক্ষণ স্থির করা হয়েছিল। তিনি জানান, পঞ্চায়েত এক্সটেনশান অফিসার প্রবীর সাহাকে প্রিসাইডিং অফিসার করে পঞ্চায়েতে পাঠানো হয়েছে। আজ ওই অনাস্থা প্রস্তাবের বৈঠক হয়েছে। হৈমন্তী রায়বর্মণ জানিয়েছেন, প্রিসাইডিং অফিসার তাঁর কাছে বৈঠকের রিপোর্ট পাঠাবেন। তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

পঞ্চায়েতে এই জটিলতাকে ঘিরে বিজেপি-র প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে সিপিএমের চার সদস্য গতকাল বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন। সাথে তিনি জানিয়েছেন, শান্তিরবাজার পঞ্চায়েতে যে জটিলতা দেখা দিয়েছে তা খতিয়ে দেখতে দলের এক শীর্ষ নেতাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

পেঁয়াজের

● প্রথম পাতার পর

এআইসিসি দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে পি চিদম্বরম জানিয়েছেন, 'বুধবার রাত আটটা নাগাদ জেল থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছি আমি। কিন্তু, কাশ্মীর উপত্যকার ৭৫ লক্ষ মানুষের জন্য আমি উদ্বিগ্ন, গত ৪ আগস্ট থেকে তাঁদের আটক করে রাখা হয়েছে।' কাশ্মীরি নেতাদের আটক করা প্রসঙ্গে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'বিনা দোষে রাজনৈতিক নেতাদের আটক করা নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন।' একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'মন্ত্রী হিসেবে আমার সমস্ত রেকর্ড পরিষ্কারউ আমার বিবেকও একেবারে পরিষ্কার। যে সমস্ত অফিসাররা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, ব্যবসায়ীরা যাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, যে সমস্ত সাংবাদিকরা আমাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁরা সবাই আমাকে খুব ভালো করে জানেন।'

পরিষেবা

● প্রথম পাতার পর

দওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ওই ট্রেন দুপুর দুটার বদলে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় আগরতলা স্টেশন থেকে ছাড়বে। তিনি আরও জানান, আগরতলা-ধর্মনগর উভয়দিকে ও আগরতলা-শিলচর প্যাসেঞ্জার ট্রেন আজ বাতিল করা হয়েছে। তবে, সাব্রুম রুটে ট্রেন স্বাভাবিকভাবেই চলছে।

অবরোধকে ঘিরে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অবশ্য, এখনও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। আইএনপিটি সভাপতি বলেন, রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশকের সাথে বৈঠকে আশ্বস্ত করেছি, শান্তিপূর্ণ অবরোধ করবে আইএনপিটি। তাই, ওই অবরোধে পুলিশ বাধা দেবে না আশা প্রকাশ করেছেন তিনি।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

হাতে তুলে দিয়েছে। ধৃত দুই যুবককে আজ আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাদের জেল হাজতে পাঠান । ওই ছিনতাইয়ের চেষ্টার ঘটনায় ধর্মনগরজুড়ে রীতিমতো আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। এদিকে, এটিএমগুলিতে নিরাপত্তা রক্ষী না থাকার কারণে গ্রাহকরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন।

শিক্ষাবর্ষে

● প্রথম পাতার পর

সরকারী বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান যুক্ত করা হয়েছে এবং ১টি উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে উন্নিত করা হয়েছে।

যুব উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ৫ ডিসেম্বর ।। যুব বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে কাঞ্চনপুর মহকুমার অন্তর্গত জম্পুই ব্লকের অধীন ওয়াই এম এ হলে অনুষ্ঠিত হলো একদিনের যুব উৎসব। যুব উৎসব এ মোট পাঁচটি দল অংশগ্রহণ করে । ভাংমুন, ক্লাকসি, মোমফুই, সাবুআল গ্রাম থেকে একশ জন সাংস্কৃতিক শিল্পী অংশ নেয়। মিজো, চাকমা, রিয়াং এই তিনটি জনগোষ্ঠীর শিল্পীরা অংশগ্রহণ করে ব্লক ভিত্তিক এই যুব উৎসবে। এখান থেকে যারা নির্বাচিত হবে সেই সব শিল্পীরা উত্তর জেলার জেলা সদর ধর্মনগরে অংশগ্রহণ করবে।

অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি কেন্দ্রের

কলকাতা, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ছাড়পত্র দেওয়ার পর অনুপ্রবেশকারীদের তালিকা চেয়ে রাজ্য সরকারকে চিঠি পাঠাল কেন্দ্র।

রাজ্যে নাগরিকপঞ্জি চালু নিয়ে গত লোকসভা ভোটের সময় থেকেই বিজেপি-তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে তরজা শুরু হয়েছে। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা দেশের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অসমের মতো এ রাজ্যেও এনআরসি চালু করা হবে বলে ঘোষণা করেছিলেন।

প্রসূতি

● প্রথম পাতার পর

৬-টি রাজ্য হাসপাতাল, ৬-টি জেলা হাসপাতাল, ১২টি মহকুমা হাসপাতাল, ২২টি কমিউনিটি হেলথ সেন্টার, ১১৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র, ১,০০৫টি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে।

এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে চিকিৎসক-সহ সকলকেই দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্ষেত্রে যাতে কোনও প্রকার ঘাটতি না থাকে সে বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিটি স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে সিটিস্ক্যান-সহ যে-সমস্ত যন্ত্রপাতি রয়েছে সেগুলি সবসময় যাতে সচল থাকে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও হাসপাতালের জনঔষধী কেন্দ্রগুলিতে যাতে পর্যাপ্ত পরিমাণে ওষুধ মজুত থাকে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য সচিবকে নির্দেশ দেন।

সভায় জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধিকর্তা অদিতি মজুমদার জানান, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশন প্রকল্পে রাজ্যের প্রতিটি উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্র, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং কমিউনিটি হেলথ সেন্টারগুলিতে ৬৫ ধরনের চিকিৎসা পরিষেবা বিনামূল্যে প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও মা ও শিশুদের সুরক্ষার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের জননী ও শিশু সুরক্ষা প্রকল্পে মা ও শিশুদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবর্তী মহিলাদের বিনামূল্যে শিশুদের বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে গর্ভবর্তী মহিলাদের বিনামূল্যে আহার, ঔষধ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা, হাসপাতালে সন্তান প্রসবের ক্ষেত্রে পরিবহণ খরচ ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে।

এ-প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পটি সম্পর্কে মানুষ যাতে আরও বেশি করে জানতে পারেন তার জন্য এই প্রকল্পটিকে রাজ্যব্যাপী প্রচারে নিয়ে যেতে হবে। এই প্রকল্পের বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার তথ্য সংবলিত বড় বড় হোর্ডিং তৈরি করে প্রতিটি হাসপাতাল-সহ শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থানে লাগানোর জন্য নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি আশাকর্মীরা যাতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে গর্ভবর্তী মহিলাদের এ বিষয়ে সচেতন করতে পারেন সে বিষয়ে উদ্যোগ নিতে হবে।

সভায় আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা অদিতি মজুমদার বলেন, রাজ্যের প্রায় ২০ লক্ষ ৫৭ হাজার সুবিধাভোগী প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছেন। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ৭ লক্ষের অধিক সুবিধাভোগীকে ই-কার্ড প্রদান করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী জন অরোগ্য যোজনা কর্মসূচিতে রাজ্যের ৬২টি সরকারি এবং ২-টি বেসরকারি হাসপাতালকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই প্রকল্পে রাজ্যে এখন পর্যন্ত ৪৩ হাজার ৩৮০ জন রোগীকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে। আগামী ২০২২ সালের মধ্যে রাজ্যের সমস্ত উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিকে হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারে রূপান্তর করার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে বলেও মিশন অধিকর্তা সভায় জানান।

সভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যের প্রতিটি জেলা হাসপাতালে ই-হাসপাতাল পরিষেবা চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে। রক্তাল্পতার হার কমানো, ম্যালেরিয়া রোগ নিয়ন্ত্রণ, জননী সুরক্ষা যোজনা প্রকল্পের প্রচার-সহ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়নে যে সকল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলি নিয়মিত পর্যালোচনা করার জন্যও স্বাস্থ্য সচিবকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

পর্যালোচনা সভায় মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও মুখ্যসচিব মনোজ কুমার, মেডিক্যাল এডুকেশনের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব ঘোষ, ত্রিপুরা হেলথ সার্ভিসের ভারপ্রাপ্ত অধিকর্তা ডা. শুভাশিস দেববর্মা, পরিবার পরিকল্পনা দফতরের অধিকর্তা ডা. রজত দেববর্মা এবং আট জেলার মুখ্য চিকিৎসা আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন এবং আলোচনা করেন।

রাজ্যে ক্যাব'র

● প্রথম পাতার পর

তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, বিলটি বকলমে উপজাতিদের জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাঁর সাফ কথা, কোনও ছাড় চাই না। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল লাগু করা যাবে না।

এই বিল নিয়ে প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির কনভেনার পীযূষকান্তি বিশ্বাস বিজেপি এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করে বলেন, এখন তাঁরা রাজ্যগুলিকে জাতির ভিত্তিতে ভাগ করতে চাইছে। এডিসি এলাকা বিলের আওতার বাইরে রেখে অ-উপজাতিদের মধ্যে বিভেদের মানসিকতা সৃষ্টি করার অপচেষ্টা হচ্ছে। তিনি কটাক্ষের সুরে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করে দেওয়ার পাশাপাশি এখন জাতির ভিত্তিতেও রাজ্যগুলিকে ভাগ করতে চাইছে। তাদের এই উদ্দেশ্য দেশবাসীর জন্য ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে আসবে। তিনি বলেন, দেশবাসী এখন যথেষ্ট সচেতন। তাই এই বিলের বিরোধিতায় কেউ এক চুলও নড়বেন না বলে তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন।

এদিকে, উপজাতিভিত্তিক আঞ্চলিক দল আইএনপিটি সভাপতি বিজয় রাংখল সাফ জানিয়েছেন, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল এডিসি এবং অ-এডিসি এলাকায় কোনভাবেই লাগু হতে দেওয়া যাবে না। তাঁর বক্তব্য, শুধু এডিসি এলাকাকে ওই বিলের আওতার বাইরে রাখা উচিত হবে না। এতে অ-এডিসি এলাকায় এর মারাত্মক প্রভাব পড়বে। ফলে, এডিসি এলাকাও তাতে প্রভাবিত হবে।

রাজ্যে শাসকজোট আইপিএফটি বিলের বিরোধিতায় অবস্থান নিলেও উপজাতি এলাকাকে ছাড় দেওয়ার বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি দলের সভাপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী এনসি দেববর্মা। তিনি জানিয়েছেন, বিল পুরোটা অধ্যয়ন করে মন্তব্য করা সম্ভব।

অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর

কিছুটা অসুস্থ হয়ে পড়লে কার্তিকের শ্বশুরবাড়ির লোক কার্তিককে ডাক্তার দেখায় এবং গতকাল কার্তিকের শাশুড়ি কার্তিক ও কার্তিকের স্ত্রী অনুমতিকে নিয়ে এলাকায় নিজ বাড়িতে যায়। এবং রাত্রে একটা নাগাদ কার্তিকের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে কার্তিকের বাড়িতে জানায় পরবর্তী সময় কার্তিকের পরিবারের লোক পৌঁছার আগেই কার্তিকের মৃত্যু সংবাদ জানানো হয়। শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে কার্তিকের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় কার্তিকের পরিবারের পক্ষ থেকে কার্তিকের স্ত্রী ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে সঠিক তদন্তে দাবি জানিয়ে কৈলাসহর থানার দ্বারস্থ হয় তার পরিবার। অপরদিকে কার্তিকের এই অকাল মৃত্যুর জন্য কার্তিকের মামা ও মামাতো ভাই দায়ী বলে কার্তিকের স্ত্রী অনুমতি দাস ইরানি থানায় অভিযোগ করে।

কার্তিকের এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার খবর পেয়ে কৈলাসহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক চন্দ্র সাহা সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ প্রাথমিক অভিযোগ ও তদন্ত মূলে কার্তিকের মামাতো ভাই সৌভাগ্যকে গ্রেপ্তার করে। এ ব্যাপারে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক চন্দন সাহা জানিয়েছেন উভয়পক্ষের থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য জেলা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে ময়না তদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই প্রকৃত মৃত্যুর কারণ জানা যাবে।

বৃহস্পতিবার ত্রিপুরা থেকে বহিঃরাজ্যে যাওয়ার পথে ধর্মনগরে রেল থেকে আটক করা হয় সাতজন নাইজেরিয়ার নাগরিককে।

বিপিএলে এবার সলমন-ক্যাটরিনা, গ্ল্যামারাস উদ্বোধনে ''চ্যালেঞ্জ'' আইপিএলকে

পদ্মাপাড়ে এবার দুর্ধর্ষ বলিউডি শিহরণ! আইপিএলে বলিউড, হলিউড তারকাদের জাঁকালো উদ্বোধন দেখেছে ক্রিকেট বিশ্ব। বাংলাদেশের বিপিএলেও হৃতিক রোশনের মতো সুপারস্টার মঞ্চ মাতিয়ে গিয়েছেন। তবে মার্চের বিপিএলের উদ্বোধন ধারে-ভারে পাল্লা দিতে চলেছে আইপিএলকেও। আইপিএলে খরচ বাঁচানোর তাগিদে এবার জমকালো উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বাতিল করার কথা ঘোষণা করেছে বিসিসিআই। তবে অন্য পথেই হাঁটার ইঙ্গিত দিল বিপিএল। বলিউডি নাচ-গানের মশলাতেই অনুষ্ঠানের সূচনা গ্ল্যামারাস করে তোলার পথে বিপিএল-এর আয়োজক বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড।সালমান খান, ক্যাটরিনা কাইফ- এই দুই সেলেব্রিটি আসছেন ঢাকায় বিপিএলের উদ্বোধনে। জমজমাট উদ্বোধন রঙিন করে রাখার দায়িত্ব দুই বলিউড সেলেবের কাছে। সঙ্গে থাকছেন সোনু নিগম, কৈলাশ খেররাও। নক্ষত্রখচিত রাতে মিলেমিশে যাবে বাইশ গজের যুদ্ধ আর রুপোলি পর্দা। সবমিলিয়ে, বাংলাদেশে এখন থেকেই উত্তেজনা তুঙ্গে।মাঝে মাত্র কয়টা দিন। তারপরই শুরু হয়ে যাবে বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল)। ১১ ডিসেম্বর মিরপুর শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে শুরু হবে ময়দানি লড়াই। তার আগে ৮ ডিসেম্বর হবে বিপিএল উদ্বোধন। অতীতের সমস্ত সংস্করণকে ছাপিয়ে যেতে চলেছে এবারের উদ্বোধন। বলা হচ্ছে এমনটাই। মাঠে হাজির থেকে বিপিএলের উদ্বোধন ঘোষণা করবেন ক্রিকেটপ্রেমী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।বিপিএল বোধনকে ঘিরে মিরপুরে এখন সাজো সাজো রব। বিয়ে বাড়ির মতো সেজে উঠেছে ''হোম অফ ক্রিকেট।'' বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি) সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন আগেই ঘোষণা করেছিলেন, এবারের বিপিএল বোধন হবে অন্য যে কোনওবারের চেয়ে সেরা। কারণ, এবারের বিপিএলের সঙ্গে যে জড়িয়ে আছেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান স্বয়ং! ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জের টুঙ্গি পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন বাংলাদেশের স্থপতি। সেই হিসেবে ২০২০-এর ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধু-র জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন করা হবে। এই উপলক্ষে দেশজুড়ে থাকছে একাধিক অনুষ্ঠান। যে অনুষ্ঠানের শরিক থাকবে এবারের বিপিএল-ও। পুরো অনুষ্ঠান ২০২১ সালের ১৭ মার্চ অবধি।ক টেস্ট খেলেই বিদায়! ইডেনে বিকাশের যন্ত্রণার শরিক হবেন শচীন-সৌরভও৮ ডিসেম্বর বিপিএল বোধনের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের কাউন্টডাউন শুরু হয়ে যাবে। এরই মাঝে বিসিবির তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কোন নক্ষত্ররা পারফর্ম করছেন। সবচেয়ে বড় আকর্ষণ হতে চলেছে বলিউডের ''ভাইজান'' খ্যাত সালমান খানের উপস্থিতি। বিপিএলে এবারই তাঁকে প্রথমবারের মতো দেখা যাবে। সল্লু ভাইয়ের সঙ্গে থাকবেন গ্ল্যাম-গার্ল ক্যাটরিনা কাইফ। যদিও এর আগেও তাঁকে বিপিএল মঞ্চে দেখা গিয়েছিল।একদিকে সালমান-ক্যাটরিনা মঞ্চ কাঁপাবেন, অন্যদিকে বাংলাদেশের সঙ্গীত জগতের দুই মহাতারকা জেমস ও মমতাজ সুরের ঝঙ্কার তুলবেন। এই দু-জনের সঙ্গে সুরের জগতের দুই বেতাজ বাদশা ভারতের সোনু নিগম ও কৈলাশ খের। বোঝাই যাচ্ছে, নাচ-গানে ভরপুর এক অনুষ্ঠান উপহার দিতে চলেছে বিপিএল-এর উদ্বোধন।হাসিনাকে জানানো উচিত ছিল শাকিবের, সাফ জানাচ্ছেন বাংলাদেশের মন্ত্রীতবে দর্শকদের জন্য কিছুটা দুঃসংবাদই দিয়েছেন বিসিবি সভাপতি। কারণ খুব বেশি হলে হাজার পাঁচেক দর্শক টিকিট কেটে বিপিএল বোধন দেখতে পারবেন। বাকিদের টিভি পর্দায় চোখ রাখা ছাড়া উপায় নেই। কেন দর্শকদের বেশি টিকিট দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না? এর ব্যাখ্যা দিয়ে নাজমুল হাসান প্রচারমাধ্যমকে বলেছেন, ''অনুষ্ঠানে খুব সীমিত সংখ্যক দর্শককে জায়গা দেওয়া সম্ভব হবে। মঞ্চের পিছন কিংবা সামনেও দর্শকদের রাখা যাবে না। মাঠের ভিতরে পিচ নষ্ট হতে পারে-তাই ঝুঁকি নিতে যাবে না। ভিআইপিদের জন্য নির্দিষ্ট কিছু চেয়ার মাঠে মঞ্চের দু-পাশে থাকবে। যা হিসেব করা হয়েছে, তাতে আট হাজারের বেশি দর্শককে জায়গা দেওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। আমাদের কাউন্সিলর, ক্লাব, স্পন্সর, সরকারি বিভিন্ন সংস্থাকে দিতে হবে। এসব দিয়ে হাজার পাঁচেক টিকিট দর্শককে দিতে পারব।''বঙ্গবন্ধুর নামে বিশেষ এই বিপিএলে থাকছে না কোনও ফ্রাঞ্চাইজি। পুরো আয়োজনের দেখভাল করছে বোর্ড। বোর্ডের কর্তাব্যক্তিদের হাতেই থাকছে দলগুলোর দায়িত্ব। এরই মাঝে দলগুলো অনুশীলন শুরু করে দিয়েছে। এখন শুধু মাঠে বল গড়ানোর অপেক্ষায় বিপিএল।

রুমাল নিয়ে ম্যাজিক দেখিয়ে সেলিব্রেশন বোলারের

পার্ল: ক্রিকেট বা ফুটবল মাঠে সেলিব্রেশনের ধরণ এখন অনেক পালটে গিয়েছে। বাইশ গজ এবার সেলিব্রেশনের সাক্ষী থাকল অন্য ধরণের। উইকেট নেওয়ার পর রুমাল নিয়ে ম্যাজিক করে দেখালেন দক্ষিণ আফ্রিকান বোলার তাবরেজ শামসি।দক্ষিণ আফ্রিকার মানসি সুপার লিগে পার্ল রকের হয়ে খেলছেন প্রোটিয়া এই স্পিনার। বুধবার এই লিগে ডারবান হিটের ডেভিড মিলারের উইকেট নিয়ে অভিনব সেলিব্রেশন করেন শামসি। মিলারের উইকেট নেওয়ার পর পকেট থেকে রুমাল বের করে তার ম্যাজিক দেখানে প্রোটিয়া এই রিস্ট স্পিনার। পকেট থেকে লাল রুমাল বের করে তা ''ম্যাজিক ট্রিক'' করে দেখান শামসি।সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিও রীতিমত ভাইরাল হয়। এ নিয়ে শামসির বক্তব্য, ''আমি সব সময় বিভিন্ন জিনিস নিয়ে ম্যাজিক করতে ভালোবাসি। ১৫-১৬ বছর বয়সে আমি ম্যাজিসিয়ন হতে চেয়েছিলাম। সুতরাং এখন আমার হবি বলতে পারেন।''ছোট থেকেই ম্যাজিকের প্রতি টান ছিল চায়নাম্যান প্রোটিয়া বোলারের। শামসি বলেন, ''ছোটবেলা থেকেই ম্যাজিক নিয়ে আমার আগ্রহ ছিল। কিন্তু ক্রিকেটকে প্রাধান্য দিই। তবে মাঠে এন্টারটেন্ট করাটা আমার অভ্যাস। এটা আমি উপভোগ করি। এর মধ্যেই আমি মাঠে সেরাটা দিতে চাই।''এটা প্রথমবার নয়, এর আগেও সেলিব্রেশনে নজর কেড়েছেন শামসি। চলতি বছরে ভারতের বিরুদ্ধে টি-২০ সিরিজে শিখর ধাওয়ানের উইকেট নিয়ে এক পায়ের জুতো খুলে ফোন করেছিলেন ২৯ বছরের এই প্রোটিয়া স্পিনার। বুধবার ডারবান হিটের বিরুদ্ধে চার ওভারে ৩৭ রান দিয়ে দু''টি উইকেট নেন শামসি।

PNIeT No:-08/EE/DWS/AGT-II/2019-20

Single bid percentage rated e-tenders are invited for the following work :

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Time for completion	Date of publishing Bid	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online Techinical bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	Construction of 4(four) Nos. SBDTW (150 X 100 mm) along with Installation of pump set, laying of pipeline distribution system etc. at Datta para & Tila Mura at Belabar G.P and Nowa Mura & Maij para at Charipara GP along with Installation of pump set, laying of pipeline distribution system etc. under Dukli R.D.Block within the jurisdiction of DWS Sub-Division, Badharghat during the year 2019-20 under NRDWP Scheme. **DNIeT No.38/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20**	Rs. 12,35,714.00	Rs. 12,357.00	120 Days	30.11.2019	Upto 15.00 Hrs on 23/12/2019	The Executive Engineer, DWS Division, Agartala-II, Tripura west at 16:00 Hrs on 23/12/2019(If possible)	https:tripuratenders.gov.in.	Appropriate Class/Category as per NIe-T
2	Construction of 4(four) Nos. SBDTW (150 X 100 mm) along with Installation of pump set, laying of pipeline distribution system etc. at Barchatal & Gabtali at Fultali G.P and Paler Khamer & Dindayal West Para at Bikramnagar GP along with Installation of pump set, laying of pipeline distribution system etc. under Dukli R.D.Block within the jurisdiction of DWS Sub-Division, Badharghat during the year 2019-20 under NRDWP Scheme. **DN IeT No.39/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20**	Rs. 12,35,714.00	Rs. 12,357.00	120 Days					
3	Construction of 4(four) Nos. SBDTW (150 X 100 mm) along with Installation of pump set, laying of pipeline distribution system etc. at 9 Card & Shiva Brata Para at Suryamaninagar G.P and Sukanta Palli & Gul Tilla at Bagmara GP along with Installation of pump set, laying of pipeline distribution system etc. under Dukli R.D.Block within the jurisdiction of DWS Sub-Division, Badharghat during the year 2019-20 under NRDWP Scheme. **DNIeT No.40/DNIeT/EE/DWVAGT-II/2019-20**	Rs. 12,35,714.00	Rs. 12,357.00	120 Days					
4	Construction of 2(Two) Nos. SBDTW (150 X 100 mm) along with Installation of pump set, laying of pipeline distribution system etc. at Datta Para & Khudiram Colony at Mahishkhola G.P along with Installation of pump set, laying of pipeline distribution system etc. under Dukli R.D.Block within the jurisdiction of DWS Sub-Division, Badharghat during the year 2019-20 under NRDWP Scheme.**DNIeT No.41/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20**	Rs. 6,17,858.00	Rs. 6,179.00	90 Days					
5	Drinking water supply arrangement at Sibram Thakur Para, Purba Noabadi VC and Lahar Ch. Para, fiamchandranagar VC under NRDWP Scheme/SH:Construction of 2 (Two) Nos. SBDTW Scheme size (150 mm X 100 mm) along with Installation of pump **set** including laying of distribution system etc. under Mandwi R.D.Block within the Jurisdiction of PWD (DWS) Sub-Division Mandwi during the year 2019-20 **DNIeT No.42/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20**	Rs. 6,83,130.00	Rs. 6,831.00	90 Days					
6	Drinking water supply arrangement at Adarini Tea garden & Adarini Tea garden near factory of Debendra Nagar GP and Manipuri Basti of uttar Lembucherra GP under NRDWP Scheme/SH: Construction of 3 (Three) Nos. SBDTW Scheme size (150 mm X 100 mm) along with Installation of pump set including laying of distribution system etc. under Bamutia R.D.Block within the Jurisdiction of PWD (DWS) Sub-Division Mohanpur during the year 2019-20 **DNIeT No.43/DNIeT/EE/DWS/AGT-II/2019-20**	Rs. 9,78,647.00	Rs. 9,786.00	120 Days					
67	Drinking.water supply arrangement at Braja Binodinipur (Paschim para) of Mantala GP, of Mohanpur R.D.Block and Ramchandra para of uttar Bodhjung Nagar VC, of Lefunga R.D.Block under NRDWP Scheme/SH: Construction of 2 (Two) Nos. SBDTW Scheme size (150 mm X 100 mm) along with Installation of pump set including laying of distribution system etc. within the Jurisdiction of PWD (DWS) Sub-Division Mohanpur during the year 2019-20 **DNIeT No.44/DNIeT/EE/DWVAGT-11/2019-20**	Rs. 6,27,093.00	Rs. 6,271.00	90 Days					

All details can be seen in the office of the undersigned.
NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.gov.in
For details please visit www.tripuratenders.gov.in or office of the undersigned.
For and on belicaf of the Governor of Tripura.

ICA/C-1829/2019-20

(Er. A. Debnath)
Executive Engineer
DWS Division, Agt-II, Agartala

সুন্দরও পরিচ্ছন্ন ত্রিপুরা এবং আমাদের সংকল্প একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকমুক্ত ত্রিপুরা।

কোন যন্ত্রণায় টিভিতে ক্রিকেট দেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন অশ্বিন?

ওভারের ক্রিকেটের দল থেকে বাদ পড়া। ক্রমাগত চোট-আঘাত। এই দুইয়ের কারণেই একসময় আগের মতো ক্রিকেট উপভোগ করছিলেন না ভারতের অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। টিভিতেও দেখতেন না ক্রিকেট।নিজেই জানালেন সেই কথা।মুম্বইয়ের এক দৈনিকে অশ্বিন বলেছেন, ''আমি প্রত্যেক দিন খেলায় ডুবে থাকতে ভালবাসি। কিন্তু সাদা বলের ক্রিকেট থেকে বাদ পড়া ও চোট-আঘাতের কারণে একসময় ক্রিকেট খেলার আনন্দই হারিয়ে বসেছিলাম। যা আমার ক্ষেত্রে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছিল। আমি এমনকী, টিভিতেও খেলা দেখতাম না। আসলে ক্রিকেট উপভোগ করছিলাম না একদম। সৌভাগ্যবশত, সেই সময় কাটিয়ে উঠেছি এখন।''দুই রিস্ট স্পিনার যুজবেন্দ্র চহাল ও কুলদীপ যাদবের উত্থানের ফলে ওভারের ফরম্যাট থেকে ক্রমশ হারিয়ে গিয়েছিলেন অশ্বিন ও রবীন্দ্র জাডেজা। এর মধ্যে বাঁ-হাতি স্পিনার জাডেজা অবশ্য ওয়ানডে ক্রিকেটে ফিরে এসেছেন দলে। ইংল্যান্ডে কয়েক মাস আগে ৫০ ওভারের বিশ্বকাপেও খেলেছেন তিনি। কিন্তু অশ্বিন এখনও নীল জার্সি চাপাতে পারেননি শরীরে। তবে চেন্নাইয়ের অফস্পিনার আশা ছাড়ছেন না। আইপিএলে ভাল পারফরম্যান্সের জোরে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে জায়গা করতে চান তিনি।আর এই লক্ষ্যে যুবরাজ সিংহ হয়ে উঠছেন তাঁর প্রেরণা। অশ্বিন বলেছেন, ''প্রত্যেকের কাছেই টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের দলে আসা বাস্তবসম্মত একটা লক্ষ্য। কে বিশ্বকাপে দেশের হয়ে খেলতে চায় না? ২০১৪ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ফিরে এসেছিল যুবরাজ সিংহ। ২০১৭ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও খেলেছিল ও। আর আমার বয়স তো সবে এখন ৩৩। একজন স্পিন বোলার হিসেবে আমি যদি ফিট থাকতে পারি, শেখার রাস্তায় থাকতে পারি, উন্নতি করতে পারি, তবে অভিজ্ঞতার জোরে আইপিএলে সফল হতেই পারি। আর কুড়ি ওভারের ফরম্যাটে কিন্তু অভিজ্ঞতা কাজে আসে।

'বিরাট ধারাবাহিক হলেও সচিনের মানের নয়''

লাহোর: ভারতের এক নম্বর পেসার নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের পর এবার এক নম্বর ব্যাটসম্যানকে নিয়ে নিজের মতামত জানালেন আব্দুল রজ্জাক। বিরাট কোহলি ধারাবাহিক হলেও কিংবদন্তি সচিন তেন্ডুলকরের ক্লাসের নয় বলে জানান প্রাক্তন পাক অল-রাউন্ডার।বুধবারই আইসিসি-র টেস্ট ব্যাংকিংয়ে ব্যাটসম্যানদের মধ্যে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছেন কোহলি। অজি ব্যাটসম্যান স্টিভ স্মিথকে সরিয়ে ফের এক নম্বর জায়গায় ফিরে এসেছেন ভারত অধিনায়ক। সদ্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৭০তম সেঞ্চুরি করে সচিনের ঘাড়ে নিঃশ্বাস ফেলছেন কোহলি। লিটল মাস্টারের রেকর্ড ভাঙার ক্ষেত্রেই কোহলিকেই এগিয়ে রেখেছেন প্রাক্তনদের অনেকেই।সদ্যসমাপ্ত ইডেনে পিঙ্ক বল টেস্টে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক ডে-নাইট টেস্টে ১৩৬ রানের অনবদ্য ইনিংস খেলার সুবাদে কোহলি ৯২৮ রেটিং পয়েন্টে পৌঁছে যান। সেখানে আগের ব্যাংকিং তালিকায় স্মিথের রেটিং পয়েন্ট ছিল ৯৩১। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সদ্য দুই টেস্টের সিরিজে ব্যাট হাতে বিশেষ কিছু করে দেখাতে না-পারায় অজি তারকাকে খোয়াতে হয় ৮ পয়েন্ট। ফলে এই মুহূর্তে স্মিথের সংগ্রহে রয়েছে ৯২৩ রেটিং পয়েন্ট। স্বাভাবিকভাবেই স্মিথকে ৫ পয়েন্টে পিছনে ফেলে এগিয়ে যান বিরাট।বিরাট সম্পর্কে প্রাক্তন অল-রাউন্ডার রজ্জাকের মন্তব্য, ''বিরাট কোহলি রানের পর রান করে যাচ্ছে। ধারাবাহিকভাবে ও দারুণ সফল। কিন্তু আমি বিরাটকে সচিনের ক্ল্যাসে রাখতে পারব না। কারণ সচিন অন্য জাতের ক্রিকেটার।''শুধু তাই নয়, বর্তমানে ক্রিকেটের মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন রজ্জাক। প্রাক্তন এই পাক অল-রাউন্ডার বলেন, ''১৯৯২ থেকে ২০০৭ পর্যন্ত আমরাা যে বিশ্বমানের প্লেয়ারদের সঙ্গে খেলেছি, এখন তা নেই। টি-২০ ফর্ম্যাট ক্রিকেটে অনেক পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু এখানে ব্যাটিং, বোলিং ও ফিল্ডিং কোনওটাতেই গভীরতা নেই। সব ক্ষেত্রেই এটা বেসিক।পাকিস্তানের হয়ে ৪৬টি টেস্ট, ২৬৫টি ওয়ান ডে এবং ৩২টি টি-২০ ম্যাচ খেলেছেন। ২০০৩ বিশ্বকাপে রজ্জাককে মিড-অফে দাঁড় করিয়ে সচিনে বোলিং করছিলেন ওয়াসিম আক্রম। ঠিক ওই জায়গাতেই ক্যাচ তোলেন সচিন। কিন্তু রজ্জাক নিজের জায়গা ছেড়ে এগিয়ে আসায় সচিনের ক্যাচ ধরতে পারেননি। রজ্জাকের এই ক্যাচ মিস নিয়ে আক্রমের বক্তব্য তরুণদের কাছে অনুপ্রেরণা। হতাশ আক্রম চিতকার করে রজ্জাককে বলেছিলেন, ''তুই কার ক্যাচ ছাড়লি জানিস?''

দীর্ঘদিন পরে লাল-হলুদ তাঁবুতে এসে নস্টালজিক ট্রাউ এফসি-র কোচ ডগলাস

সেই ইস্টবেঙ্গল মাঠ। জার্সিতে সেই লাল-হলুদ রং। বল পায়ে ডগলাস দ্য সিলভা। এক মুহূর্তে ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে যাওয়া বছর পনেরো আগে। টুকরো টুকরো সেই সব মুহূর্তগুলো স্মৃতির পথ ধরে ফিরে এল....ফুটবলার ডগলাস এখন কোচ। তবু তাঁকে দেখে বোঝার উপায় নেই যে বয়স বেড়েছে। আই লিগের নতুন দল ট্রাউ এফসির হয়ে কোচিং করাচ্ছেন ডগলাস দ্য সিলভা। ১১ ডিসেম্বর মোহনবাগান আর ১৪ ডিসেম্বর ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ম্যাচ ট্রাউয়ের।
টানা দুটি অ্যাওয়ে ম্যাচের অনেক আগেই শহরে এসে গিয়েছে মণিপুরের দলটি।বুধবার সকালে কোচ ডগলাসের অধীনে ইস্টবেঙ্গল মাঠে অনুশীলন সারল ট্রাউ। দীর্ঘদিন বাদে লাল-হলুদ তাঁবুতে এসে নস্টালজিক হয়ে পরলেন। প্র্যাকটিস শেষে তাই ইস্টবেঙ্গলের জিমেও একবার ঢুঁ মেরে গেলেন ডগলাস। ফুটবলার জীবনে ডার্বিতে কখনও হারেননি। তাইতো ডগলাস মানেই এ শহরের কাছে যেন অন্য আবেগ। লাল-হলুদ সমর্থকদের কাছে এক অন্য ভালোবাসা।

Agartala Municipal Corporation
P.W. Division No-IV.
PNIeT -06/E.E/Div.-IV/AMC/2019-20 Date : 04/12/2019

	Name of the work DNIT NO.	Estimated cost	Earnest Money	Time of Completion	Last date & time document down-loading and bidding	Time and date of opening of bid	Document down-loading and bidding application	Class of bidder
1	Proposed Const. work for CC road from H/O Susil Das to Jamtala main road under ward no - 10 AMC(3rd Call) **DRAFT NIe-T No: 01/DIV-IV/AMC/2019-20**	Rs. 1,59,223	Rs. 5,052	30(thirty) days	21/12/2019 15:00 Hours	21/12/2019 16:00 Hours (If Possible)	http://tripuratgenders.gov.in	Appropriate Class
2	Const. of Drain with mtc of RC slab from Motor Stand to Math Chowmuhani Bazar Northern side to main road under AMC(4th Call) **DRAFT NIe-T No: 03/DIV-IV/AMC/2019-20**	Rs. 1,59,223	Rs. 1,592	30(thirty) days				
3	Replacement of new RCC slabs in place of old/damaged slabs at west side gali road of Prachyabharti school under ward no : 23/AMC(4th Call) **DRAFT NIe-T No: 04/DIV-IV/AMC/2019-20**	Rs. 1,36,222	Rs. 1,362	30(thirty) days				

Ohter necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer, P.W. Div-IV, AMC at city centre 4th Floor in the office hour.
NB : This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website https://tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV.
Agartala Municipal Corportaion

Subject: INVITING QUOTATION FOR PRINTING AND SUPPLY OF COMMENDATION CERTIFICATES FOR Dr. B.R. AMBEDKAR MERIT AWARD — 2019.

Sealed Quotations are invited for Quotation for printing and supply of certificates. The terms and conditions are as follows:

1.The sealed quotations are to be submitted in prescribed format duly stamped and signed and dated on each page. Details/supporting documents wherever applicable, if attached with the quotation should be dully authenticated by the bidder/s.

2.The sealed quotations duly subscribed, **"Quotation for printing and supply of certificates",** should be addressed to the Director, Directorate for Welfare of SCs, Gurkhabasti, Agartala by registered post/ speed post/ or by dropping in the tender box placed at 2nd floor of the Directorate and should reach on or before **13/12/2019 by 3:00 P.M.**

3.Quotations received after the stipulated date and time shall not be entertained. The Department shall not be liable for any postal delays what so ever and quotations received after the stipulated time/date are liable io be rejected summarily without giving any reason.

4.Total 8000 commendation certificates will be printed for distribution among SC meritorious students in connection with Dr. B.R. Ambedkar Merit Award — 2019. A sample copy of certificate may also see in the office website: scwtripura.com. The rate should be quoted both in figures and words. Total No. of certificate is subjected to increase / decrease.

5.Quotations will be opened on the same date in presence of the bidders if possible for finalizing this same.

6.The Department deserves the right to cancel or modify the Quotation without any reason.

7. For any details/clarifications, **Director, Office of the Directorate for Welfare of SCs, Gurkhabasti, P.N. Complex, Agartala, (Tel. No. 0381-232 3363/ 232 414)** may be contacted.

ICA/C-1834/2019-20

Director
Directorate for Welfare of SCs
Tripura, Agartala

NB : Notice Board for Display.

সুপ্রিম কোর্টের জামিন-শর্ত লঙ্ঘন করেছেন পি চিদম্বরম : প্রকাশ জাভড়েকর

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): জামিন পেয়েই স্বমহিমায় প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমঊ আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় (ইডি-র মামলা) পি চিদম্বরমকে জামিন প্রদান করেছে সুপ্রিম কোর্টঊ কিন্তু, একাধিক শর্ত দিয়ে জামিন মঞ্জুর করেছে সর্বোচ্চ আদালত। জামিন পাওয়ার পরবর্তী দিনই, বৃহস্পতিবার অর্থনীতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেছেন পি চিদম্বরম।

এমনকি মন্ত্রী হিসেবে নিজেকে 'সার্টিফিকেট'-ও দিয়েছেন প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতাঊ বিজেপির দাবি, জামিন-শর্ত লঙ্ঘন করেছেন চিদম্বরম।

বৃহস্পতিবার সাংবাদিক সম্মেলনে একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'মন্ত্রী হিসেবে আমার সমস্ত রেকর্ড পরিষ্কার।

আমার বিবেকও একেবারে পরিষ্কারঊ যে সমস্ত অফিসাররা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, ব্যবসায়ীরা যাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, যে সমস্ত সাংবাদিকরা আমাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁরা সবাই আমাকে খুব ভালো করেই জানেন।' পি চিদম্বরমের এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে বিজেপির দাবি, সুপ্রিম কোর্টের জামিন-শর্ত লঙ্ঘন করেছেন পি চিদম্বরমঊ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভড়েকর বলেছেন, 'প্রথম দিনই জামিন-শর্ত লঙ্ঘন করেছেন পি চিদম্বরমঊ জামিনের শর্ত হিসেবে আদালত জানিয়েছে, এই মামলায় (আইএনএক্স মিডিয়া মামলা) প্রকাশ্যে কোনও বিবৃতি না দেওয়ার জন্য।

কিন্তু, চিদম্বরমজি আজ বলেছেন মন্ত্রী হিসেবে তাঁর রেকর্ড খুবই পরিষ্কার।

প্রসঙ্গত, বুধবার শর্তসাপেক্ষে পি চিদম্বরমকে জামিন প্রদান করেছে সর্বোচ্চ আদালত।

শর্ত অনুযায়ী-শীর্ষ আদালতের কাছ থেকে অনুমতি না নিয়ে বিদেশে যেতে পারবেন না প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতাঊ এছাড়াও তথ্য-প্রমাণ নষ্ট এবং সাক্ষীদের প্রভাবিত করতে পারবেন না তিনিঊ এখানেই শেষ নয়, আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় প্রেস সাক্ষাতার অথবা প্রকাশ্যে বিবৃতি দিতে পারবেন না তিনি।

ফের পিছিয়ে গেল খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের শুনানি

ঢাকা, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট কেলেঙ্কারির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের শুনানি বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টে স্থগিত রাখা হয়েছে। বিএনপি নেতার স্বাস্থ্যের বিষয়ে বিরোর্ট দাখিল করতে প্রশাসন আরও সময় চেয়েছে বলে আদালতকে জানিয়েছে। আদালত আগামী ১১ ডিসেম্বরের মধ্যে খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। জামিন আবেদনের পরবর্তী শুনানি হবে ১২ ডিসেম্বর। বিচারপতি সৈয়দ মাহমুদ হুসেনের নেতৃত্বে সুপ্রিম কোর্টের ছয় সদস্যের আপিল বেঞ্চ এই আদেশ জারি করেছেন। উল্লেখ্য, গত ২৮ নভেম্বর শীর্ষ আদালত খালেদা জিয়ার জামিন আবেদনের বিষয়টি ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্থগিত রেখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় ও হাসপাতালকে বিএনপির নেতার স্বাস্থ্যের বিষয়ে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ জারি করেছিল। এর আগে হাইকোর্ট খালেদা জিয়ার জামিন আবেদন খারিজ করে দেয়। পরবর্তীকালে, তাঁর আইনজীবী সুপ্রিম কোর্টের আপিল বেঞ্চে একটি আবেদন জানান।

বৃহস্পতিবার আগরতলায় রাজভবনে বাংলাদেশ সহকারী হাই কমিশনার কিরিটি চাকমা রাজ্যপাল রমেশ বৈশের সাথে সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপিতে সহ-সভাপতির পদ ছেড়ে ডিএমকে-তে যোগ আরাসাকুমারের

চেন্নাই, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : তামিলনাডুতে বড় ধাক্কা বিজেপির। ডিএমকে যোগ দিলেন দলের রাজ্য সহ-সভাপতি বি টি আরাসাকুমার। বৃহস্পতিবার দলের প্রধান কার্যালয় আরিভালায়মে সভাপতি এমকে স্ট্যালিনের উপস্থিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে ডিএমকে যোগ দেন তিনি।

ডিএমকে-তে যোগ দেওয়ার ইঙ্গিত কয়েকদিন আগেই দিয়েছিলেন বি টি আরাসাকুমার। পয়লা ডিসেম্বর পুদুকুট্টিতে এক বিয়ের অনুষ্ঠানে তিনি স্ট্যালিনের প্রশংসা করে তাঁকে দাক্ষিণাত্যের কিংবদন্তি রাজনীতিবিদ এমজিআরের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। পাশাপাশি তামিলনাডুর মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগাম শুভেচ্ছাও জানিয়েছিলেন। এরপরেই রাজ্য বিজেপি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে নিন্দায় সরব হয়। এমন দলের তরফ থেকে তাঁকে শো-কজও করা হয়।

উন্নাও-এ ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা, পুলিশের জালে ৫ জন অভিযুক্ত

উন্নাও, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): তেলেঙ্গানায় তরুণী পশু চিকিতককে গণধর্ষণ ও পুড়িয়ে মারার ঘটনায় এই মুহূর্তে উত্তাল গোটা দেশঊ দোষীদের ফাঁসির দাবিতে সরব সাংসদ থেকে সমাজকর্মী, রাজনৈতিক নেতা থেকে সাধারণ মানুষ প্রত্যেকেইঊ কিন্তু, অপরাধীদের যে কোনও হেলদোল নেই, উত্তর প্রদেশের উন্নাও-এর ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দিলঊ উন্নাও-এ পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হল ধর্ষিতাকেঊ উন্নাও জেলার বিহার থানা এলাকার ঘটনাঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই ধর্ষিতা লখনউয়ের হাসপাতালে চিকিতাধীন রয়েছেনঊ এই ঘটনায় মোট ৫ জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশঊ ধৃতদের নাম হল-হরিশঙ্কর ত্রিবেদি, রাম কিশোর ত্রিবেদী, উমেশ বাজপেয়ী, শিবম এবং সুভম ত্রিবেদী। চলতি বছরের মার্চ মাসে ধর্ষণের শিকার হন ওই নির্যাতিতঊ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশঊ কিন্তু, পরে আদালতে জামিন মঞ্জুর হয়ে যায় অভিযুক্তদেরঊ জেল থেকে বের হওয়ার পরই সঙ্গীদের নিয়ে ওই মহিলাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে অভিযুক্তঊ বৃহস্পতিবার মা, বাবার সঙ্গে ট্রেনে রায়বরেলিতে যাওয়ার কথা ছিল ধর্ষিতারঊ আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্যঊ তার আগে স্টেশনে গিয়ে ধর্ষিতাকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়া গ্রামের বাইরে ধানখেতেঊ তারপর পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করেঊ খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে গিয়ে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় ধর্ষিতাকে উদ্ধার করেঊ বৃহস্পতিবার সকালে সার্কেল অফিসার গৌরব ত্রিপাঠি জানিয়েছেন, 'উন্নাও-এর বিহার থানা এলাকায় পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হয়েছে ধর্ষিতাকেঊ অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই মহিলাকে লখনউয়ের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছেঊ মূল অভিযুক্ত-সহ ৫ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

মনমোহনের দাবিকে খারিজ নরসিমহার নাতির

হায়দরাবাদ, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ১৯৮৪ সালের শিখ বিরোধী দাঙ্গা নিয়ে ড় মনমোহন সিং-এর দাবিকে নস্যাৎ করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাওয়ের নাতি তথা বিজেপি নেতা এন ভি সুভাষ। ঘটনার সূত্রপাত বুধবার প্রক্তান প্রধানমন্ত্রী ইন্দ্রকুমার গুজরালের শততম জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠান। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ড় মনমোহন সিং দাবি করেছিলেন যে ইন্দ্রকুমার গুজরাল তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি ভি নরসিমহা রাওকে দাঙ্গা রোধে সেনা নামানো পরামর্শ দিয়েছিলেন। পরিস্থিতি আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার কারণেই এমন পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। সেই পরামর্শ মেনে নিলে ৮৪ দাঙ্গা রোধ করা যেত। বৃহস্পতিবার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর এমন দাবিকে নস্যাত করে দিয়ে বিজেপি নেতা এন ভি সুভাষ জানিয়েছেন, ড় মনমোহন সিং-এর এমন দাবি মেনে নেওয়া যায় না। বিষয়টি অত্যন্ত দুঃখজনক। এমন বিষয়গুলিতে কোনও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীই মন্ত্রিসভার সম্মতি ছাড়া সিদ্ধান্ত নিতে পারেন না। স্পর্শকাতর পরিস্থিতিতে সেনা নামালে পরিস্থিতি আরও বেশি ভয়াবহ হতে পারত।

৩৬ নার্সদের ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কার প্রদান রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): স্বাস্থ্য পরিষেবায় উল্লেখজনক কাজ করার ৩৬ জন নার্সকে জাতীয় ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল পুরস্কারে ভূষিত করলেন রাষ্ট্রপতি। পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় রয়েছে কেরলে নিপাহ ভাইরাসে নিহত নার্স লিনি সজিশ। নিপাহ আক্রান্তরোগীদের সেবা করতে গিয়েই মৃত্যু হয় লিনির। তাঁকে মরোণত্তর এই সম্মান প্রদান করা হয়। এই সম্মান গ্রহণ করেন তাঁর স্বামী।

এদিন পুরস্কার প্রাপকদের অভিনন্দন জানিয়ে রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্ত প্রতিকূলতার মুখোমুখি হয়েও ভাল ও সাশ্রয়কারি স্বাস্থ্য পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখজনক ভূমিকা পালন করেন নার্সেরা। নার্স কথাটার মধ্যে সেবা, সুরক্ষা এবং করুণা রয়েছে। রোগী ও তাঁর পরিবারের কাছে নার্সই হচ্ছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মুখ।

বদলে যাওয়া সময় বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের পরিবারে দেখভালের জন্য পেশাদারি নার্সের চাহিদা বেড়েই চলেছে। সমাজে পোলিও, ম্যালেরিয়া এবং এইচআইভি নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে নার্সদের ভূমিকা অপরিসীম। নার্সদের ভূমিকাকে কুর্ণিশ জানিয়ে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা হু ২০২০ সালকে নার্স এবং মিডওয়াইফের নামে সমর্পিত করেছেন। এদিন পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ হর্ষবর্ধন, স্বাস্থ্যপ্রতিমন্ত্রী অশ্বিনী চৌবে।

উর্ধমুখী সেনসেক্স ও নিফটি

মুম্বাই, ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : উর্ধমুখী হয়েছে সেনসেক্স ও নিফটি। এদিন বেলা পৌনে ১২ টায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ঘোষণা করে, রেপো রেট চালু ৫.১৫ শতাংশে বেঁধে রাখা হচ্ছে। তার পরে সেনসেক্স ৮৪.১৭ পয়েন্ট বেড়ে ৪০,৯৩৪.৪৬ এর ঘরে পৌঁছায়। নিফটি ২১.৯৫ শতাংশ বেড়ে পৌঁছায় ১২০৬৫.১৫ এর ঘরে। সেনসেক্সের তালিকাভুক্ত যে সংস্থাগুলির শেয়ারের দাম সবচেয়ে বেড়েছে, তার মধ্যে আছে রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ, হিরো মোটর কর্পোরেশন ও টাটা মোটর্স। অন্যদিকে টেলিকম ও তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির শেয়ারের দর কমেছে। বুধবার বাজার বন্ধের সময় সেনসেক্স ১৭৪.৮৪ শতাংশ উঠে পৌঁছেছিল ৪০.৮৫০। ২৯ এর ঘরে। নিফটি ৪৩.১০ পয়েন্ট উঠে ১২০৩৭.৩০ এর ঘরে পৌঁছেছিল। বিদেশি বিনিয়োগকারীরা বুধবার ৭৮১.০৬ কোটি টাকার ইকুইটি বিক্রি করেছেন।

বাঙালি ও অসমিয়া সংক্রান্ত প্রদীপ দত্তরায়ের 'অবিবেচক' মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ করিমগঞ্জ বিজেপির

করিমগঞ্জ (অসম), ৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : 'মাতৃভাষায় কথা বলার অধিকার কেড়ে নিলে বরাক জুড়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।'
অ ল
কাছাড়-করিমগঞ্জ-হাইলাকান্দি স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন (আকসা)-এর প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি প্রদীপ দত্তরায়ের এমন মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে বিজেপি। বৃহস্পতিবার করিমগঞ্জে দলীয় কার্যালয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এআইডিসি-র চেয়ারম্যান তথা বিজেপি নেতা মিশনরঞ্জন দাস প্রদীপ দত্তরায়ের 'অবিবেচকের মতো এ-ধরনের বিরূপ' মন্তব্যের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

মিশন বলেন, জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি) এবং নাগরিকত্ব (সংশোধনী) বিল (ক্যাব) নিয়ে বিজেপি সরকার যখন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে চলছে, এমন সময় অসম বিশ্ববিদ্যালয়ের (কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়) অনুষ্ঠানে এমন মন্তব্য করা সমীচীন হয়নি। প্রদীপবাবু দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের কথা হয়তো কিছুই বুঝতে পারেননি, নতুবা যতটুকু বোঝার প্রয়োজন ছিল তার থেকে অনেক বেশি বুঝে নিয়েছেন। প্রদীপ দত্তরায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের পক্ষে না বিপক্ষে এই অবস্থানটা প্রথমে পরিষ্কার করুন। মিশন দাস আরও বলেন, অসম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা নিজেদের ও দেশের ভবিষ্যত গড়ার উদ্দেশ্যে জ্ঞান অর্জন করতে আসেন। সেখানে অযথা ছাত্রদের ভুল পথে পরিচালিত না করার জন্য প্রদীপ দত্তরায়ের মতো গণভিত্তিহীন লোকদের হুঁশিয়ারি দেন মিশনরঞ্জন দাস। অসম বিশ্ববিদ্যালয় শুধু বাংলাভাষী ছাত্ররাই পড়াশুনা করেন না। সেখানে দেশের বিভিন্ন জন গোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীরা জ্ঞান লাভের জন্য আসেন। তাই জ্ঞান অর্জনের এই পবিত্র মন্দিরকে কলুষিত না করারও উপদেশ দেন মিশনবাবু।

কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল সংসদে পেশ করার ছাড়পত্র ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে ১০ ডিসেম্বর এই বিলটি লোকসভায় পাশ করিয়ে নেওয়ার জন্যও বিজেপি সরকার তৎপর। আর এই বিল পাশ হয়ে গেলে দেশের ছয় জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। এই যখন পরিস্থিতি তথক প্রদীপ দত্তরায়ের মতো বিচার বিবেকহীন লোকদের মন্তব্যে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটে এই বিল পাশ হওয়ার পর যেখানে আমাদের খুশি হওয়ার কথা, বিজেপি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার কথা, সেখানে কিছুসংখ্যক দায়িত্ববোধহীন লোক সেটা না করে উল্টো ভুল বুঝিয়ে দেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের বিপথে পরিচালিত করতে অপচেষ্টা চালাচ্ছেন। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের মতো স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে অযৌক্তিক বক্তব্য থেকে বিরত থাকতে এবং আগামীদিনে সংযত হয়ে কথা বলতে প্রদীপ দত্তরায়কে পরামর্শ দেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস। সেই সঙ্গে এ-ধরনের দায়িত্বজ্ঞানহীন লোকদের মন্তব্যকে গুরুত্ব না দিয়ে শান্তি বজায় রাখতে উপত্যকার সকল সংগঠন ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানান মিশনবাবু।

ছয়ের পাতায় দেখুন

উন্নাও কান্ডে রিপোর্ট তলব মুখ্যমন্ত্রীর

লখনউ, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : উন্নাও কান্ডে নিগৃহীতার চিকিৎসার সমস্ত খরচ বহন করবে উত্তরপ্রদেশ সরকার বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। পাশাপাশি অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন তিনি। পুলিশের প্রশাসনের কাছে বৃহস্পতিবার বিকেলের মধ্যে রিপোর্ট পেশের নির্দেশও দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

উন্নাও কান্ড নিয়ে যে রাজ্য সরকার উদ্বিগ্ন তা মুখ্যমন্ত্রীর এই বিবৃতি থেকে স্পষ্ট। লখনউয়ের ডিভিশনাল কমিশনার এবং ইনস্পেক্টর জেনারেলকে ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি নিগৃহীতার চিকিৎসায় যাতে কোনও খামতি না থাকে সেই বিষয়েও তৎপর মুখ্যমন্ত্রী। ধৃত অভিযুক্তরা যাতে কোনও ভাবেই জামিন না পায়ে সেই বিষয়ে পুলিশকে নজর রাখতে বলেছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির কঠোর ধারাগুলি যাতে ধৃতের বিরুদ্ধে দেওয়া হয় সেই বিষয়ে যাবতীয় নির্দেশ দিয়েছেন যোগী।

বৃহস্পতিবার ভোরে উত্তরপ্রদেশের উন্নাওয়ের বিহার থানা এলাকায় ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারা চেষ্টা করা হয়। বর্তমানে লখনউয়ের হাসপাতালের চিকিৎসাধীন নিগৃহীতা। চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন নিগৃহীতার অবস্থা আশঙ্কাজনক। শরীরের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে। অভিযুক্ত পাঁচজনকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের নাম হল-হরিশঙ্কর ত্রিবেদি, রাম কিশোর ত্রিবেদী, উমেশ বাজপেয়ী, শিবম এবং সুভম ত্রিবেদী।

চলতি বছরের মার্চ মাসে ধর্ষণের শিকার হন ওই নির্যাতিতঊ নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে দু'জন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশঊ কিন্তু, পরে আদালতে জামিন মঞ্জুর হয়ে যায় অভিযুক্তদেরঊ জেল থেকে বের হওয়ার পরই সঙ্গীদের নিয়ে ওই মহিলাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করে অভিযুক্তঊ আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য বৃহস্পতিবার মা, বাবার সঙ্গে ট্রেনে রায়বরেলিতে যাওয়ার কথা ছিল ধর্ষিতার।

অর্থনীতি নিয়ে দিশাহীন পথে চলছে সরকার, কেন্দ্রকে তোপ পি চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): তিহাড় জেল থেকে বেরোতেই অর্থনীতি নিয়ে নরেন্দ্র মোদী সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা প্রবীণ কংগ্রেস নেতা পালানিয়াপ্পন চিদম্বরমঊ পি চিদম্বরমের মতে, অর্থনীতি নিয়ে দিশাহীন পথে চলছে সরকারঊ সরকার প্রতিনিয়ত ভুল করছেঊ আইএনএক্স মিডিয়া অর্থ তছরুপ মামলায় ১০৬ দিন তিহাড় জেলে কাটানোর পর বুধবারই মুক্তি পেয়েছেন পি চিদম্বরমঊ এরপর বৃহস্পতিবার সকালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতাঊ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'বছরের শেষে বৃদ্ধির হার যদি ৫ শতাংশও ছোঁয়, তবে আমরা ভাগ্যবান হবোঊ মনে রাখা দরকার, সরকারকে এই আশঙ্কার বার্তা আগেই দিয়েছিলেন অরবিন্দ সুব্রহ্মণমঊ' প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'অর্থনীতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী সর্বদাই নীরবঊ মন্ত্রীদের উপরই তিনি সমস্ত কিছু ছেড়ে দিয়েছেনঊ ফলস্বরূপ, অর্থনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছেন জনাকয়েক অদক্ষ ম্যানেজার।

বুধবার সকালেই আইএনএক্স মামলায় শর্তসাপেক্ষে পি চিদম্বরমকে জামিন দিয়েছে সুপ্রিম কোর্টঊ আইএনএক্স মিডিয়া মামলায় মুখ খোলা বারণ পি চিদম্বরমেরঊ এদিন এআইসিসি দফতরে সাংবাদিক সম্মেলনে পি চিদম্বরম জানিয়েছেন, 'বুধবার রাত আটটা নাগাদ জেল থেকে বেরিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস নিয়েছি আমিঊ কিন্তু, কাশ্মীর উপত্যকার ৭৫ লক্ষ মানুষের জন্য আমি উদ্বিগ্ন, গত ৪ আগস্ট থেকে তাঁদের আটক করে রাখা হয়েছেঊ' কাশ্মীরি নেতাদের আটক করা প্রসঙ্গে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'বিনা দোষে রাজনৈতিক নেতাদের আটক করা নিয়ে আমি উদ্বিগ্নঊ' একটু আবেগপ্রবণ হয়ে পি চিদম্বরম বলেছেন, 'মন্ত্রী হিসেবে আমার সমস্ত রেকর্ড পরিষ্কারঊ আমার বিবেকও একেবারে পরিষ্কারঊ যে সমস্ত অফিসাররা আমার সঙ্গে কাজ করেছেন, ব্যবসায়ীরা যাঁরা আমার সঙ্গে কথা বলেছেন, যে সমস্ত সাংবাদিকরা আমাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন, তাঁরা সবাই আমাকে খুব ভালো করে জানেন।

উন্নাওকান্ডে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলাকে দায়ী করলেন জয়া

নয়াদিল্লি, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের উন্নাওতে ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টায় সংসদ চত্বরে সরব জয়া বচ্চন। এর জন্য রাজ্যের আইনশৃঙ্খলার দিকে আঙুল তুলেছেন তিনি।

হায়দরাবাদ কাণ্ডের রেশ কাটতে না কাটতে বৃহস্পতিবার ভোরে উন্নাওতে ধর্ষিতাকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টার ঘটনায় ফের চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা দেশে। এর জন্য উত্তরপ্রদেশের আইনশৃঙ্খলাকে দায়ী করে সমাজবাদী পার্টির রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চন জানিয়েছেন, উন্নাওয়ের পাশাপাশি চিত্রকূটের ঘটনা থেকে প্রমাণিত উত্তরপ্রদেশের অবস্থা খুবই খারাপ। রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে।

উন্নাওয়ের পুলিশ সুপার বিক্রান্ত বীর জানিয়েছেন বর্তমানে লখনউয়ের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ওই ধর্ষিতা। এখনও পর্যন্ত চারজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। কিন্তু মূল অভিযুক্ত এখনও অধরা। পুলিশ সুপার স্বীকার করে নেন যে নিগ্রহীতা ধর্ষকদের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে আগেই অভিযোগ দায়ের করেছিল।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদ তিনজনের নাম সুপারিশ ইমরান খানের

ইসলামাবাদ, ৫ ডিসেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) পদের জন্য তিনজনের নাম সুপারিশ করলেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানঊ এই তিনজন হলেন-ফজল আব্বাস, বাবর ইয়াকুব এবং আরিফ খানঊ পাকিস্তানের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (অবসরপ্রাপ্ত) সর্দার মহম্মদ রাজার মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তিম দিন সিইসি পদের জন্য তিনজনের নাম সুপারিশ করলেন ইমরান খান।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য সুপ্রিম কোর্টের মধ্যস্থতা চেয়ে পিটিশন দাখিল করেছিলেন বিরোধীরাঊ এর আগে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলির বিরোধী নেতা শেহবাজ শরিফ সিইসি পদে তিনজনের নাম সুপারিশ করেছিলেন, যথাক্রমে-নাসির মহম্মদ খোসা, জালিল আব্বাস জিলানি এবং আখলাক আহমদ তারারঊ বৃহস্পতিবার পাক প্রধানমন্ত্রীও তিনজনের নাম সুপারিশ করেছেন, সরকারি সূত্রে এমনই জানা গিয়েছে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেনবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।